

প্রহরপুঁথি

অতিমারি ২০২০: ছয় মাসের দস্তাবেজ



বেথুন কলেজ

প্রহরপুঁথি

অতিমারি ২০২০ ঃ ছয় মাসের দস্তাবেজ

প্রধান সম্পাদক ঃ

কৃষ্ণা রায়

সম্পাদক ঃ

মৈত্রী ঘোষ, সুমন্ত মুখোপাধ্যায়

বেথুন কলেজ

ISBN No. : 978-81-948279-0-0

© বেথুন কলেজ

প্রহরপুঁথি
অতিমারি ২০২০ ঃ ছয় মাসের দস্তাবেজ

প্রকাশ কাল ঃ
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০

প্রধান সম্পাদক ঃ
ড. কৃষ্ণা রায়

কার্যনির্বাহী সম্পাদক ঃ
ড. মৈত্রী ঘোষ, সুমন্ত মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক ঃ
IQAC বেথুন কলেজ ও
জয়জিৎ মুখার্জী, সোপান

সম্পাদকমণ্ডলী ঃ
ড. গৌতম গোস্বামী, ড. অমিতা কর, নীলাঞ্জনা বসু

প্রচ্ছদ ও বর্ণবিন্যাস ঃ
লেসার ওয়ার্ল্ড

মুদ্রক ঃ
লেসার ওয়ার্ল্ড
পি-৪, সি.আই.টি.রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৪
মোবাইল-৯৮৩১১৬১৯৬১

আমাদের সকলের ভালোবাসার
ছাত্রী সায়ন্তনী অধিকারী-র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

প্রকাশ কথা

অদ্ভুত এক আঁধার নেমেছে সারা পৃথিবী জুড়ে। পুঁচকে একটা ভাইরাস গত বছরের শেষ ভাগ থেকে সারা পৃথিবীর বাজার — অর্থনীতি, সমাজ, আত্মীয়তা, বন্ধুত্বের সংজ্ঞা সব কিছু ওলোট পালট করে দিয়েছে। সে এক মুকুট পরা রাজকীয় ভাইরাস, বিজ্ঞানের দুনিয়ায় তার গোত্র আর এন এ ধারার। অন্যান্য ভাইরাসরা যেমন বাছ বিচার করেনা, গাছপালা, পশু পাখিতে তাদের দিব্যি রুচি থাকে, ইনি আবার বড্ড মানবপ্রেমী। মানুষে মানুষে স্পর্শে প্রথমে বেজে ওঠে তার আলাপের মেঘ-মল্লার। তারপর বীভৎস এক মারণ উৎসবের ধারা বইয়ে দিয়ে চলেছে সারা পৃথিবীতে, তার দাপট এখনো অক্লান্ত, দিন যায়, মাস যায়, বছরও ঘুরতে চলল। আমরা এখন সবাই ভুবন-গ্রামের অতিমারি আক্রান্ত মানবজাতি। এই অণুজীবটি আবার বড্ড সাম্যবাদী, গরিব বড়লোকের বিচার করেনা, জাতি-ধর্মে ভেদ রাখেনা, খ্যাতি, অখ্যাতি ছোঁয়া মানুষকে আঘাত করার ক্ষেত্রে সে একই রকম নিস্পৃহ। তাই সহজেই পৃথিবীর বুকে এনে দিয়েছে অতিমারি। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে অতিমারি এই প্রথম নয়, গবেষণা বলছে, শুধু ভাইরাস কেন, ব্যাকটেরিয়ার মারফতও কতবার কত দীর্ঘ সংক্রামক ব্যাধি ধরায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতিমারির এই ইতিহাস অনেক পুরোনো, হাজার পাঁচেক বছর তো হেসে খেলেই ধরা যাবে। বিজ্ঞানের এক সদ্যোজাত শাখা প্যালিওজিনোমক্স দাবী করছে, প্রাচীন মানুষের কংকালের দাঁতের ডি এন এ নমুনায় এমন তথ্যই উঠে আসছে। প্রস্তর যুগেও নাকি প্লেগের দাপট ছিল, হানাদার ভাইরাস হেপাটাইটিস বি ভাইরাসও দেখা দিত হাজার ছয়েক বছর আগে, বীর বিক্রমে, অথবা স্যালমনেলা ব্যাকটেরিয়া, সেও তো মানুষকে অনেক ভুগিয়েছে। সে তুলনায় দুশ বছর আগের কলেরা, বা একশ বছর আগে ঘটে যাওয়া স্প্যানিশ ফ্লু-র মত অতিমারির ঘটনা নিতান্তই নবীন যুগের। এদের জন্যই পৃথিবী বারে বারে মৃত্যুপুরী হয়ে উঠেছে। এবারের ভাইরাস, করোনা গোত্রের, নাম তার SARS-COV-2 অথবা কোভিড-১৯, আর সেই এনেছে আমাদের সভ্যতায়

নবতম এক অতিমারি। তার দাপট দেখে পৃথিবীর সব দেশের রাষ্ট্র নায়কেরা সচেতন হলেন, আমরা শিখলাম কত নতুন শব্দ, লকডাউন, জনতা কারফিউ, আন-লকডাউন, কোয়ারান্টাইন। আমাদের যাপন কথায় এল গৃহবন্দিত্বে সুস্থতার আশ্বাস, আমরা শিখলাম সামাজিক দূরত্ব কি। আর এরই পথরেখা ধরে এল মানুষে মানুষে মানসিক দূরত্ব। পরিচিত দুধ ওয়ালা, খবরের কাগজ বিক্রেতা, প্রতিবেশি, আত্মীয়, সবাইকে আমরা তফাতে রাখতে শিখলাম, ভুলে গেলাম বন্ধুত্বের করমর্দন, ভালবাসার অনিবার্য নৈকট্য। আমরা মুখ ঢাকলাম স্বাস্থ্য-সহায়ক মুখোশে আর হৃদয় ঢাকলাম গাঢ় থেকে গাঢ়তর আত্মসেবায়। কত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের শেষ যাত্রায় সঙ্গী হতে পারলাম না, প্রিয়জনকে দূরে দূরে রাখলাম। চেনা শহর, চেনা দেশ পালটে গেল। কে যেন ''পজ-বাটন'' টিপে শহরটাকে থামিয়ে দিল। কালবৈশাখীর পরেও প্রকৃতির সুন্দরতা চোখে পড়ল কত কাল পর। আর দৈনিক রোজগারে যাদের গ্রাসাচ্ছদন চলে, তাদের দূর থেকে দেখে মায়ায় আপ্লুত হলাম, মাঝে মাঝে বাড়িয়ে ধরলাম কিছু অনুদান, সেই টুকুই বোধহয় আমাদের প্রায়শ্চিত্তের অভিজ্ঞান। এরই মধ্যে হাজির হল বিধ্বংসী ঝড় আম্ফান, অতিমারির থেকে কোন অংশে কম নয় তার করাল থাবা। ঘরছাড়া হল কত মানুষ। আর এরই মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার জন্য প্রতিদিন লড়াই করে চলে আমাদের চেনা লোক, ঘরের লোক, পরের লোক, এদের মধ্যে কেউ কেউ মানবসেবার দাম দিয়ে পরপারে পাড়ি দিল। তবু জীবন থেমে থাকে না। দ্য শো মাস্ট গো অন। কূট থেকে কূটতর রাজনীতির ছক্কা পাঞ্জা খেলা, ধর্মে — জাতপাতে ভেদাভেদ, নারীধর্ষণ আবহমান গতিজাড্য নিয়ে নিত্য বহমান রইল।

আর এই বহমানতার স্রোতে অতিমারিকে উপেক্ষা করে হাজির হল নিউ নরম্যাল জীবন ধারা। শিশু থেকে তরুণ সবাই শিখে নিল আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ভারচুয়াল শিক্ষা প্রণালী, মানুষ এখন মরিয়া। আর কতকাল তারা থাকবে বসে? কাতারে কাতারে তারা জমায়েত হল রাজনীতির আসরে, জনসভায়, বাজারে দোকানে, রেশনে। খেটে খাওয়া মানুষ ভীষণ বিদ্রোহে খুলে ফেলল মুখোশ। চেনা জীবিকা ছেড়ে নতুন জীবিকাকে আঁকড়ে ধরল, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা দাবি করল, এই দুষ্টু ভাইরাসের টীকা তারাই তৈরি করেছে, বাজারে এল বলে। আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের পণ্ডিতেরা বলল, তারা-ই এর নিরাময়ের সঠিক ব্যবস্থা জানে, গণৎকারেরা নিদান হাঁকল অমুক দিনের পর থেকে এই ভাইরাস পালিয়ে যাবে,

কেউ কেউ সেই সুদিনের আশায় যাগ-যজ্ঞে মাতল। বাজারে এল কত টোটকা, কত ছোট — মাঝারি — ভারি দামের ওষুধ, স্যানিটাইজার। এরই মধ্যে অলস, ধনী ঘরের মহিলারা রং-বেরঙ্গের মুখোশে মুখ ঢেকেও সন্তুষ্ট না হয়ে লিপস্টক-রঞ্জিত ওষ্ঠ প্রদর্শনের দাবিতে ডিজাইনার মুখোশের জন্য প্রাণপাত করতে লাগলেন। গণমাধ্যমে প্রতিদিন আক্রান্ত রোগী আর মৃত্যুর স্ট্যাটিস্টিক্স প্রকাশিত হয়, তার হিসেব নিয়ে রাজনীতির তরজা চলে। খেটে খাওয়া মানুষেরা নির্বিকার। তারা রাস্তায় খাবার জলের লাইন, রেশনের লাইনে অধিকারের দাবি নিয়ে মারামারি করে, বেকার যুবক-যুবতীরা সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয়। করোনার ভ্যাকসিন বাজারে এল কি এলনা সে ভাবনায় তারা ব্যস্ত নয়। বড় বড় মানুষেরা অনেকে গাল ভরা কথা বলে। তার কি কোন মাথা মুণ্ডু আছে? ভরা ভাদ্রের ভ্যাপসা গরমে এতদিন বন্ধ থাকা মিষ্টির দোকানটা আজ খুলেছে। পড়ন্ত দুপুরে সওয়ারি বিহীন হাতে টানা রিক্সার চালক সিটে বসে ঝিমোয়, রাস্তার খোলা বাজারের সবজি বিক্রেতা মাসি চেনা চায়ের দোকানে মাটির ভাঁড়ের চায়ে জিভ ডুবিয়ে, শ্রমময় আগামি দিনের কথা ভাবে, গৃহবন্দী বালকটি, জানালা দিয়ে খেলার মাঠের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকে। এরা সবাই হয়তো দিবা-স্বপ্নের ঘোরে দেখে, হঠাৎ আগের মত সব কিছু হয়ে গেছে, হয়ত আবার অচ্ছে দিন আসবে —

গত ছ'মাসের এই অনিশ্চয়তার প্রহরে আমাদের বিশ্বাসে টান ধরছে। প্রতিবাদের-প্রতিকারের উপায় জানা না থাকায় কলমগুলো শুধু মুখর হয়েছে।

সেই মুখরতার দলিল, এই সময়ের দস্তাবেজ, এই **প্রহরপুঁথি**। প্রায় সার্ধ শতবর্ষ স্পর্শ করতে চলা বেথুন কলেজের এই মুহূর্তের নিজস্ব কণ্ঠ — প্রেমে, প্রাণে গানে, অনিশ্চয়তায়, সমাজ-ভাবনায়-মৃত্যু গন্ধে — এক খণ্ড কালের ছবি-ভিন্ন মানুষের ভিন্ন রুচির অধিকারের দলিল।

কৃষ্ণা রায়
অধ্যক্ষা, বেথুন কলেজ
সেপ্টেম্বর, ২০২০

ভূমিকা

প্রহর যে পুঁথি লিখে চলেছে তার সত্যিই কোনো ভূমিকা হয় না। তবু দু-একটি কথা এই আয়োজনে বলা প্রয়োজন। এ কোনো মুখবন্ধ তাই নয়। সময়ের প্রতিদৈনিক যে প্রবাহে আমরা বাঁচি মরি তার রূপ বা স্পষ্ট কোনো অবয়ব নেই। এই গোটা বিশ্বে সাধারণ ভাবে সময়-গতির একমাত্রিক চেহারাটা ধরতে পারা শক্ত। ইউরোপে যেটি আলোকদীপ্ত উন্নয়নকাল, আফ্রিকার অথবা এশিয়ার পক্ষে সেই আধুনিকের আবির্ভাব ভয়াবহ। আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যখন পাশ্চাত্য ভুবন অন্ধকার করে আসছে, কে বলতে পারে তখন ভারতবর্ষের গ্রামে গঞ্জে সেই সংবর্তের আন্দাজ কতটুকু? গত কয়েক দশকে সিরিয়ার কোনো শিশু বা রোহিঙ্গা মেয়ের জীবন, প্রথম বিশ্বের মানুষের পক্ষে অনুভব করাই শক্ত। যেমন দেশভাগ — তার যন্ত্রণা, এমনকী ভারতবর্ষেরই অনেক মানুষ জানতে পারেননি। শুনেছেন, এই মাত্র।

এই প্রথমবার, আকস্মিক একটিই কারণে গোটা বিশ্ব একই আশঙ্কায় বদ্ধমূল। অতিমারীর আক্রমণে সমাজের থাকবন্দী নানা মানুষ হঠাৎ জুড়ে গেছেন সময়ের ভেতরে। আবিশ্ব এক কাঠামো এই প্রথম প্রকট হয়ে উঠলো। তারই ভেতর দেখা দিতে লাগলো নানা মনোভঙ্গি। ক্যালিডিওস্কোপের ভেতর টুকরো টুকরো রঙিন কাচের মত। আশঙ্কা মৃত্যুর, আশঙ্কা কাজ হারাবার, আশঙ্কা আত্মীয়স্বজন বন্ধু পরিজনে পরিব্যাপ্ত। এ আগুন এত রক্ত মধ্যযুগ দেখেছে কখনো! জীবনানন্দ লিখেছিলেন, সময় খিঁচড়ে উঠে অশ্বেতরের মতন কখনো বেঁকে বসে। সেই দুনিয়া জোড়া উন্মাদ চলনের ভেতরেই কাটছে আমাদের রাত্রি দিন। সবাই তা বুঝতে পারছি।

এই সংকলনে সর্বজ্যেষ্ঠ যিনি এবং সর্বকনিষ্ঠ যিনি, তাঁরা নিজেদের জীবন অভিজ্ঞতায় নিশ্চয়ই বলবার মত ঐতিহাসিক মুহূর্ত প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু এরকম আবিশ্ব অনাসৃষ্টি কেউ কখনো দেখেননি। বেথুন কলেজ শুধু নয়, সমস্ত

বিদ্যায়তনেই জন্ম নিতে থাকে সমাজের মন। বিদ্যা কোনো স্থির নির্দিষ্ট পুঁথি পাটা নয়, তা সময়েরই মতন স্বতশ্চল। এক একটি স্কুল-কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে গোটা সমাজটারই জ্ঞান বিজ্ঞান নানা প্রশ্ন নিয়ে মন্থন করতে থাকে সময়কেই। এর কোনো শেষ নেই।

এই উৎকট সময়টাতেও নানা নতুন মনোভঙ্গি, সমাজমুদ্রা, বিজ্ঞানপ্রশ্ন দেখা দিচ্ছে চার পাশে। রাজনীতি, ইতিহাস ভাবনা বদলে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য, রাষ্ট্র, অর্থনীতি জড়িয়ে যাচ্ছে নতুন জিজ্ঞাসায়। উঠে আসছে অতীত দিনের সংকট সমাধান — নতুন প্রতিবেশে। পরিসর, ঘর-বাহির, পাল্টে নিচ্ছে নিজের জায়গা। আত্ম-পর এর টানাপোড়েনে জেগে উঠছে স্বার্থপর সেই অতিকাহিনী, সমাজ-দেশের প্রতি প্রান্তে। আবার এরই মধ্যে মনে আসছে — নতুন ছবি, নতুন গান। যিনি কবিতা লেখেননি কোনো দিন, লিখে রাখছেন দু-এক লাইন। গল্প-নাটক-সিনেমা-ফোটোগ্রাফে মন ছিল না — হঠাৎ সকালে দেখা দিল এক নতুন রকম ভাবনা ধাঁচ। এই বিচিত্রের সমাবেশ প্রহরপুঁথির মূল কাজ। ঝড়ের ভেতর তার স্থির বিন্দুটিকে খোঁজা।

হাজার শ্মশানের ভেতর দাঁড়িয়ে লঙ্গরের গ্লানি দেখে প্রায় আট শতাব্দী আগে এক বাঙালী কবি লিখেছিলেন : তবুও কল্কির ঘোড়া সরায়ে মেয়েটি তার যুবকের কাছে সূর্যালোকিত হয়ে আছে।

এই সূর্যে সূর্যে চলাটাই আসল কথা। ওইটেই এই বিচিত্র প্রহর পুঁথির আশ্রয় বাক্য।

সুমন্ত মুখোপাধ্যায়
মৈত্রী ঘোষ

সূচি

পর্ব-১ ঃ অন্তর্বয়ান

কৃষ্ণা রায়
যা দেখি, যা ভাবি ঃ লক ডাউনের কলকাতা ১

গৌতম গোস্বামী
ভয় হতে তব অভয়মাঝে ১০

মীনাক্ষী সিংহ
মুখোশের আড়ালে ১৪

কুমকুম চট্টোপাধ্যায়
আজ এখন এইসময় ১৬

অমৃতা বাগচী
''বিশ্ব হতে থাকি দূরে অন্তরের অন্তঃপুরে'' ২৩

অনিন্দিতা দত্ত
ব্যক্তি-গত আর গত-ব্যক্তির দিনলিপি ২৭

শাশ্বতী লাহা
'টানাপোড়েন' ২৯

দীপান্বিতা বড়ুয়া
দূরত্ব - একটি কঠিন অনুভূতি ৩২

শ্রীপর্ণা রায়
'কোরোনা' ও দিনকাল ৩৪

দেবলীনা মিশ্র
মুক্তির চিঠি কবে আসবে? ৩৮

শান্তা রাজগুরু
মৃত অমৃত ৪১

সুমন্ত মুখোপাধ্যায়
লকডাউনের ডায়েরি ৪৬

Sanjukta Roy
LIFE DURING LOCKDOWN: LOOKING BACK ৪৮

Debanjana Basu
ANNUS MIRABILIS, 2020: THROUGH A COMMON MAN'S EYE ৫২

Pratyusha Chakraborty
NO GOOD THING EVER DIES ৫৬

Suchandra Chowdhury
FIXATION OF THE CORONA ৫৮

Abhijit Bhattacharyya
IMAGES : SURVIVING AN EPIDEMIC ৬৩

রংজনা শর্মা
দস্তাবেজ লॉকডাউন ৬৪

সৃঞ্জনা ঘোষ
খসড়ার দিনকাল ৬৮

পর্ব-২ ঃ বিষয় ভাবনা

সমীরণ ঘোষ
লেডি করোনা ৭০

Gautam Goswami
TROPICAL CYCLONE: IMPACT OF GLOBAL WARMING
– A BRIEF DISCUSSION ৭৪

Sanjukta Roy
THE COVID-19 CRISIS, LOCKDOWN AND ONLINE EDUCATION ৮০

Maitri Ghosh
COVID-19 PANDEMIC AND ECONOMIC SLOWDOWN:
WHERE DOES THE INDIAN 'MIDDLE-CLASS' STAND? ৮৪

Piyali Gupta
LOCKED IN WITH A SPECIAL NEEDS CHILD:
A MOTHER'S PERSPECTIVE ৮৮

Nilanjana Bagchi
MIND AND THE PANDEMIC : MASTERING THE CHAOS ৯৬

Suchandra Chowdhury
HUMAN CORONAVIRUSES, SARS-COV-2 INFECTION AND
OUTCOME OF COVID-19 ১০১

Maitri Ghosh
COVID-19 AND FM'S ECONOMIC PACKAGE: WILL THE FATE
OF THE MIGRANT WORKERS CHANGE? ১১২

Gautam Bandyopadhyay
COVID-19 ১১৯

পর্ব-৩ ঃ নির্বাচিত ঘটনাক্রম

LOCKDOWN CALENDAR ১২৩

যা দেখি, যা ভাবি ঃ লক ডাউনের কলকাতা

কৃষ্ণা রায়

পর্বঃ ১

মাসাধিকাল ধরে ঘরবন্দী, আমরা সবাই, সারা পৃথিবী জুড়ে। কলেজের গুরু দায়িত্ব আপাতত লকডাউনের গর্ভে। সরকারি চাকুরিজীবি, তাই এই মুহূর্তে আর্থিক দৈন্যে বিব্রত নই। কলকাতার দক্ষিণে একদা রিফিউজি কলোনী, অধুনা অন্যতম স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পাড়ায় আমার বাস। জীবিকার নিরন্তর তাড়নায় এতদিন ভাল করে সকালে প্রকৃতি লক্ষ করিনি। এখন ঘুম ভাঙার পর থেকেই প্রতিটি-দিন তার সেই রূপ আশ্লেষে পান করি। কে জানে কবে ওপারের ডাক এসে যায়! করোনা ভাইরাসের অতিমারির তান্ডবে বিজ্ঞানী, সমাজকর্মী, রাজা-মন্ত্রী, রাজনীতিক, শিল্পী, অসংগটিত শিল্পের কর্মচারী, আমাদের গৃহ-সহায়িকা কেউই ছাড় পায়নি। আমার বাড়ির দোতলার বারান্দা থেকে যতদূর দেখা যায়, তাই এখন আমার জগত।

সকাল থেকে এত অজস্র পাখির ডাক, আগে শুনিনি, আকাশের এত অপরূপ নীলিমা আগে চোখে পড়েনি। রোজ কানে আসে নতুন নতুন সব ফেরিওয়ালার ডাক — তাজা সবজি, টাটকা মাছ, রসালো ফল, জ্যান্ত লাউ-কুমড়ো-কলমী-নটে শাক —, কেউ ছন্দে ছন্দে ডাকে মুড়ি-মুগ ডাল, আছে তাল তাল, —। আমাদের এলাকায় প্রচলিত বাজার আপাতত বন্ধ, তাই এরাই ভরসা, রোজ জিনিস কেনাবেচার মধ্যেই টুকরো-টাকরা গল্প হয়। এরা এতকাল ছিল অন্য পেশায়, কেউ অটোচালক, কেউ রাজমিস্ত্রী, কেউ ঘড়ির দোকানের, বা রাস্তার চায়ের-দোকানের অস্থায়ী কর্মচারী। এদের এখন দিন শুরু হয় মধ্য-যামে। রাত দুটোয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্থানীয় ব্রহ্মপুরের বাজারে লাইনে দাঁড়িয়ে ঝুড়ি ভরে সবজি কেনে, হাতে পেতে পেতে পূব আকাশ ফরসা হয়ে আসে। তারপর এক একদিন এক এক পাড়ায় ঘোরা। এর মধ্যে পুলিশের লাঠির তাড়া আছে। রোজ এক লোক সবজি কেন নেবে?

২

একটু পরে শুরু হয় অতি উৎসাহী প্রাতঃ ভ্রমণকারীদের আসা যাওয়া। মুখে মাস্ক, হাতে গ্লাভস, দিব্যি তারা গটগটিয়ে চলে যায়। এ পাড়ার কুঁড়ে, বদমেজাজী জমাদার-ভায়া এখন কাজে আর তিল মাত্র ফাঁকি দেয়না। মুখে হলুদ রঙা মাস্ক, পরণে নীল ইউনিফর্ম, হাতে সবুজ রঙের গ্লাভস। কী অসম্ভব প্রত্যেয়ের সঙ্গে রাস্তা পরিষ্কার করে! প্রকৃতির স্নিগ্ধ-সুন্দরতা ওর মনেও কি বদল এনেছে? সকাল আটটার পর সামনের বাড়ির, নামী স্কুলে পড়ুয়া ছেলে-মেয়েরা অন লাইনে উচ্চকিত পড়াশুনো শুরু করে। পাশের বাড়ির গান-পাগল ছেলেটির বেসুর গলা-সাধাও পাল্লা দিয়ে চলে। সকাল বেলাটা বেশ উৎসবের মত লাগে। দুধওয়ালা হাঁক দেয়, ''বৌদি দুধ''। দোতলা-তিন-তলার ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে থলি বাঁধা দড়ি ঝোলে। সেই ঝোলায় জমা হয়, খবরের-কাগজ, পুজোর ফুল, আনাজ পত্র—। গলির মোড়ের নিত্য সজীব চায়ের দোকানে, রিটায়ারড বয়স্ক মানুষ অথবা বেকার ছেলেরা আর আড্ডা মারতে আসেনা। এখন মাঝে মাঝে লুকিয়ে চুরিয়ে দোকান খোলে, তাসের খেলুড়েরা, পাশের ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকার রামুর মতে এখন বাড়িতে টেলিভিসনের সামনে বন্দী, করোনা-সংবাদ শোনে কিংবা সিনেমা দেখে।

একটু বেলায় রোজ হৈহৈ করে একদল ছেলে-মেয়ে রাস্তায় জোরে জোরে কথা বলতে বলতে যায়। ওদের মুখে ন্যাকড়া বাঁধা অথবা তাও নেই। আমাদের বাড়ির পেছনে লম্বা বস্তিতে ওরা থাকে, লোকের বাগানে বা বাড়ির বাথরুম পরিস্কার করতে আসে, সরস্বতী পুজোর চাঁদার জন্য কলিং-বেল বাজিয়ে জুলুম করে। রাস্তায় এখন কেউ বকাবকি করলে নির্ভয়ে বলে, বাড়িতে থাকার জায়গা নেই, ওখানে শুধু ঘুমোতে যাই। তোমাদের বাড়িতে কাজ থাকলে বলো, করব, নয়তো দু'নম্বর মাঠে গিয়ে বসে থাকব।

আজকাল আমার অফিসের কাজ ল্যাপটপে বসে সারি, হ্যাঁ বারান্দায় বসে বসেই। আরও বেলায় কিছু মেয়ে মুখে মাস্ক বেঁধে, সাইকেল চড়ে মুড়ির প্যাকেট বেচতে আসে। এখন রোজা চলছে। দুপুর বারোটা-সাড়ে বারোটায়ও হাঁক শুনি, ভাল ফল নেবেন মা, সবেদা, তরমুজ। ডালায় তখন পড়ে আছে রুগ্ন বিষণ্ন চেহারার ক'টা আঙ্গুর, শুকনো কিছু ফল। অনুনয় করে নাওনা মা, একদিনে দু'শ টাকা লাভ না হলে খাব কি?

মায়া হয়, ইচ্ছে না থাকলেও নিয়ে ফেলি।

দুপুরে পাড়া নির্জন হয়ে আসে। আশপাশের বাড়ির ছাদে, বারান্দায় জামা কাপড়

ঝোলে। ঘরোয়া মহিলারা এখন অতি সচেতন, কড়া রোদে জামা কাপড়কে ম্যারিনেট করতেই হবে। এরই মধ্যে কলিং-বেল বেজে ওঠে কোন কোন দিন। পোস্ট-অফিস বা ক্যুরিয়ার-সার্ভিস হবেনা। বারান্দা দিয়ে মুখ বাড়াতেই দুই বৃহন্নলার সদর্প হুঙ্কার, বাড়িতে বাচ্ছা হল?

''না'' বলাতে আরেকপ্রস্থ হুঙ্কার, ''কোন বাড়িতে বলো''। ''জানিনা'' বলাতে, একজন ভারি গলায় বলল,'' কিছু মনে কোরোনা, তোমার সাধের ভাত ঘুম ভাঙালাম''। অন্যজন ফিচেল হেসে বল্‌ল, ''ওটা কিন্তু ও কোরোনা বলেছে, নচ্ছাড় করোনা রোগের কথা বলেনি বাছা''।

মন-মরা রোদে ওদের ধূসর মলিন মুখ — আমাদের সবার এই বন্দী জীবনের মতই ক্লান্তিময়।

শেষ দুপুরে আবার ফেরিওয়ালার ডাক। রোদের আঁচ এড়াতে বারান্দা-লাগোয়া ঘরে আমার লেখা পড়ার সরঞ্জাম মজুত। কানে আসে, মাইচ নেবেন গো? মাইচ?

এ পাড়ার অনেক মানুষ এখনো অধুনালুপ্ত পূর্ব-বঙ্গীয় ভাষায় কথা বলে। অবেলায় মাইচ অর্থাৎ মাছের হাঁক শুনে কিঞ্চিত লোভাতুর হলাম। আজকাল বাড়ির দোরগোড়ার সস্তায় মাছ মিলছে। বিক্রেতারা বলে সরাসরি ''ক্যানিং-ডাইমন্ড'' থেকে ভ্যানে করে মাছ আনি, টাউটের ঝামেলা নেই। এ বেচারার নিশ্চয় সকালে মাছ পেতে দেরি হয়েছে, কিংবা গাড়ি বিগড়েছে। ও মা! দেখি, বুড়ো ফেরিওয়ালার হাতে ঝুলছে রঙ বেরঙের অনেক ফেস-মাস্ক। বারান্দার দরজা খোলার শব্দ পেয়ে প্রত্যাশী মুখ, নিন না মা, বাজারে আমার কাপড় সেলাইএর দোকান, এখন বাজার মন্দা, তাই আমি আর আমার আমার ইস্তিরি নিজের হাতে বানিয়েছি, সব নতুন কাপড়ের-টুকরো দিয়ে। বেশি দাম নয়, মাত্র চল্লিশ টাকা। খান পাঁচেক নিলে বড় উপকার হয়। আপনারা শাড়ি, সালোয়ারের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে পরতে পারেন, কাউকে উপহার দিতে পারেন।

অন্য কোনো ভর দুপুরে হাজির হয় বাড়ির ট্যাঙ্ক-সাফাই, বাগানের আগাছা পরিষ্কারের চেনা মানুষ, জয়নাল। ঘুঁটিয়ারি-শরিফ থেকে সবজি সওয়ারির ভ্যান-রিক্সায় ভাড়া দিয়ে কামালগাজির মোড়ে নেমে হাঁটতে হাঁটতে আসছে।

—বলো কি? সে তো অনেক দূর।

আমার বিস্ময়ে সে জল ঢেলে দেয়, ''তা কি করব বৌদি, বাগানের কাজ থাকলে

বলেন, রেশনে পাওয়া চাল-আলুতে সংসার চলছেনা। আজ কদ্দিন কাজ নেই। তাই সব চেনা বাড়িতে সাহায্যের জন্য ঘুরছি"।

টাকা নিয়ে জয়নাল চলে গেল, যাবার সময় বলল ''যদি বাঁচি, সামনের মাসে আসব বৌদি। আপনারা ছাড়া আর কে-" ;

আজকাল বিকেলগুলো বড় মায়াময় হয়। পড়ন্ত রোদের রঙ আরও সোনালী, শেষ বিকেলে গাছের পাতার সবুজে অন্য রকমের লাবণ্য। চিবুকের নীচে মুখাবরণী ঝুলিয়ে কিছু বেপরোয়া যুবক দুরন্ত গতিতে রাস্তায় মোটর বাইক হাঁকিয়ে চলে যায়! গতিময় উদ্দাম জীবন হঠাৎ ইচ্ছে-বেগ হারালে নিয়ম ভাঙার উচ্ছৃংখলতায় মশগুল তো হবেই। এরই মধ্যে দেখি নবীন প্রেমের উদ্ভাস। অন্ধ হলে তো প্রলয় বন্ধ থাকেনা। আমাদের রেলিং-ঘেরা বাগানের গাছে দুই তরুণ তরুণী, মুখোসের আবরণে থেকেই ঘনিষ্ঠ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ গল্প করে। প্রেমের ঘন মুহূর্তে সোস্যাল ডিস্ট্যান্সিং মানার এই কি বয়েস? মনে পড়ে মারকোসের উপন্যাস ''লাভ ইন দ্য টাইম অফ কলেরা"র কথা।

সন্ধ্যের আলো-আঁধারিতে একটা দুটো তারা আকাশে ফোটার আগেই এপাড়ার অনেক বাড়ি থেকে শাঁখের আওয়াজ বেজে ওঠে। এখনো এ অঞ্চল মূলতঃ মধ্যবিত্ত মূল্যবোধে থাকা যূথবদ্ধ মানুষের কলোনী। তবু কিছুতো বদলাবেই। একটি বিশেষ গাড়ি প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা, স্বল্পবাস তরুণীদের উল্টোদিকের সরু গলির মোড়ে নামিয়ে দিয়ে যায়, আর ফিরিয়ে নেয় ঘন রাতে, গাড়ির জানলা থেকে ছিটকে পড়ে রাস্তার ধারে, মদের বোতল, খাবারের দোমড়ানো প্যাকেট। এই করোনা আক্রান্ত ক্রান্তিকালেও মানুষের কিছু জৈবিক চাহিদা থেকেই যায়। কোনো লক-ডাউন সেই আদিম দেহ-ব্যবসাকে চোখ রাঙিয়ে থামাতে পারেনা।

এরই মধ্যে একদিন রাত দুটো নাগাদ, আমাদের দুটো বাড়ির পরে শিবাজীবাবু ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুলিশের গাড়ি সেই মুহূর্তে পাওয়া গেলনা। আমাদের শরণাপন্ন হলেন। আমার ড্রাইভার অক্ষয়বাবুকে বলতেই এক কথায় রাজি। পরদিন বেলা দশটার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। অক্ষয়বাবু ভীতু মানুষ জানতাম, কিন্তু পরের বিপদে এই ভীতু মানুষটি কতটা সাহসী হতে পারেন — এই করোনা আবহে তাকে নতুন করে চিনলাম। আবার অন্যভাবে চিনলাম মাত্র চারটি বাড়ি পরে বাস করা, আমাদের কুড়ি বছরের

বিশ্বাস-ভাজন রান্নার লোক মাধবীকে। আমার সাতাশি বছরের বুড়ো-মায়ের জন্য সে এখন আধঘণ্টার সাহায্যে আসতে নারাজ।

লক-ডাউনের মেয়াদ দীর্ঘায়িত হয়ে চলেছে। ওষুধের আমদানি কমছে, বাড়িতে অশীতিপর বাবা, মা, উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ যথেষ্ট। বিশেষ এক ওষুধের জন্য বাড়ির কাছের চেনা দোকানে অর্ডার দিতে গিয়ে দেখি আর আমরা মত আরও কত ওষুধ কাঙালের ভিড়। এক বয়স্ক ভদ্রমহিলা অনেকক্ষণ ওষুধের জন্য আবেদন-নিবেদন করছেন, দোকানের লোকেরা নিরুত্তাপ। বাধ্য হয়ে দোকানের মালিককে বললাম, উনি বয়স্ক, একটু আগে ছেড়ে দিলে ভাল হত। তিনি বললেন, লিস্ট-প্রেস্ক্রিপ্সান রেখে যান, পরে এসে নিয়ে যাবেন। ভদ্রমহিলা শান্ত ভাবেই বললেন, 'না আমি অপেক্ষা করছি, আবার একদিন আসা, সিঁড়ি ভেঙে — ও বড় কষ্ট'।

অসংস্কৃত কৌতূহলেই প্রশ্ন করলাম, বাড়িতে আর কেউ নেই, নিয়ে যাওয়ার মত? এই লক-ডাউন কতকাল চলবে তার ঠিক আছে? কাছেই থানা, সেখানে বল্‌লেও —

ভদ্রমহিলা সম্ভবত আশি ছুঁইছুঁই, আমাকে কিঞ্চিৎ করুণার চোখে দেখলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, ''আমার জীবনে লক-ডাউন অনেক কাল আগেই শুরু হয়ে গেছে মা, যেদিন দুই ছেলে আমায় এই স্নেহ-নীড় বৃদ্ধাশ্রমে রেখে গেছে। আমাদের হোমের অনেকেই অশক্ত, পঙ্গুপ্রায়। কাজের মেয়েটার স্বামী করোনার ছোবলে পড়েছে, তাই সেও নেই। আরেকজন রান্না সামলাচ্ছে। মেট্রন একা আর কত পারবে? সবার ওষুধ — একটু সময় তো লাগবেই। এসব কষ্ট করার অভ্যেস আমার আছে''।

অযাচিত ভাবে বললাম, 'আমার বাড়ি কাছে, দোকানে ফোন করে জেনে নিয়ে আমি না হয় পৌঁছে দিতে পারি। স্নেহ-নীড় আমি চিনি'।

ভদ্রমহিলা হাসলেন, আমার স্বভাবটা খুব খারাপ, সহজে কারুর সাহায্য নিতে পারিনা। আজ খবর পেলাম আমার বড় ছেলে করোনায় হাসপাতালে ভর্তি। পুত্রবধূ খবরটা দিয়ে খুব কান্নাকাটি করছিল। আমি তাকে মন শক্ত করতে বলেছি, বলা তো যায়না, কার যে কখন কী হয়! রাজা রাজড়া-রাই ছাড় পাচ্ছেনা। সে রকম যদি কিছু ঘটেই যায় — বৌমা, কুড়ি বছর আগে আমিও কী জানতাম আমার সংসার থেকে আমাকে উৎখাত করে আচমকা অচেনা একটা জায়গায় পরিচয়হীন কিছু মানুষের

সঙ্গে বন্দীদশায় কাটাতে হবে। অনন্ত এই লক-ডাউন আমার-ই কি পাওনা ছিল?

এই করোনা আক্রান্ত দুঃসময়ে, এত মৃত্যু-মিছিল, নিরন্ন হতদরিদ্র মানুষের এত হাহাকার, সব রোজনামচাকে ছাপিয়ে গেল এই মুহূর্তের অভিজ্ঞতা। মনে পড়ল আশাপূর্ণা দেবীর সেই অদ্ভুত ছোট-গল্প ''ছিন্নমস্তা''। আমাদের সকলের ভেতরেই কি এমন চোরাগোপ্তা একটা ছিন্নমস্তা রয়ে গেছে?

পর্বঃ ২

সব জিনিসের লয় আছে, লকডাউনের-ই বা থাকবেনা কেন? মাস দুয়েক পর এল অস্থায়ী আনলক ডাউন পর্ব। কিন্তু অতিমারির চোখ রাঙানো থামেনি। তারই মধ্যে শুরু হল ভীরু ছন্দে অফিসের জরুরী কাজ। দোকান-বাজারের ব্যস্ততা, এতদিন কাজ করতে না আসা গৃহ পরিচারিকাদের বাড়ির দরজায় হঠাৎ হাসিমুখে আগমন। দাও গো, দাদা, বৌদি, মাস-মাইনের পাওনা টাকাটা। ট্রেন চলেনা, রাত থাকতে কত কষ্ট করে এক কাঁড়ি টাকা কবুল করে ভ্যান-রিস্কায় পা ঝুলিয়ে এয়েছি। রেশনের চাল, আর আলুতে কি হয়, তোমরা সাহায্য না করলে —। এক একটা মুখে এক এক রকমের অভাবের ছবি। টাকা নিয়ে কলকল করতে করতে ওরা চলে যায়, কেউ খোঁজে এ তল্লাটের কম টাকার ঘর ভাড়া। কাজগুলো বজায় থাকে, পেটের দাবি তো আগে।

এরই মাঝে খবর পেলাম এক বয়স্ক আত্মীয় গুরুতর অসুস্থ। হাসপাতালে রোগের সঙ্গে লড়াই করতে করতে দেহ রাখলেন। দীর্ঘকাল কলকাতার এক অভিজাত আবাসনে বাস। মানুষটির সঙ্গে প্রথাগত সম্পর্কের তেমন নৈকট্য না থাকলেও খুবই পছন্দ করতাম। তাই খবর পেয়ে গেলাম। নিকটতম প্রতিবেশিটি ফ্ল্যাটের দরজায় মুখে মাস্ক এঁটে দাঁড়িয়ে, ও আপনারা এসেছেন, না হলে কী যে হোত! এখন তো আর কারুর লোকবল নেই। সত্যিই তাই। বেঁচে থাকতে স্নিগ্ধ সুন্দর এই মানুষটিকে শ্রদ্ধা না করে পারিনি। আর তার বিদায়-বেলায় শ্মশান যাত্রী মোটে তিনজন। তাঁর মেয়ে, রাতের আয়া, আর বাড়ির সর্বক্ষণের কাজের মেয়েটি। অগত্যা আমিও কিছুক্ষণের সঙ্গী হলাম। আমার ড্রাইভার অক্ষয়বাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, কী অদ্ভুত! মানুষটা এতকাল এখানে রইলেন, শেষ যাওয়ার আগে ফ্ল্যাটের প্রতিবেশিরা কেউ একটু এসে দাঁড়ালেন না! ওনার আত্মীয় স্বজন? প্রশ্নটি আমার মনেও ঘুরপাক খাচ্ছিল। উনি তো কোভিডে মারা যাননি। তাহলে? এত অভিজাত ব্রাহ্ম পরিবারের বধূ, সারা শহরে কত পরিচিতি, তবু শেষবেলায়

সহযাত্রী কই ? অক্ষয়বাবু ভুল বলেন নি। মাত্র চারদিন আগে আমাদের পাড়ায় মধ্য পঞ্চাশের সন্ময় বাবুর হৃদরোগে হঠাৎ মৃত্যুর পর রাস্তা জুড়ে কত মানুষের ঢল দেখেছি। সন্ময়বাবু, সাধারণ গৃহস্থ, প্রায়ই ঋণে জর্জরিত থাকতেন, তবে কিছুটা পরোপকারী স্বভাবের, মানুষের প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় পাশে এসে দাঁড়াতেন। তিনি তো রাজনৈতিক-নেতা কর্মী ছিলেন না। তাহলে সেদিনের জমায়েতে হাজির এতগুলো মানুষের কী সত্যি করোনা সংক্রমণের ভীতি ছিলনা ? না কি এটি কলোনী এলাকায় মধ্যবিত্ত মানুষের মানবিক মূল্যবোধের ছবি ?

লড ডাউন-আন লক ডাউন-ইতস্তত লক ডাউন এমনি করেই চক্রাকারে চলছে দেশ। এরই মধ্যে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-প্রেম-অপ্রেম-রাজনীতি-গবেষণা-স্বাস্থ্য-সচেতনতার নিরন্তর দৈনন্দিন কোলাজ প্রত্যক্ষ করে চলেছি। আজকাল মনে হচ্ছে বড় বেশি বদ্ধতায় বাস করছি। এরই মধ্যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে শিখছি কত রকমারি বিষয়, আমরা শিক্ষকেরা এই নিউ নরম্যাল পরিস্থিতিতে এক একজন হয়ে উঠছি টেকনো-পেডাগগ। ক্লাসরুমের সেই অবাধ, মুক্ত ভাব বিনিময়ের বদলে যান্ত্রিক শিক্ষাদানে নিজেদের অভ্যস্ত করে তুলছি। এই শিক্ষা পর্ব চলছে খুব মধ্যলয়ে, নিজেকেই এখনো তেমন করে তৈরি করে উঠতে পারিনি। এর মধ্যে আমার বাগানের অস্থায়ী মালি জয়নাল একদিন এসে বলল, ''বৌদি কিছু ট্যাকা ধার দাও। মেয়েটার জন্য একটা ছবি তোলা ফোন কিনতে হবে। নইলে লেখা পড়া না কি হবেনা। সবাই তাই বলছে। আমি তো মুক্ষু, তাই তোমাদের জিজ্ঞাসা করছি। বৌটা কতদিন টি ভির জন্য বায়না করেছে, তাই দিতে পারিনি। এখন আবার ছবিতোলা ফোন।''

সত্যি ! এ ও এক সমস্যা। জয়নালের ভাই রহমতের জন্য গত মাসে বেশ কিছু টাকা দিতে হয়েছিল। -ও কলকাতার কোন কলেজে অস্থায়ী জুনিয়র ডেটা-এন্ট্রি-অপারেটরের কাজ করে। কলেজের প্রিন্সিপ্যালের নির্দেশে বিশেষ একদিন কলেজ যেতে হয়েছিল। তিনি শুনতেই চাননি ট্রেন চলছেনা, হাতে মাইনের টাকা নেই। সেদিন সবজি ভ্যান-রিক্সার সওয়ারি হয়ে পুলিসকে দুবার মোটা টাকা ফাইন দিতে হয়েছে। পাছে চাকরিতে পার্মানেন্ট হওয়া আটকে যায়, তাই বেচারাকে যেতেই হয়েছে। এদিকে যে এজেন্সির মাইনে দেওয়ার কথা, তারা গত চারমাস উপুড় হস্ত করেনি। এসব শুনে লজ্জা করে। সরকারি কর্মচারী হওয়ার সুবাদে কত জন নিরুপদ্রব সবেতন ছুটি ভোগ করছে। আর এদের গোটা দিন জুড়ে শুধুই অস্তিত্বের সংকট।

গোষ্ঠী সংক্রমণ ধাপে ধাপে বেড়ে চলেছে। টেলিভিশনে মৃত্যু আর আরোগ্যের স্ট্যাটিস্টিক্স দেখতে দেখতে ক্লান্ত লাগে। বাড়ির কাছাকাছি কোভিডের মৃত্যুগন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। কখনো স্থানীয় ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কখনো প্রয়োজনীয় মুদীখানা অথবা ওষুধের দোকান। ব্যাধি সর্বত্র ডানা ছড়াচ্ছে। আমাদের শোবার ঘর লাগোয়া পাশের ফ্ল্যাট বাড়ির তরতাজা যুবকটিও আক্রান্ত হয়েছে। শুধু যুবকটির পাশের ফ্ল্যাটের পরিবারটি অন্যত্র আশ্রয় নিল। সে পরিবারের সবাই বড় উঁচু গলায় কথা বলে, অত্যন্ত কলহপ্রবণ এক পরিবার। প্রতিদিন এ জন্য কী অপরিসীম বিরক্তি লাগত। অথচ এখন তারা না থাকায় কী নিদারুণ এক শূন্যতা গ্রাস করে আছে। নৈঃশব্দ্য এত শ্বাসরোধকারী হয়! হোক না রোজের কুৎসিত চীৎকার, তবু তার মধ্যে সত্যিকারের জীবনের উত্তাপ ছিল। রাজপথে জীবন অবশ্য দিব্য গতিময়। সবজিওলা, মাছওয়ালা, কাগজওয়ালা সবাই সকাল থেকে বেচা কেনায় ব্যস্ত। পরিচিত গুণী মেয়েটি হাসিমুখে বাড়ির দরজায় বেল দিয়ে তার নিজের হাতে তৈরি মধুবনী পেন্টিং করা ফেস-মাস্ক বিক্রি করতে আসে। করোনা আবহে কেউ আর তার ছবি, ব্যাগ, কাপড় কিনছেনা। অথচ এটাই তার জীবিকা। সবার মুখেই বুঝি মরার আগে বাঁচার জন্য প্রবল প্রতিজ্ঞা। কেউ নিজের বাড়ির ছাদে হাঁটাহাঁটি করছেন, কেউ বারান্দার দেয়ালে ভর দিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মত ব্যায়াম করছেন। নেই শুধু শিশুর কোলাহল। বিকেলে, বাড়ির লাগোয়া রাস্তায় শিশু বা কিশোরের উদ্দাম বল খেলায় জানলার কাচ ভাঙলে রাগারাগি করতে হোত, ভয়ে ভয়ে থাকতাম। সেই মারকুটে শিশুদের আজ কত কাল দেখিনা। আমার সিঁড়িঘরের জানলার কাচগুলোকে বড্ড মলিন লাগে। বড় অসুখী হয়ে আছে ওরাও। আমরা সবাই এখন বড় ভীত, বড় গন্ডীবদ্ধ, সংযোগহীনতায় ক্লিষ্ট।

সারাদিন এখন কানে শুধু বাজে টেলিভিশনের অবিশ্রান্ত একঘেয়ে সংবাদ, কত নামী দামি মানুষের মহার্ঘ সব পরামর্শ, সুস্থ থাকুন, ঘরে থাকুন, ব্যায়াম করুন, সৃজনে থাকুন, আনন্দে থাকুন। অফুরান টেলিফোন-সংলাপ-কিছু কেজো, বেশির ভাগই অকেজো, পুনরাবৃত্তিতে দুষ্ট, ক্লান্তিকর।

দূর মশাই! চাইনা এত জ্ঞানের কথা। বরং কিছুকাল অবোধ অজ্ঞান-শ্রুতিহীন হয়ে-ই থাকি। চুলোয় যাক, ভ্যাক্সিন, নেবুলাইজার, হাসপাতাল, ডাক্তার, পিপিই-কীট, যত্তসব আগডুম বাগডুম হাবিজাবি পার্থিব হিসেব। করোনায় মরলে বেওয়ারিস লাস হয়ে কতদিন পড়ে থাকব, সে ভাবনাও ভাবতে আমার বয়ে

গেছে। বরং যদি কোভিড আক্রমণ ঠেকিয়ে বেঁচে-বর্তে থাকি, জীবনটাকে আরেকবার চেটেপুটে ভোগ করা। না-এবারে একেবারেই ঘর-বন্দী হয়ে নয়। আমার হৃদয় তখন চাইবেই কিছু অবাধ-লক্ষ্যহীন — বাউন্ডুলেপনা।

আমার সেই অবাধ্য হৃদয়কে আবার কবে যে ফিরে পাব!

২২.০৫.২০২০

১০

ভয় হতে তব অভয়মাঝে

গৌতম গোস্বামী

কলম হাতে অনুভূতি আজ একদম অন্যরকম। সাদা কাগজে কালির আঁচড় তো রোজই কাটতে হয়, চক হাতে বোর্ডের সামনে দাঁড়ানো তো আমার ভালোলাগার, ভালোবাসার জায়গা। কিন্তু আজ কলম হাতে বসেছি যখন আমার মন অগোছালো, ভাবনা অগোছালো; ঠিক করতে পারছি না কিভাবে, কোথা থেকে শুরু করবো, কার কথা লিখবো। আমাদের কথা? দেশের কথা? বিশ্বের কথা? এ তো বিশ্বজোড়া ফাঁদ পাতা, কেমনে দিই ফাঁকি। সে যে মৃত্যুদূত, গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। তবু আজ লিখবো; অদক্ষ হাতে লিখবো আমার অগোছালো অনুভূতি।

কিছু নতুন শব্দ বিগত কয়েকমাসে আমাদের জীবনে পরপর ঢেউ এর মতো আছড়ে পড়েছে; উচ্চশিক্ষিত থেকে নিরক্ষর, কারো কাছে সেগুলো অজানা নেই আজ। করোনা, কোভিড-১৯, কোয়ারেন্টাইন, লকডাউন, আইসোলেশান, স্যানিটাইজার আরো কত কি। আজ কী বার্তা নিয়ে এলো সময়? ''উহানে উৎকণ্ঠা'' এই দুঃসংবাদের খবর বঙ্গভূমিতে বসে কাগজে চোখ রেখে আমরা আহা উঁহু করেছি, কিন্তু ঘটনার গুরুত্ব এবং ভয়াবহতা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি না হলে অনুভব করা যায় না, আজ সেটা সুস্পষ্ট। গত মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা অনেকেই ধারণা করতে পারিনি যে দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে কতোটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে প্রশাসন। এই লেখা যখন চলছে, তখনও আমরা লকডাউনের কঠোর অনুশাসনের মধ্যে। প্রতি ঘণ্টায় 'স্টে সেফ' শুনতে শুনতে হাঁপিয়ে উঠেছি। কিন্তু অমান্য করার অকারণ দুঃসাহস দেখিয়ে নিজের ও অন্যের বিড়ম্বনার সৃষ্টি না করার চেষ্টা করছি। আতঙ্কের চোখগুলো আটকে আছে টিভিতে। যাকে দেখা যায় না সেই ঘাতক কি আমাদের আশেপাশেই ঘোরাফেরা করছে? মনে পড়ে যায়, ছোটবেলায় বাবা-মায়ের কড়া চোখের নির্দেশ অমান্য করার ভয় মনে থাকলেও চোখের আড়ালে সেটা অমান্য করে মাঝে মাঝে বেশ তৃপ্তি পেয়েছি, ছেলেমানুষী

মনে নিজেকে তখন জয়ী মনে হত। কিন্তু আজ কোনো সচেতন ব্যক্তি চোখের আড়ালে নিয়ম ভাঙতে সাহস পাচ্ছেন না, নিজেই নিজেকে শাসন করছেন। মনে তো পড়ে না হাত-পা ধুতে বললে এতো লক্ষী হয়ে কবে কথা শুনেছি। এখন কিছু বলতে হচ্ছে না, প্রত্যেকে প্রত্যেককে লক্ষ্য রাখছে। এই বুঝি প্রাণপাখি খাঁচার বাইরে উঁকিঝুকি মারে। মানুষকে আজ অসহায়ের মতো গণ্ডির মধ্যে নিজেকে সংযত রাখার কঠিন চেষ্টা চালিয়ে যেতে হচ্ছে। আতঙ্কিত করোনা আক্রান্ত দুনিয়ায় মাইক্রন স্কেলে যার অস্তিত্ব, সেই ক্ষুদ্রকায় দানব আজ শাসন করছে বিশ্বকে, মেতে উঠেছে মারণ খেলায়। বিশ্বাসে ভর করে মানুষ আজ দেবালয়ে আশ্রয় না নিয়ে নিজের ঘরে স্বেচ্ছাবন্দি দশাকে অনেক বেশি নিরাপদ মনে করছে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রজাতি আজ বিপন্ন। মানুষ আজ অলৌকিক কোনো সমাধানের কথা ভাবছে না, তারা উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষায় আছে কবে কোনো দেবদূত গবেষণাগার থেকে বেড়িয়ে আসবেন জীয়নকাঠি নিয়ে।

ভয় কি নতুন কিছুর জন্ম দিল? করোনা আতঙ্ক একদিকে যেমন আমাদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার দাওয়াই দিচ্ছে, পাশাপাশি এই আতঙ্ক অনেকাংশে ভুলিয়ে দিয়েছে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ মানসিকতা। হড়কা বানে ভেসে যাওয়ার সময় জীবন আঁকড়ে ধরতে চায় কোনো অবলম্বন; কোন বিশ্বস্ত হাত। তখন ''হিন্দু, না ওরা মুসলিম?'' এই ভেদাভেদ পিছনে পড়ে থাকে। আজ মনে বারংবার প্রশ্ন আসছে যে ভয় কি মানুষে মানুষে বিভেদ দূর করে? গত ৮ই এপ্রিল সংবাদপত্রে পড়লাম বাংলার একটি গ্রামে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে দূরে সরিয়ে মানুষ মানুষের জন্য এগিয়ে এসেছেন দৃপ্ত স্লোগানে ''হাল ছেড়ো না বন্ধু, আমরা মরার আগে মরবো না''। তবে কি ভয় দর্পহারী? যদি তাই হয়, তাহলে পৃথিবী যখন আবার শান্ত হবে, তখন এই ভয় যেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রজাতিকে উত্তরণের পথ দেখায়।

গত ২০-২৫ বছরে গোটা পৃথিবী আমাদের প্রতিবেশী হয়ে গেছে। কিলোমিটারের গাণিতিক সংখ্যাটি কারোর কাছেই ভীতিপ্রদ দূরত্ব নয়। কিন্তু মানুষের মনের হদিশ পাওয়া যে খুব মুস্কিল, তার যে আজ আর কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। বিশ্বায়নের জোয়ারে এতোগুলো জানলার সামনে মানুষ প্রতি মুহূর্তে মনের অবস্থান পরিবর্তন করে চলেছে। গতি এসেছে জীবনে, বিদায় নিয়েছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের দূরত্ব অনেক বেড়েছে। যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সেটা শুধু

প্রয়োজনের। ব্যস্ততার জীবনে প্রয়োজনের সম্পর্কই একমাত্র গ্রাহ্য; মূল্যবোধ, আবেগ নিয়ে ছেলেখেলার সময় বা ইচ্ছে খুব কম জনের আছে। এই প্রয়োজনের সম্পর্কটা শুধু প্রতিবেশীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; এমনকি স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মা, ভাই-বোন সব জায়গায় বিরাট প্রভাব ফেলেছে।

লড়াই এর ময়দানে অনেক বাছাই করা দাওয়াই এর কথা বলা হচ্ছে, তার মধ্যে অত্যন্ত জরুরী সোশ্যাল ডিস্ট্যাসিং। মনের দূরত্ব তো আগেই বেড়েছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। সামাজিক প্রেক্ষাপটে আজ যা যা ঘটছে তার কিছুটা অংশকে 'করোনার করুণা' বললে হয়তো সমাজের এক বড় অংশ ভুরু কোঁচকাবেন। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে সমাজ আজ নিউক্লিয়ার পরিবারের ধ্যানধারনায় অভ্যস্ত। কিন্তু টুকরো পরিবারের মধ্যেও আজ এই বিশ্বায়নের যুগে পারস্পরিক বাঁধনটা অনেকটা আলগা হয়ে গেছে। বাবা, মা, সন্তান, ভাই, বোন প্রত্যেকে ব্যস্ত; কর্তব্য পালনে যতই নিষ্ঠা থাক, প্রাণের ছোঁয়া আজ ব্যস্ততার দাবিতে ধূসর। পাশের বাড়ির বারান্দায় একটু বেলার দিকে দেখতে পাই বাবা, মা, ছেলে, বউমা একসঙ্গে বসে চা খাচ্ছেন, সঙ্গে চলছে গল্প, হাসি, খুনসুটি। এই দৃশ্য নিউক্লিয়ার পরিবারে আজকাল ছুটির দিনের সকালেও দেখা যায় না। আজ 'স্টে হোম' এর অনুশাসনে আবার সকলে টেবিলে একসঙ্গে খেতে বসেছে, হাত শুকনো হয়ে গেলেও কথা যে শেষ হয়নি, ওঠার তাড়া নেই। তবে কি অদৃশ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুটি দূরে চলে যাওয়া মনগুলোকে কাছে নিয়ে এলো!

পরিবেশ যেন আজ অন্য রূপে প্রকাশিত। সন্তানদের আবদারে, অত্যাচারে বহু যুগ নিজের দিকে তাকানোর ফুরসত হয়নি। তবে কি আজ প্রকৃতি খুব ব্যস্ত নিজের ভারসাম্য রক্ষায়? আমাদের অলক্ষ্যে কি লড়াই করে চলেছে? দূষণমাত্রা যে অনেক হ্রাস পেয়েছে সেটা বোঝার জন্য যন্ত্রের প্রয়োজন নেই। এতো নীল আকাশ তো অনেকদিন চোখে পড়েনি, অথবা হয়তো প্রকৃতির দিকে অনেকদিন চোখ মেলে তাকাবার অবকাশ হয়নি। সকালে কোলাহল অনেক কম, পাখির ডাক এতো মন দিয়ে আগে কি কখনো শুনেছি? পড়ন্ত বিকেলের আলোতে মেঘ এতো সুন্দর হয়ে সেজে ওঠে!

জানি না আমার এই উপলব্ধি পাঠকের মনে কি বার্তা পৌঁছে দেবে। এতো প্রাণ আজ দুঃসময়ের বলি হয়ে অকালে ঝরে গেল। কিন্তু তার মাঝেই যেন শোনা যায়

নতুনের ডাক। আমাদের বারান্দার পাশেই একটা রাধাচূড়া গাছ। কয়েকদিন হলো দুটো কাক গাছের একটা খাঁজ বেছে খড়কুটো এনে জমাচ্ছে। বারবার কুটোগুলো মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। এতোবার বিফল হয়েও কারোর প্রতি ওদের অভিযোগ নেই, আবার ঠোঁটে তুলে নিয়ে আসছে। চৈত্র মাস চলছে, ওদের ঘর বাঁধার সময়, মঞ্চ তৈরি করছে আগত নতুন প্রজন্ম বরণ করার জন্য।

তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ

১০.০৪.২০২০



১৪

মুখোশের আড়ালে

মীনাক্ষী সিংহ

লকডাউন, এই ইংরেজি শব্দবন্ধ দিয়েই শুরু করছি আমার বাংলা প্রতিবেদন 'মুখোশের আড়ালে'। ৭২ দিন বন্দি তালাবন্ধ নিজ গৃহে। সঙ্গী শুধু চলভাষ বা মোবাইল। প্রথম কদিন বেশ অখণ্ড অবসরের আমেজ ঘিরেছিল। কিন্তু পঞ্চম দফায় লকডাউন ঘোষণার পর অলস বিলাস এক উদ্বেগজনক বিভ্রান্তিতে, আতঙ্কিত করেছে। এতদিনের অজানা অদেখা ভাইরাস করোনা Covid-19 সারাবিশ্বে ডানামেলে বসেছে। এক চৈনিক বাদুড়ের ডানা। হায় ছায়াবৃতা। বাদুড়ের ছায়ায় আবিল বিশ্বে করোনা কাউকেই করুণা করে না। কয়েকদিনের মধ্যেই বিশ্বত্রাস করোনা আমাদের ঘর বন্দী করে ফেলল। করোনার কবলে সারা দুনিয়ার ভৌগোলিক সীমানা ঘুচে গেছে। বিশ্বের উন্নত দেশ গুলি থেকে উন্নয়নশীল দেশ, অনুন্নত দেশ সব আজ একাত্ম। করোনা সব ভেদাভেদ ঘুঁচিয়ে ঐক্যবদ্ধ করেছে সবাইকে। তাই ক্রোড়পতি থেকে ভিখারী, হোয়াইট হাউস থেকে বাকিংহাম প্যালেস, ক্রেমলিন থেকে বার্লিন ওয়াল, আইফেল টাওয়ার থেকে আমস্টারডাম সবাই ভাইরাসে ভাইরাল। মাফ করবেন মারণব্যাধি নিয়ে লঘু কৌতুক আমার উদ্দেশ্য নয়। রূঢ় বাস্তবকে ছদ্ম কৌতুকের আবরণে ঢেকে আশংকা ও উদ্বেগকে হালকা করতে চাইছি মাত্র ঃ

মন দিয়া কর সবে করো অবধান
করোনা গাহিছে আজি সাম্যের গান

অবশ্য এর বিপরীত দিকও আছে। করোনা তুলেছে বিভেদের প্রাচীর। মানুষের স্পর্শ বাঁচিয়ে নিজেদের পরিশুদ্ধ করতে মুখোশে মুখ ঢেকে চলেছি। অতি প্রিয়জনের থেকেও কমপক্ষে ছয় ফুটের দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছি। বাজার, দোকান, ব্যাংক, ডাক্তার-খানা, সর্বত্র নানা ধরনের মুখোশে মুখ ঢেকে নানা মুখের মিছিল চলেছে। লকডাউন 'লক্' করেছে স্কুল-কলেজ, আদালত, অফিস, কারখানা,

শপিংমল, সিনেমা, থিয়েটার, সভা-সমিতি, বিনোদন মঞ্চ। যুগল প্রেমের স্রোত অবরুদ্ধ। এমন নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ জনশূন্য রাজপথ, গলিপথ এর আগে কেউ দেখেনি। শহর কলকাতা সার্বিক নীরবতা পালন করে চলেছে দীর্ঘ তিনমাস। পারস্পরিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন শহরের এমন ছবিও আগে কেউ দেখেনি। কত দিন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়নি। একাডেমী, নন্দন চত্বর, জনমানবহীন নিঃসঙ্গ স্থিরচিত্র যেন। বিউটি পার্লার থেকে শপিং মল, মহিলাদের দ্বিপ্রাহরিক ভ্রমণবিলাস ও এখন লকডাউন। প্রথম সপ্তাহ অনেকটা অনবকাশের উজান ঠেলে যা ছিল অবসর যাপনের বিলাস, ক্রমে তা হয়ে উঠলো আশঙ্কার অশনি সংকেত। অফিস থেকে চায়ের দোকান সব ঝাঁপ বন্ধ। প্রভাবশালী ডিরেক্টর থেকে মজদুর সবাই কর্মহীন। অবসর যে এমন ক্লান্তিকর হয়ে উঠতে পারে তা কি কেউ জানতো? রিকশাচালক থেকে স্টেশনের কুলি, ফেরিওয়ালা থেকে ফুটপাতের দোকানী ধীরে ধীরে অবসর থেকে অনশনের ও কর্মচ্যুতির আতঙ্কে ভীত। নিজেদের পেশাগত কাজ বন্ধ বলে বিকল্প উপায় খুঁজছে সাধারণ মানুষ। অন্য সব ছেড়ে হঠাৎই বহুলোক সবজি-ফল বিক্রিকে উপার্জনের উপায় ভেবেছে। সেদিন আমাদের পাড়ায় একইসঙ্গে পাঁচজন সবজিওয়ালা ঠেলা গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে। ক্রেতার চেয়ে বিক্রেতার সংখ্যাই বেশি। ছোট ছেলেটি তার বাবাকে বলছে শুনলাম, 'এরা আর কত সবজি নেবে বাবা? কাল থেকে আমরা বরং ফুল বেচবো'। 'অভাবী ছোট ছেলেটিকে করোনা রাতারাতি বড় করে দিল। এখন শুধু অনলাইনে বেচাকেনা, কোচিং ক্লাস, সঙ্গীতসন্ধ্যা, বাচিক শিল্পের আসর। করোনা সামাজিক দূরত্ব আবশ্যিক করে দিল বোধহয় বরাবরের মতো। সব মানবিক সম্পর্ক এখন ডিজিটাল। আগামী দিনের সেই অকরুণ যান্ত্রিক ছবির কথা ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছি, ...

''হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো দাও গো আমার হাতে'' —

এই গান আগামীদিনের প্রেমিক আর উচ্চারণ করবে না। দুজনে মুখোমুখি নয়, কানাকানি হবে মোবাইলে। অনলাইনে শব্দ তরঙ্গে ভেসে আসবে দূরগত কণ্ঠস্বর 'ভালোবাসি'। মুখোশের আবরণে একদিন চলবে মন দেওয়ার-নেওয়ার পালা। আর মাসের-পর-মাস লকডাউন এ বন্দি গৃহবাসী মানুষ 'খোলো দ্বার খোলো' বললেও দুয়ার খুলবে না। লকডাউন কে আনলক করে কেউ এসে ধরবেনা হাত। তখন ক্লান্ত ঘরবন্দি মন আকুল আর্তি জানাবে...

''ভেঙে মোর ঘরের চাবি, নিয়ে যাবি কে আমারে?''

২২.০৭.২০২০

১৬

আজ এখন এইসময়

কুমকুম চট্টোপাধ্যায়

আকাশটা আজ অনেক বেশি নীল দেখাচ্ছে। গাছগুলো যেন স্নান সেরে সবুজে সবুজে আনন্দ - বিহবল। পাখিদের আনন্দ দেখে কে? ওদের কলকাকলিতেই এখন চারপাশ মুখর। অস্তরাগের মায়াময় আলো অনেক পুরনো দিনগুলিকে ফিরিয়ে আনছে। গরমটাও তেমন তীব্র নয়। মেঘ রোদের লুকোচুরি খেলাটা যেন ঘরের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। হঠাৎ প্রকৃতিসুন্দরীর এই পরিবর্তন? মনে পড়ে গেল ছিন্নপত্রে রবীন্দ্রনাথের লেখা কয়েকটি লাইন — ''নীল আকাশের সঙ্গে মিশ্রিত সবুজ পৃথিবীর একটা অংশ একেবারে আমাদের ঘরের লাগাও হাজির — যেন প্রকৃতিসুন্দরী কুতূহলী পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মত আমার জানলা - দরজার কাছে উঁকি মারছে!'' কি করে এলো এই অনুভূতি? আসলে এখন করোনা আবহে চার দফা লকডাউনে পরিবেশ অনেকটাই দূষণমুক্ত। বিশ্ব উষ্ণায়ণ অনেক কমেছে। একথা শুধু বিশেষজ্ঞরা বলছেন তাই নয় আমরাও অনুভব করতে পারছি। লকডাউন থাকার কারণে আমাদের পৃথিবী আজ গাড়ির দূষণ, কলকারখানার দূষণ থেকে অনেকাংশে মুক্ত। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কারণে অকারণে ব্যস্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ি কমেছে। মানুষজন ঘরবন্দি হয়ে আত্মস্থ হওয়ার চেষ্টা করছে। অল্প সময়ের জন্য হলেও। আর এই অল্প কদিনের রোজনামচায় প্রকৃতি রেখে যাচ্ছে তার দিনপঞ্জি — বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে যে প্রকৃতিকে কালিমালিপ্ত করে মানবসভ্যতা বেশিদিন স্থায়ী থাকতে পারে না।

করোনা ভাইরাস

করোনা ভাইরাস পৃথিবীতে এক নতুন আগন্তুক। মোটামুটি ডিসেম্বর ২০১৯ / জানুয়ারি ২০২০ নাগাদ এই বিশ্বে তার আবির্ভাব। তার কোনো পূর্বসূরী তারও আগে কখনো কোথাও ছিল কি না সেই নিয়ে মতবিরোধ থাকতে পারে। সে কথা

বিজ্ঞান নিশ্চয়ই একদিন সঠিক ভাবে বলতে পারবে। তথ্য অনুযায়ী চীনে করোনার সূচনা। ক্রমশঃ রাষ্ট্রীয় সীমা ছাড়িয়ে ইউরোপ-আমেরিকায় তার ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা। এ যেন অজানা শত্রুর সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই শত্রু গরীব বড়লোক মানে না, শক্তিশালী রাষ্ট্র-দুর্বল রাষ্ট্র মানে না, জাতি-ধর্ম-ভাষা-ভূগোল কিছুই মানে না। ভারতে করোনা তুলনামূলকভাবে পরে ঢুকেছে। প্রথমদিকে তার আগ্রাসন সীমিত থাকলেও ক্রমশঃ তার সংক্রমণ বাড়ছে। রাষ্ট্র, সমাজ এমনকি ব্যক্তিগত পরিসরে, সে তার জাল বিস্তার করেছে। করোনা এখন আর মহামারী নয়, অতিমারী। বিশ্বায়নের লাগাম হাতে বিশ্বের সর্বত্র তার গতিবিধি।

নতুন দুনিয়া

করোনার আবির্ভাবে হঠাৎ আমাদের চেনা পৃথিবীটা পাল্টে গেল। নতুন নতুন শব্দ প্রতিদিনের ব্যবহারে ঢুকে পড়ল। নতুন নতুন অভ্যাস তৈরি করতে হল। এতদিনের গড়ে তোলা জীবনের ছক ভেঙে বেরিয়ে এলাম সবাই। সারা পৃথিবীর মানুষ। হোঁচট খেতে খেতে নতুন করে পথ চলা আয়ত্ত করতে হলো। মুখ ঢাকা পড়ল মাস্কে। তার সঙ্গে প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে দূরত্ব রক্ষা করতে করতে যেন চলে এলো অপরিচয়ের অন্তরাল। চালু হয়ে গেল একটা অচেনা কথা social distancing বা সামাজিক দূরত্ব। যদিও আমার মতে সঠিক কথাটা হওয়া উচিত ছিল physical distancing বা শারীরিক দূরত্ব। যাঁরা তুলনামূলক ভাবে শিক্ষায় অনগ্রসর তাঁদের শব্দ তালিকাতেও ঢুকে পড়লো একটি ইংরেজি শব্দ sanitization। বার বার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া অথবা হাতে অনবরত sanitizer লাগানো। এতদিন বলা হতো যে sanitizer এর chemical শরীরের ক্ষতি করতে পারে। সেই চিন্তাকে আর আমল দেওয়া গেল না। প্রকৃতির জলের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে আসছে বলে জল ব্যবহারে সরকার থেকে পরিবেশবিদ সকলে সচেতন করার চেষ্টা করছিলেন। সে চেষ্টা আপাতত স্থগিত থাকলো। রাতারাতি জলের ব্যবহার বহুগুণ বেড়ে গেল। হয়তো স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী এই সব অভ্যাস ভালো বর্তমানের দূষণ অধ্যুষিত পৃথিবীতে। কিন্তু এইসব অভ্যাস করোনা ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য বাধ্য হয়ে শিখতে হলো এটা তো নিশ্চয়ই উল্লেখ করার মতো একটা বিষয়।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস বাধ্যতামূলক হলো। এযাবৎকাল ইন্টারনেট

বিকল্পমাত্র ছিল। কেউ চাইলে তার সাহায্য না নিয়ে দিব্যি দিন কাটিয়ে দিতে পারতেন। কাগজ-কলমে লিখবেন, ব্যাংকে লাইন দিয়ে টাকা তুলবেন, দোকানে গিয়ে পছন্দমতো জিনিস বেছে কিনবেন — তাহলে আর ইন্টারনেট কী কাজে লাগবে? কিন্তু শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য মানুষের গতিবিধি আর অবাধ থাকছে না। ইন্টারনেটও বিকল্প থেকে বাধ্যতা হয়ে উঠছে।

গোষ্ঠী প্রতিরোধ

করোনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে গোষ্ঠী প্রতিরোধ শব্দবন্ধটি এখন আমাদের কাছে বিশেষ পরিচিত। প্রত্যেকটি মানব শরীরের একটি নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা আছে, যা 'অ্যান্টিবডি' তৈরি করে যেকোনো মারণ ভাইরাসকে নির্বিষ, নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। একবার কোন রোগজীবাণু মানবগোষ্ঠীতে ঢুকলে তা মানুষের শরীরের মাধ্যমেই ছড়াতে পারে। ইতিমধ্যে যদি যথেষ্ট সংখ্যক মানুষের মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়ে যায়, তাহলে সেই জীবাণু ছাড়ানোর পথে বাধা পেতে পারে। রোগ ছড়ানোর গতিপথ আটকে যেতে পারে যদি যথেষ্ট সংখ্যায় মানুষের মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে। একেই বলে ''গোষ্ঠী প্রতিরোধ'' অথবা ''হার্ড ইমিউনিটি''। প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষেরা সংক্রমিত ব্যক্তির থেকে অসংক্রমিত ব্যক্তিতে ভাইরাস ছড়ানোর শৃঙ্খলা ভেঙে দিতে পারেন, যেহেতু তারা সংক্রমিত হবেন না। এই ধারণা সঠিক কিনা বুঝতে প্রচুর সংখ্যায় দেহরসের যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা দরকার। যদি এই ধারণা সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে যাদের শরীরে কোভিড-১৯ এর অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে তারা কাজে ফিরে যেতে পারবেন। এর ফলে গোষ্ঠী প্রতিরোধ তৈরি হওয়ার গতি বাড়বে। আমাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার একটা পথও তৈরি হবে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী অন্যান্য রোগে যেমন ম্যালেরিয়া বা যক্ষ্মায় ২০১৮ সালে যথাক্রমে চার লক্ষ ও পনেরো লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তবুও করোনা বিশিষ্ট, কারণ মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে করোনার আচরণ ভয়াবহ। বাস্তবিক ইবোলা সংক্রমণ রোধের চেয়েও কাজটা এখন অনেক বেশি কঠিন। কারণ ইবোলাকে আটকে দেওয়া হয়েছিল মহামারী পর্যায়ে। করোনা ইতিমধ্যেই অতিমারী।

পরিযায়ী শ্রমিক

আমরা এতদিন পর্যন্ত পরিযায়ী পাখিদের কথা শুনেছি। করোনা আবহ একটি নতুন ধারণা নিয়ে এলো — পরিযায়ী শ্রমিক। কোভিড-১৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৩ মার্চ ২০২০ বিকেল পাঁচটা থেকে লকডাউন ঘোষণা করা হলো। লকডাউন-এর অর্থ হল ঘরবন্দি। প্রায় অপরিচিত একটি শব্দ লকডাউন হঠাৎ একেবারে আমাদের ঘরের কথা হয়ে আমাদের ঘরবন্দি হওয়ার নির্দেশ দিয়ে দিলো। ফলে কোটি কোটি দিন-আনা দিন-খাওয়া শ্রমিকরা একেবারে বসে গেলেন। মানুষের ন্যূনতম অধিকার থেকে তাঁরা বঞ্চিত হলেন। মানুষের অধিকার হারিয়ে তাঁরা না-মানুষের দলে নাম লেখালেন। ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের অবস্থা হলো মারাত্মক। যেখানে তাঁর নিজের জায়গা সেখানে তাঁর কাজ নেই। আর যেখানে তিনি কাজ করেন সেখানে তাঁর নিজের জায়গা নেই। এই পরিযায়ী শ্রমিকদের অবর্ণনীয়, অমানবিক, অসহ্য যে চিত্র এই করোনা আবহে প্রকাশ্যে এসেছে তা এক কলঙ্কময় ইতিহাস হিসেবেই থেকে যাবে আগামী অধ্যায়ে। মাইলের পর মাইল হেঁটে পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরা, লকডাউনে ট্রেন বন্ধ ভেবে রেললাইনে ঘুমিয়ে পড়ে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু, স্টেশন চত্বরে মৃত মাকে জাগাবার জন্য দুধের শিশুর আপ্রাণ চেষ্টা — সব জীবন্ত দলিল হয়ে থেকে যাবে মানুষের মনে, মিডিয়ার খবরে আর ভাইরাল হওয়া ভিডিও ক্লিপিংসে।

এই পরিস্থিতিতে পরিযায়ী শ্রমিকরা চূড়ান্ত দুর্দশার সম্মুখীন হলেন, অথচ অর্থনৈতিক কাঠামো নির্মাণে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। যে সব ক্ষেত্রে পরিযায়ী শ্রমিকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ সেখানে এই সমস্যাটি ইতিমধ্যে প্রকট। সরকারি-বেসরকারি কাজকর্ম শুরু হলে ভিন রাজ্যের শ্রমিক কর্মীদের হয়তো সামান্য অংশই প্রত্যাবর্তন করবেন। এই সমস্যা কেবল শিল্প, নির্মাণ বা ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষত্রেই নয়, কৃষির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ কৃষি কাজের জন্য আজ কৃষিজীবিরা শুধু ভিন রাজ্যেই নয় ভিন রাষ্ট্রেও পাড়ি দিচ্ছেন। কাজেই কৃষিতেও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ কর্মীর অভাব দেখা দেবে সর্বস্তরে। কোভিড-১৯-এর পরবর্তী অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে হলে সর্বাগ্রে চাই শ্রমিকদের সহযোগিতা। তাঁদের অধিকার কেড়ে নিয়ে সেই সহযোগিতার আশা করা যায় না।

করোনা, আমপান ও পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ এখন এক ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখীন। স্বাধীনতার পরে গত সাত দশকে এত বড় সংকট তাকে দেখতে হয়নি। করোনার সঙ্গে লড়াইয়ে পশ্চিমবঙ্গ যখন অসম্ভব ব্যস্ত, তখন আড়াই শতাব্দীর অন্যতম তীব্র ঘূর্ণিঝড় আমপান দক্ষিণবঙ্গের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে কার্যত ধ্বংস করে দিয়ে চলে গেল। বিদ্যুৎ সংযোগ, ফোন সংযোগ, রাস্তাঘাট, সেতু, বাঁধ, দোকানপাট সর্বোপরি বাড়িঘর আমপানের তাণ্ডবলীলায় বিধ্বস্ত হয়ে গেল। যে সময় করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য পরপর চারবার মানুষকে ঘরবন্দি রাখার জন্য দেশব্যাপী প্রচেষ্টা চলছে, সেরকম সময় কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গে লক্ষ লক্ষ পরিবার পথে নিক্ষিপ্ত, নিঃস্ব, অসহায়, খাদ্যহীন, গৃহহীন আমপানের তাণ্ডবে। ইতিমধ্যে করোনা যুদ্ধে সরকারের ভাণ্ডার, সীমাহীন সমস্যার সম্মুখীন। তার ওপর এই ঐতিহাসিক ঘূর্ণিঝড় পশ্চিমবঙ্গকে আরো গভীর সমস্যার মধ্যে নিমজ্জিত করল।

বাস্তবিক ২০২০ সাল পশ্চিমবঙ্গে যে অভূতপূর্ব সমস্যার সৃষ্টি করছে, তার তুলনা এই রাজ্যের ইতিহাসে নেই। অতিমারীর প্রকোপে জনস্বাস্থ্য বিপন্ন, লক ডাউন এর ফলে অর্থনীতি বিপর্যস্ত, আমপানের তাণ্ডবে চারটি বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত জেলা বিধ্বস্ত এবং ভিন রাজ্য থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের পুনর্বাসনের সমস্যা ও তাদের মাধ্যমে করোনা সংক্রমণের বিপুল সম্ভাবনা — সব মিলিয়েই পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এখন গুরুতর।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সামনে এখন একটিই দায়িত্ব — রাজ্য ও রাজ্যবাসীকে সক্ষম করে গড়ে তোলা। তার জন্য দরকার সব রকম পার্থক্য, বিভেদ, বিদ্বেষ ভুলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের পাশে দাঁড়ানো। অন্য সমস্ত ধরনের চিন্তাভাবনা, হিসাব, অজুহাত এবং রাজনৈতিক দলাদলি দূরে সরিয়ে রেখে স্বাভাবিক জীবন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করা।

সিভিল সোসাইটি

তাত্ত্বিক দিক থেকে এই সংকটকালে আমরা পশ্চিমবঙ্গে সিভিল সোসাইটির অস্তিত্বের আভাস পাচ্ছি যাকে বাংলায় পৌর সমাজ, নাগরিক সমাজ অথবা সুশীল

সমাজ নামে অভিহিত করা হয়। ভারতীয় সমাজের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে ইউরোপে রাষ্ট্র প্রবল, ভারতে সমাজ প্রবল। অর্থাৎ ভারতীয় ব্যবস্থাকে সমাজের কার্যকরী শক্তিই এগিয়ে নিয়ে চলে। ব্রিটিশরা আসার আগে ভারত ছিল প্রধানত সমাজনির্ভর, রাষ্ট্রনির্ভর নয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের ফলে শুধু ভারত নয় পৃথিবীর সব দেশই মূলত রাষ্ট্রনির্ভর হয়ে উঠেছে। বর্তমান বিশ্ব রাষ্ট্রভিত্তিক বিশ্ব। কিন্তু এখন এই দুঃসময়ে আমরা সমাজের সেই কার্যকরী শক্তিকে বিভিন্ন স্তরে জেগে উঠতে দেখছি। করোনা সংক্রমণে লকডাউনে অন্য দেশের মতো আমাদের দেশেও বহু মানুষ কর্মহীন হয়েছেন। সরকারি ত্রাণের পাশাপাশি বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই মানুষদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আবার অনেকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই অনাহারী মানুষদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তদুপরি আমপানের ধাক্কায় যেসব মানুষরা সর্বহারা হয়েছেন তাঁদের জন্য দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে ত্রাণ নিয়ে এইসব মানুষরা পৌঁছে গেছেন। অন্তত পশ্চিমবঙ্গে এই উদ্যোগ আমরা দেখতে পেয়েছি। তাই আমরা বলতে পারি যে আমাদের সমাজে সিভিল সোসাইটি এই জটিল পরিস্থিতিতে যথেষ্ট সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে।

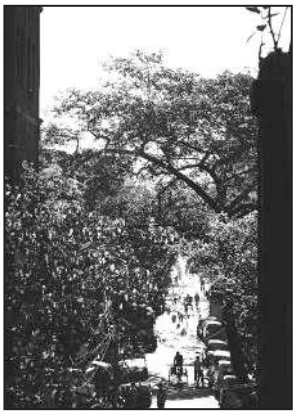
আগামী দিন ও মাসগুলোতে ত্রাণের প্রশ্নটাই সবচেয়ে জরুরি। অসংখ্য গরিব মানুষ তাঁদের জীবন ও জীবিকা থেকে উৎখাত হয়েছেন। তাঁদের পুনর্বাসনই আমাদের সকলের প্রাথমিক কর্তব্য। সরকারের পাশাপাশি সিভিল সোসাইটিকেও সেই উদ্যোগ জারি রাখতে হবে। স্বাস্থ্যের দিকটাও গুরুত্বপূর্ণ কারণ অতিমারীর বিপদ মোটেও যায়নি। সেই সঙ্গে আমাদের সকলকেই এই অতিমারী বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করার কথা ভাবতে হবে।

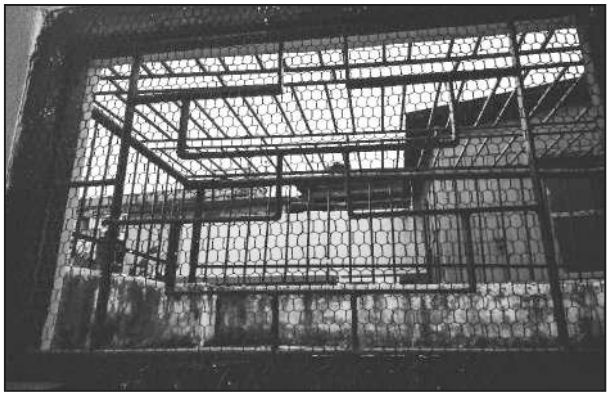
শেষের কথা

আমরা জানি যে আমাদের ষড়রিপু হলো কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য। এই ছয় শত্রু ক্রমশই মানব সমাজকে গ্রাস করছে। প্রকৃতির উপর মানবসভ্যতাকে আধিপত্য বিস্তার করতে হবে এই কামনা মানুষকে উন্মত্ত করে তুলছে। মানুষের উপর মানুষের নিপীড়নের পাশাপাশি মনুষ্যেতর প্রাণীদের প্রতি মানুষের আগ্রাসন তারই প্রকাশ। আর সেইসঙ্গে প্রকৃতিকে ধ্বংস করে মানুষ পৃথিবীর পরিবেশগত

ভারসাম্যকেও সম্পূর্ণ বিনষ্ট করেছে। আজকের করোনা বা আমপান তারই বিরুদ্ধে প্রকৃতির প্রতিশোধ। এই সংকট থেকে আমাদের কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের বিবেচনাবোধকে ফিরিয়ে আনতে হবে। মনে রাখতে হবে যে করোনার আঁতুড়ঘর বলে চিহ্নিত মধ্য চীনের হুবেই প্রদেশের উহান আজকের দুনিয়ার ভোগবাদী অর্থনীতির অন্যতম প্রতীক। সেখান থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আমাদের টেকসই উন্নয়নের কথা ভাবতে হবে। পৃথিবীকে আরো কিছুকাল বাসযোগ্য রাখার জন্য সেটি হবে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার।

২০.০৭.২০২০





‘‘বিশ্ব হতে থাকি দূরে অন্তরের অন্তঃপুরে’’

অমৃতা বাগচী

‘‘বসন্ত যে রঙীন বেশে ধরায় সেদিন অবতীর্ণ’’— দিব্যি চলছিল সব ঠিকঠাক। ঋতুচক্রে এবছর শীতকালের স্থায়িত্ব যদিও ছিল দীর্ঘ তবু কালের নিয়মে মধুঋতুর আবেশও বেশ মালুম হচ্ছিল। সহসা সব ওলোটপালট হয়ে গেল। COVID-19, NOVEL CORONA VIRUS, physical/social distancing, isolation, quarantine-এই শব্দসমূহগুলো জনমাধ্যম, সামাজিক মাধ্যমের বেড়া ভেঙে আছড়ে পড়ল অন্দরমহলে। অধিগ্রহণ করে নিল আমাদের মনোজগতের সিংহভাগ। এবং এই সব কিছুকে ছাপিয়ে যা আমাদের মনকে সরাসরি hegemonise করল তা হল এক অজানা ভয়, উৎকণ্ঠা এবং আতঙ্ক।

এই রোগটি সম্বন্ধে আমার ধারণা তৈরি হয়েছিল জানুয়ারি মাসের গোড়ায়। নিশ্চিন্ত বোধ করেছিলাম এই ভেবে যে আমাদের গর্বের দেশ ভারতবর্ষ তথা আমাদের প্রাণের আরাম পশ্চিমবঙ্গ এই রোগের করাল গ্রাসে পড়ে নি। শুনেছিলাম চীন দেশে করোনা নামে অদ্ভুত এক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। যার কোনও ওষুধ আবিষ্কার হয় নি। এবং সব চাইতে ভীতিজনক ব্যাপার ছিল এর সংক্রমণের চরিত্র নিয়ে। এই রোগের আক্রান্ত কোনও ব্যক্তির সংস্পর্শ বৃহত্তর জনসমষ্টিকে আক্রান্ত করে ফেলতে পারে খুব সহজেই। আর এই বিপুল সংখ্যক রুগীর চিকিৎসার পরিকাঠামো যেহেতু চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল (পৃথিবীর সমস্ত দেশেই), তাই বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর হারের আশঙ্কা এখানে অনেক বেশি। যদিও পরে জেনেছিলাম পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই রোগে মৃত্যুর তুলনায় সুস্থ হয়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যা অধিক।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে এই সংক্রমণটি তার করাল থাবায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যকে গ্রাস করতে শুরু করে। বাদ পড়ি না আমরাও। এরই ফলস্বরূপ প্রাথমিক পর্যায়ের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের নির্দেশ আসে। আর এর এক সপ্তাহের মধ্যেই শুরু হয় ২১ দিন ব্যাপী এক দীর্ঘ Lockdown। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এই Lockdown-এর

সময়সীমা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিজেদের সামাজিক জীবন ক্রমশ হয়ে যায় অধরা।

'Lockdown'- কী এর অর্থ? বন্দিদশা? গৃহবাসী নাকি সমাজ-বহির্ভূত হয়ে নিজের সঙ্গে নিজেকে নিয়ে থাকার এক অখণ্ড অবসর। এই অদ্ভুত দিনযাপনের সঙ্গে আমি কেন আমার পূর্ব জন্মের কেউই কোনও দিন পরিচিত হই নি।

সত্যি কথা অকপটে স্বীকার করি এই সুযোগে যে প্রাথমিক পর্যায়ে যখন এই ছুটির খবর পেয়েছিলাম মনে মনে একটু খুশিই হয়েছিলাম। কারণ এই নতুন পাঠক্রমে পড়ানোর চাপে আমাদের নিজেদের পড়াশুনা বা গবেষণা সংক্রান্ত লেখালিখির কাজ প্রায় বাক্সবন্দি হয়ে থাকে। ভেবেছিলাম এই সুযোগে যদি সেই কাজগুলোর সাথে আবার যোগাযোগ করে নিতে পারি! আরো কিছু অসমাপ্ত কাজ যদি শেষ করে ফেলতে পারি তাহলে আগামীতে CAS-এর সুবিধা হবে। তাই অত্যন্ত স্বার্থপরের মতো এই দীর্ঘ অথচ মূল্যবান সময় কীভাবে সঠিক কাজে লাগাবো তার হিসেব কষে ফেলেছিলাম অতি দ্রুত। সর্বোপরি বাড়ির দুই খুদে সদস্যের শিক্ষাবর্ষ শেষ হয়ে যাওয়ায় তাদের সঙ্গে আনন্দ করে সময় কাটানেরা পরিকল্পনাও ছিল আমার। কিন্তু ক্রমশ গৃহবন্দী ও Lockdown-এ থাকার প্রকৃত রূপ উন্মোচিত হতে শুরু করল। Lockdown যে নিছক ছুটির সমান্তরাল নয় তা হাড়ে মজ্জায় টের পেতে থাকলাম।

'করোনা'র আশীর্বাদ থেকে নিস্তার পাওয়ার এক এবং অন্যতম উপায় হল সামাজিক দূরত্ব বক্ষা করা। অর্থাৎ জগৎ সংসারকে দূরে রেখে সামাজিক অন্তরীণের মাধ্যমেই যে নিজেকে রক্ষা করতে পারে, ফিরে যেতে পারে সভ্যতার আদিম লগ্নে যেখানে জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম চাহিদা মেটালেই চলে তাহলেই সম্ভব এই সংক্রমণকে প্রতিহত করা। এবং এই অসম্ভবকে বাস্তবায়িত করতে গেলে প্রয়োজন Lockdown। করোনাকে কেন্দ্র করে এই পুরো যে discourse তৈরি হল তার থেকে কর্পূরের মতো উবে গেল নিরুপদ্রব ছুটি কাটানোর বাস্তব হিসেব নিকেশ ও দীর্ঘ পরিকল্পনা। আরোও কঠিনতম বাস্তব মানসপটে আবির্ভূত হল এক লহমায়। Lockdown কী বুঝে ওঠার আগেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলল খাবার, ওষুধ মজুত করে রাখার তোড়জোড়। পাশাপাশি এই রোগে সংক্রামিত হওয়ার এক অজানা আশঙ্কা সর্বসময়ের জন্য সঙ্গী হয়ে গেল আমাদের। Mask পরা, ২০

সেকেণ্ড ধরে হাত ধোওয়া ও নানা ধরনের নতুন স্বাস্থ্যবিধির নিয়ম আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে।

গৃহবন্দীকালে আরো এক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম আমরা। গৃহে যে শুধু আমিই বন্দী তাই তো নয়। আমার বাড়ির সাহায্যকারী মহিলাটিও গৃহবন্দী ও কাজে অনুপস্থিত। অতএব কোমর বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়লাম বাড়ির কাজে। বাড়ির সব সদস্যরা মিলে ভাগ করে নিলাম কাজ। খুদেরাও সঙ্গী হল নিত্যদিনের কাজে অল্পস্বল্প হাত লাগাতে। 'সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজে' - যেন বাস্তবরূপ পেল। কিন্তু সিংহভাগ দায়িত্বই পড়ল আমার ওপর। এ যেন সাঁতার না জেনে অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া।

পাশাপাশি চলতে থাকল ছাত্রীদের class নেওয়া online-এ, তাদের study materials পাঠানো ও voice record করে পড়া বুঝিয়ে দেওয়ার কাজ। এক নতুন ধরণের 'walk from home' ও 'work at home'-এর অভিজ্ঞতা। প্রথম কিছুদিন নিদারুণ কর্ম ব্যস্ততা, বিভিন্ন জনমাধ্যমে প্রচারিত এই রোগের ক্রম ব্যপ্তি, অজানা উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। অন্যদিকে উপলব্ধি করছিলাম Lockdown-এর ফলে প্রকৃতি যেন নিজেকে purify বা sanitize করতে শুরু করেছে। স্বচ্ছ নীল আকাশ, সকাল বিকালে পাখির কলতান, চতুর্দিকের এক অদ্ভুত পরিচ্ছন্নতা ও নীরবতা মনকে প্রশান্ত করে তুলেছিল। এ যেন ঠিক 'তুমি হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন/তাই হঠাৎ পাওয়ায় চমকে ওঠে মন'।

কিন্তু ক্রমশ এক বিষাদ গ্রাস করতে শুরু করল আমাকে। বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবন, অন্তহীন পথ চলার মতো মনে হল। চৈত্রের খাঁ খাঁ দুপুরে একসুরে ডেকে চলা পাখির ডাক, দিনতারিখের হিসেব ভুল করা আমি কীরকম যেন যন্ত্রচালিত রোবটে পরিণত হতে শুরু করলাম। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তীব্র কাজের চাপ, অল্পবিস্তর পড়াশুনা সব দিনগুলোকে যেন পরপর সাজানো চতুষ্কোণের মধ্যে আবদ্ধ করে দিল। মাথার মধ্যে যেন এক ধরণের শূন্যতা। দূষণহীন পৃথিবীতে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়েও স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিল যেন - ''দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস''।

কলেজের ঢাউস কালো ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে আর voice record করে ছাত্রীদের উত্তর দিতে দিতে মনে হচ্ছিল কবে যে শেষ ব্যাগ কাঁধে নিয়ে কলেজে গিয়েছিলাম

আর কবে যে আবার ২৪ নং ঘরে একদল মেয়ের সামনে physically পড়াতে শুরু করব তা কে জানে।

ইতিহাসে ছাত্রী হিসেবে যে কোনও ঘটনা বা পরিস্থিতির কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে কিনা তা অনুসন্ধান করতে ইচ্ছে করছিল। Quarantine-ইতিহাসের নিরীখে মোটেও নতুন নয়। Quarantine শব্দটি এসেছে ইতালীয় শব্দ 'কোয়ারান্টা জিওরনি' থেকে যার অর্থ চল্লিশ দিন। চতুর্দশ শতকে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল প্লেগ। এর মৃত্যু হারের বাড়বাড়ন্ত এতই ছিল যে একে Black Death বা কৃষ্ণ মৃত্যু বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়। সেই সময় ইতালির ভেনিস ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। ইতালিতে সামুদ্রিক পথে প্লেগের জীবাণুর প্রবেশ আটকাতে নিয়ম করা হয়, ভেনিসে যে সমস্ত জাহাজ আসবে তাদের বন্দরে ঢোকার আগে সমুদ্রেই নোঙর করে থাকতে হবে চল্লিশ দিন। সেই কোয়ারান্টা থেকেই কোয়ারান্টাইন। আজ চোদ্দ দিন কোয়ারান্টাইনে থাকতে বলা হচ্ছে বটে তবে তখন কোয়ারান্টাইনে থাকার মেয়াদ ছিল চল্লিশ দিন। দেখলাম ঔপনিবেশিক আমলে কলেরা ও প্লেগ এই দুই রোগই মহামারীর আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু সেই সময়ের ইতিহাস পড়লে আমরা জানতে পারি যে সঙ্গরোদ বা quarantine-এর নিদর্শন বিরল। যে কোনও সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে বা জনগোষ্ঠীকে সঙ্গরোধ করা হত। 'প্রথম কলেরা প্যানডেমিক' (১৮২১)-এ সঙ্গরোধের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু 'দ্বিতীয় কলেরা প্যানডেমিক'-এ (১৮৩১) সঙ্গরোধের মাধ্যমে মহামারীকে প্রতিহত করার নিদর্শন পাওয়া গেল। রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকাও এই ক্ষেত্রে ছিল উল্লেখজনক। কিন্তু সমগ্র দেশকে বা বলা যায় গোটা বিশ্বকে Lockdown করে মানবজাতিকে গৃহবন্দী করার নিদর্শন হয়তো করোনা রোগে আক্রান্ত হওয়ার ভয় থেকেই জন্ম নিল। তৈরি হল Lockdown-এর এক নতুন ইতিহাস।

এই অন্তহীন বন্দীদশার মুক্তি কবে আসবে তা আজো অনিশ্চিত। অর্থনৈতিক মন্দার ঢেউও আছড়ে পড়ছে সজোরে। প্রকৃতির ওপর মানবজাতির এই নির্মম ও নির্বিচার অত্যাচারের প্রত্যাঘাত বোধহয় মহামারী বা অতিমারীর রূপ ধরেই ফিরে আসে পৃথিবীর সব প্রান্তে। তাই মনে মনে বলি —

''বিশ্বজোরা ফাঁদ পেতেছ কেমন দিই ফাঁকি / আধেক ধরা পড়েছি গো আধেক আছে বাকি'' —

০৫.০৫.২০২০

ব্যক্তি-গত আর গত-ব্যক্তির দিনলিপি

অনিন্দিতা দত্ত

১

২৩/৪/২০

সমস্তই পুনরাবৃত্ত - বৃত্তাকারে দলবৃত্ত - তারপর মাত্রাছাড়া কিংবা মাত্রাহীন - শেষমেষ জটিলবৃত্ত - বদল কেবল অবস্থানের - এপার, ওপার নাকি ভিন্নপারে? - প্রথম প্রথম হাতেখড়ি - ইচ্ছের হাতে অন্ধ হাত - হাঁটি হাঁটি পা পা - মাতাল প্রলাপ - পাগল আবেগ - অবুঝ শরীর - গোগ্রাসে গেলা - মুহূর্তগুলো - তবুও খিদে - আগুন তেষ্টা - পুড়ে ছারখার - ধূসর ছাই - আস্তাকুঁড়ে।

জৈব তাগিদ - কিংবা চাকা - আবার বৃত্ত - ভিন্ন ছন্দে - আরেক জ্যামিতি।

হাতে লাগাম - ফাঁদ আর জাল - জালি স্বপ্নের তেরছা ঢাল - মল্ল যুদ্ধে দক্ষ পা - সম্মোহনের চরকি নাচ - খেলারামের হিসেবি খেল - হাতের মুঠোয় কাঁকড়াবিছে - সরলকলার আর্তনাদ - মাত্রাছাড়া জটিল স্বাদ - বিস্ফোরণে বৃত্ত ভেদ।

২

৫/৫/২০

মাংসাশী আগুন আর চারপাশের শিলাময় অন্ধকার - বাতিল আকাশকে চেটে খাচ্ছে যুক্তি আর নেতি - অপব্যয়ের ব্যর্থ ঢেউ ভরিয়ে দিচ্ছে তলানি নোংরায় - ভোকাট্টা ঘুম চপার দিয়ে ফালাফালা করছে - ডারউইন পাড়ায় অযোগ্যের হম্বিতম্বি সার্কাস দেখাচ্ছে - ল্যাম্পপোস্টের ক্রসে বলির পাঁঠা, পিছমোড়া বেঁধেছে ক্ষমতা শুয়োর - খাদ্য খাদক নয়, নেহাত ফুর্তির জন্য খুবলে খাচ্ছে মগজটাকে - খয়াটে পাঁজরে ভেঙে পড়ছে অপচয়ের গ্র্যানিট পাহাড় - নষ্ট দুধের অক্ষমতা টোকো গন্ধে ভরিয়ে দিচ্ছে - টোটকা আনন্দ আর বশীকরণ ধুঁকছে উদবাস্তু যক্ষায় - হতাশার

২৮

ভিজে চট পোড়া ধোঁওয়া ভরিয়ে দিচ্ছে ফুসফুস আর কণ্ঠনালী - রসাতলের নীরবতা আর চারপাশের বাঁধবন্দী অন্ধকার।

৩

১৪/৫/২০

স্নেহের চাষ - অর্থ দিয়ে - গায়ে গতরে - কথা বার্তায় - তেল মাখিয়ে - ফসল ফলে - লকলকিয়ে - চলকে পড়ে - তোষামুদে গাল - ঢলঢল হাসি - নৈবেদ্য - রাশি রাশি - ধূপ ধুনো - আর পট্টবস্ত্র - আহা গলবস্ত্র - চাহিদামাফিক - স্তব ও স্তুতি - হই হুল্লোড় - গা ঢলাঢলি - বিনয় গাথা - কথারকলি - সময় দেখে - হাওয়া বুঝে।

শিকারী চোখ - বিনিময় খোঁজে - মনিব দাসের খেলাটুকু বোঝে - স্নেহের বাকল খসে পড়ে যায় - মরা ফসল পচে হেজে যায় - মুখোস খুলে - বিষ দিয়ে দেয় - ভাতের সাথে - শ্যাওলা মেখে - বিছুটির জ্বালা - উদোম গায়ে - ছাউনি ছাড়া - পোড়ো এক ঘরে - খড়কুটো বীজ - খুঁটে খায় পাখি - আবর্জনার স্তুপ সরিয়ে - ঘেন্না পাঁক গায়ে মেখে - শ্লেষ ঠাট্টার চাবুক পড়ে - ছালের ওপর নুনের ছিঁটে - পরিযায়ী স্নেহ তাকিয়ে থাকে - অর্থকষ্টে বেকার চাষী - খরার দিনে - বেদম খিদেয় - আছড়ি বিছড়ি - নাছোড় ঢেকুর - লবণ জলের।



‘টানাপোড়েন’

শাশ্বতী লাহা

আমার এখনও সেই দিনটার কথা মনে পড়ে, অফিস থেকে ফিরে দুজনে চা কাপে চুমুক দিতে দিতে প্রাত্যাহিক রোজনমচা - একটু সময় সারাদিনে যেটা নিজেদের মতন করে কাটাই - তখনই প্রথম শুনেছিলাম বরং দেখেছিলাম ওর WhatsAppএ। এক ভাইরাল অসুখ, যেটা কিনা হঠাৎ করে ছড়িয়ে পড়েছে চীন দেশে এবং অদ্ভুতভাবে মানুষ মারা পড়ছে। তখনও স্বপ্নেও ভাবিনি আর মাত্র দুই-তিন মাসের মধ্যেই সেই আতঙ্ক জীবন দিয়ে উপলব্দি করতে হবে।

বেশ চলছিল সবকিছু - ঘুম থেকে উঠেই যেন এক দম দেওয়া পুতুল। সারাদিনের কচকচানির মধ্যে নিউজপেপার বসে পড়াটাও একটা বিলাসিতা - তাই কখন হেডলাইন, কখন মোবাইল, বেশিরভাগটাই স্বামী আর শ্বশুরের মুখে মুখে খবরগুলো শুনতে শুনতে কী জানি একটা অজানা আতঙ্ক মনের ভিতরে ক্রমশই ঘোরালো হচ্ছিলো। বাঁধ ভাঙ্গল যেদিন বাচ্চাদের স্কুল থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি হল - কলেজ বন্ধ হয়ে গেল - মনে হতে লাগল ঘাড়ের কাছে যেন কার নিঃশ্বাস - ঠিক যেমন ছোটবেলায় দুপুরে ভূতের গল্পের বই পড়লে, সন্ধ্যেবেলায় যখন লোডশেডিং হয়ে যেত - সেই রকম একটা অজানা আতঙ্ক।

একদিন-দুইদিন - প্রথমটাই থমকে গেলাম কতকটা। বাড়ি থেকে বেরোনো নেই, কলেজ যাওয়া নেই - কলকাতায় আছি কেন?? দু-তিনদিন ছুটি মানেই তো ভোরবেলা গাড়ি বার করে ধাঁ - মা-বাবার কাছে - শান্তিনিকেতনে। — যাঃ তাও হবে না। কি করব??

ঠিক আছে, অনেকদিনের পড়ে থাকা কাজগুলো সারা যাক। প্রথমেই শুরু হল wardrobe গোছানো দিয়ে। কাচা, রোদ খাওয়ানো শীতের পোশাকগুলো সময়ের অভাবে এখনও বাইরে পরে। পুরো দুটো দিন গেল এই করে। তখনও রান্নার - ঘর

পরিষ্কারের দিদিরা আসছিলেন তাই ওইসব দিকটা না দেখলেও চলছিল। ২১শে মার্চ জনতা কার্ফু ঘোষণা করলেন ভারত সরকার - সেই শুরু - জীবন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল অনিশ্চয়তায় আর আতঙ্কে। বাড়ির মধ্যে শুরু হল আপতকালীন ব্যাবস্থাপনার প্রস্তুতি। ভাঁড়ার খুলে দেখা গেল মাসখানেক চলে যাবে। Toiletries এবং Sanitizer যেন আর কিছুটা হলে ভালো হয়। বাড়ির ভেতর বাইরের কারোর প্রবেশ নিষিদ্ধ হল। সবসময় একটা কি হয় কি হয় ভাব। যে জিনিসটা নেই সেইটা যেন না হলে চলবেই না। মনের মধ্যে কেবলই দুঃশ্চিন্তা।

প্রস্তুতি যখন কিছু হল - কেমন করে এই নতুন পরিবর্তনগুলোর সাথে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে শুরু করলাম। কখনও মনে হল - সেই কবে থেকে তো মনের মধ্যে গুমরে গুমরে থাকা, নিতান্তই একটা স্বাভাবিক চাহিদা - বাচ্চাদের সাথে জড়াজড়ি করে থাকার বাসনা - নিজের হাতে রান্না করে ওদের খাওয়ানোর মধ্যে যে অদ্ভুত পরিতৃপ্তি সেটা খুব উপভোগ করতে শুরু করলাম। যখন একটু বড় হলাম, গরমে ঘেমে রান্নাঘরে মাকে দেখে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতাম - কি যে আনন্দ পাও ? হেসে বলত - ওরে, যখন নিজে মা হবি বুঝতে পারবি। নিজেকে বোঝাতে শুরু করলাম এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে কিভাবে নিজেকে মানিয়ে নেব। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, বাচ্চারা কিন্তু সব সহজভাবেই বাড়িতে থাকাটা চমৎকার উপভোগ করছে। আমার বছর চারেকের ছোট ছেলেটা ঘুম থেকে উঠেই আর প্রশ্ন করছেনা - আজকে তোমার কলেজ আছে? এতদিন পর্যন্ত যার খুব নিশ্চিত উত্তর হত হ্যাঁ-তারপর ঘুমচোখে একমুখ ব্যাজার করে, জোরে চেঁচিয়ে না নেই-বলে বাথরুমে চলে যাওয়া সেটাও হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে গেল। দেখলাম বাচ্চা, বাড়ির কাজকর্ম সেরেও আমার হাতে বেশ অনেকটা সময়।

বেশ ভালোই হল - কেমন করে এক-দুই দিনের মধ্যেই জেনে গেলাম Virtual Platform এ Interaction এর কথা। প্রথমটায় একটু কিন্তু কিন্তু লাগলেও কিছুদিনের মধ্যেই সবে বেশ সড়গড় হয়ে গেলাম এই নতুন মাধ্যমের সঙ্গে। ছাত্রীরাও প্রথমদিকে Resistance দেখালো কত প্রশ্ন, ম্যাডাম কবে কলেজ খুলবে, কবে বাড়ি থেকে বেড়াতে পারব ? তারপর দেখলাম তাদেরও mindset বদলাতে লাগল। আরো বেশি বেশি করে involve হতে লাগল। মাঝে মাঝে যদিও poor Internet Connection বাধ সাধল কিন্তু trial and error basis এ অনেকগুলো virtual platform চেষ্টা করতে করতে - এখন বেশ পারদর্শী মনে করছি নিজেকে।

ছাত্রীদের তো উৎসাহের শেষ নেই। তাদের একটু নাড়াচাড়া দিতেই কত কি লুকানো মনি-মুক্তা বের হয়ে আসছে। ব্যাস মেতে উঠলাম আগের মতো - চোখের সামনে জীবন শৈলীর পরিবর্তনটা চাগিয়ে উঠছে ক্রমশই। 'work from home'-এখন যেন বড্ড বেশি করে বাস্তব হয়ে উঠছে। Offline-online-এর ব্যবধান যেন কমে আসছে। যাওয়া আসার টেনশন নেই। রোজকার পোশাক আশাকের প্রস্তুতি নেই। তাই সারাদিনের ব্যস্ততাটাও এখন আর যান্ত্রিক নয়। এই নতুন মাধ্যমে দিনের অনেকটাই সময় কাটে ছাত্রীদের সাথে - সবই আছে কিন্তু পাঠের দায়িত্বের বাইরে ওদের সান্নিধ্যে থাকার উষ্ণতা থেকে বড্ড বেশি করে বঞ্চিত ভেবে অসহায় হয়ে পড়ি মাঝে মাঝে। বাধ্য হয়েই এই অসম্পূর্ণতাটাকেই সম্পূর্ণতা বলে মনে করছি।

লিখতে গিয়ে যখন পিছন ফিরে তাকাই - প্রথমদিকের ভয় - বিধ্বংসী অতিমারী আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে চলেছে - তা এখন অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছি। গোটা পৃথিবীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই অতিমারীর নাড়ি নক্ষত্র এখন অনেকটাই আমাদের জানা হয়ে গেছে। আশার খবর আর তিন-চার মাসের মধ্যেই আসতে চলেছে অন্ধকার থেকে মুক্তির আলো। এখন কয়েকদিন খালি দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করার সময়। অনভ্যস্ত জীবনকে মানিয়ে নিয়ে, মেনে নিচ্ছি দশের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে - মানবসভ্যতার গভীর সংকটে। কবির সাথে গলা মিলিয়ে বলিঃ

''মন্বন্তরে মরি না আমরা
মারী নিয়ে ঘর করি''।।

১৪.০৬.২০২০

৩২

দূরত্ব - একটি কঠিন অনুভূতি

দীপান্বিতা বড়ুয়া

সামাজিক, মানসিক, পারিবারিক, দৈহিক, অর্থনৈতিক - এতসব শব্দ দূরত্বের জালে আবদ্ধ হয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। চারিদিকে চাপা অস্বস্তি। নিজের থেকেও বেশি চিন্তা গোটা পৃথিবীর। বদলে যাওয়া কাকে বলে এই কয়েকমাস ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। আমি একজন শিক্ষিকা। দুই সন্তানের মা। কলেজ এবং পরিবার-সীমিত গণ্ডি আমার। মন্দ ভালোর মেলবন্ধনে জীবনের চাকা ঘুরে চলেছিল। কিন্তু একটা রোগ-শূন্যতা, বিষণ্ণতা, শুষ্কতা। গৃহবন্দি হতে চলেছি বুঝতে বুঝতে কেটে গেছে কিছু দিন। কালো মেঘ জানিয়ে দেয় সে ভয়ঙ্কর। এই মেঘ কিছুই জানায়নি। তারিখ, সময়, মুহূর্ত কিছুই না। শুধু এসেছে, থেকেছে আর নিয়ে গেছে লক্ষাধিক টাটকা, রঙিন স্বপ্ন, আকাঙ্খা। জীবাণু এবং সেই সিদ্ধান্ত-দুটোই হাত ধরাধরি করে পিষে দিয়েছে সবুজ আবহকে, বাড়িয়েছে ভয়াবহতাকে। সিদ্ধান্ত — তার ব্যাখ্যা দেওয়া বারণ।

সবকিছু দেখছি, অনুভব করছি, প্রতিমুহূর্তে কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়েছে চিন্তা, মাতৃত্বের কোটরে বসে ভেবেছি কি তুলে দেব সন্তানের মুখে? পরিবেশ যে অচল, অসুস্থ যেন না হই। আমার স্বামী কর্মসূত্রে দূরে থাকেন। ফলে দায়িত্বের ঝুলিটা বেশ ভারী। একাকিত্বকে বহন করে নিয়ে চলতে হয় সবসময়। ফোনে আরোগ্য সেতু যখন জানিয়ে দেয় মৃত্যু কড়া নাড়ছে প্রতিটি দরজায় আশঙ্কায় শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। নিজের জন্য নয়। আত্মজ, আত্মার মধ্যে লুকিয়ে থাকা দুটি শৈশব।

অনেকদিন হয়ে গেল কোনকিছুর স্বাদ পাচ্ছিনা, বন্যপশুরাও বোধহয় আমাদের থেকে সুখে আছে। আজকাল পাখিটাকে দেখে বড় হিংসা হয়। বারান্দায় বসে যখন চেঁচিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দেয় আর আগের মতো খুশি হই না। মনে মনে বলি - 'তুই জ্যান্ত আছিস আর আমরা মৃত'। রোগ বহন না করেও দুশ্চিন্তার ছুরি অনেক

আগেই আমাদের মেরে ফেলেছে। কলেজটাকে বড় ভালোবাসি। গাছপালা ঐতিহ্যে মোড়া কলেজটা যখন স্বপ্নে আসে মনে হয় কাল বোধহয় নতুন সূর্য উঠবে। ব্যাগ কাঁধে নিয়ে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ব।

আসলে পৃথিবী তো একটা সমাজবদ্ধ জীব, তাই সকলে চাই কাছাকাছি থাকতে। দূরত্ব, ব্যবধান এই শব্দগুলি খুবই অপছন্দের। কিন্তু এখন এগুলোই বাঁচার পথ। কত মানুষ চলে গেল হাঁটতে হাঁটতে, ধুঁকতে ধুঁকতে, অন্ধকারে আলো খুঁজতে খুঁজতে। অপূর্ণ থাকল প্রত্যাশা। কাগজ কলম এমন বস্তু যা বুকের ব্যাথাকে নিংড়ে নেয়। আমি কোন লেখিকা নই। তবে আজ লিখতে ইচ্ছে করছে। মস্তিষ্কে জমাটবাঁধা রক্ত এতদিনে সারাশরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। উষ্ণতা পাচ্ছি। বোধহয় কুয়াশাটা একটু একটু সরছে। তবে, একটা কথা বলতে চাই। ছেলেমেয়ে দুজন যখন ছোট ছোট হাত বাড়িয়ে দেয় মনে হয় অনির্দিষ্ট বন্দীদশা সত্যি উপভোগ্য। ভাঙনের মাঝপথে প্রাপ্তি ঐ একটাই। দেখতে দেখতে কেটে গেছে তিনমাস। মোবাইলের রিংটোন, অ্যাপ এর মাঝখানে আটকে গেছে কঠিন সময়, অনুভূতি, বেঁচে থাকা। পরিশ্রান্ত হয়েও আমি উজ্জীবিত। নতুন মাধ্যম বলছে শিখতে হবে অনেককিছু, আবিষ্কার করতে হবে নিজেকে। সভ্যতার প্রেক্ষাপটটাই বদলে দিতে হবে নিজের হাতে। ছোট একটি কাপড়ের টুকরো বিচার করছে করোনার জেলখানায় যাব কি যাব না। এখন ভয় পেতেও আর ইচ্ছে করে না। সাবলীল ভঙ্গিতে যাপন করছি দিন। মুখোশের আড়ালে মানুষ না মৃত্যু—বোঝা মুশকিল। সবকিছু ভুলে থাকাই তো ভালো। মরুভূমি ছেড়ে তাকাতে হবে মাঠের দিকে, ঘাসের দিকে। তাহলেই পাব স্বস্তি, মুক্তি, সচেতন শক্তি।

০৭.০৬.২০২০

৩৪

‘কোরোনা’ ও দিনকাল

শ্রীপর্ণা রায়

একটা বসন্ত চলে গেল। আয়ু থেকে একটা বসন্ত কমে গেল। অথচ রেড রোডে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পলাশ গাছগুলোর ছবি তুলতে যাওয়া হল না! ওরা কি এখনও অপেক্ষায় আছে আমার? ওদের সঙ্গে এই বসন্তে আর দেখা হল না। কোভিড-১৯-এর প্রকোপ এড়াতে ঘরবন্দি হয়ে শুধু জানলা দিয়ে বাইরে বসন্তের চলে যাওয়াটুকুই দেখলাম। প্রতি বছরের মতো এই বছরেও দেখলাম মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ জুড়ে গাছের পাতাগুলো পাক খেয়ে খেয়ে হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা নিজস্ব ছন্দে মাটিতে এসে পড়ছে। একইসঙ্গে গাছের শূন্য ডালগুলো ছোট ছোট কচি সবুজ পাতায় ভরে উঠল একটু একটু করে। কিন্তু সেইসব পাতাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা হল না!

প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধুত্ব করার ক্ষমতা বা যোগ্যতা কি আমরা ক্রমশ একটু একটু করে হারিয়ে ফেলছি? ঘরবন্দি হয়ে থাকতে থাকতে এই প্রশ্নটাই বারবার মনে হচ্ছে। একদিকে সুশুনিয়া পাহাড় জ্বলছে, বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে অ্যান্টার্কটিকার বরফ গলছে, অন্যদিকে ক্ষিদেয় অসংখ্য মানুষের পেট জ্বলছে — আর এই সবকিছু থেকে একেবারে অন্য প্রান্তে আমাদের মতো চাকুরিজীবী মানুষদের সব ভুলে নিজেদের বাড়ি থেকেই চাকরির যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালন করে যেতে হচ্ছে। না করেও উপায় নেই কারণ যার যেটুকু কাজের দায়িত্ব সেটুকুর উপরে অন্যান্যদের জীবনের একাংশ নির্ভর করে আছে। এভাবেই সভ্যতা এগিয়েছে একের সঙ্গে অন্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে। আমরা সকলেই এখন সেই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থেকে বেশ অনেকটাই বিচ্ছিন্ন।

মানুষ যে কোনো পরিস্থিতিতেই বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও নিজস্ব উপস্থিতবুদ্ধি মানুষকে সেই ক্ষমতা দিয়েছে। তাই

এখনও আমরা অনলাইনে নানাভাবে কাজ চালাচ্ছি। অনলাইনে লিখছি, ক্লাস নিচ্ছি, মিটিং করছি, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি আবার প্রয়োজনে খাবার, ওষুধ সবকিছুই অনলাইনে আনিয়ে নিচ্ছি। এর ফলে কিছু কাজ যেমন সহজ হচ্ছে আবার কিছু কাজের ক্ষেত্রে জটিলতাও তৈরি হচ্ছে। আমরা সবকিছুর সঙ্গেই প্রায় প্রতি মুহূর্তেই মানিয়ে নিচ্ছি। এই ঘরবন্দি দশার সবথেকে বড়ো শিক্ষা হল আমাদের যে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আছে সেই বিষয়টি উপলব্ধি করা।

গত এক মাস ধরে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার জীবন মানে যাকে আমরা বলি 'ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি' সেই যাপনের প্রতি মানুষের নির্ভরতা খুব দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। ফেসবুকে মানুষ নানাবিধ খেলায় মেতে উঠেছে। লক ডাউনের প্রথম পনেরো-কুড়ি দিন এই প্রবণতা খুবই বেশি ছিল। এখন খানিকটা কমেছে। মানুষ সম্ভবত বুঝেছে, দু-আড়াই মাস বা হয়তো আরও বেশি কিছু মাস এভাবে খেলাধূলা দিয়ে কাটানোর ভিতরেও একটা একঘেমেয়ি আছে। হ্যাঁ, একটা একঘেয়েমি জীবনে এসেছে ঠিকই। কিন্তু এই একঘেয়েমি বিলাসিতা করার অবকাশ ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষের নেই। গত এক মাসে অনেক মানুষের চাকরি চলে গেছে, আগামী কয়েক মাসেও যাবে। এছাড়াও আমাদের দেশের অসংখ্য 'দিন আনি দিন খাই' মানুষরা এসব অনলাইন কাজ কিংবা 'ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি' বা ভার্চুয়াল জীবন থেকে অনেক দূরে। সেই সব মানুষদের জীবনের কথা কি আমাদের পক্ষে ভাবা বা বোঝা সম্ভব হচ্ছে? উত্তরটা সম্ভবত 'না'। ওদের জন্য আমরা শুধু প্রার্থনাটুকুই করতে পারি বলে আমার বিশ্বাস, অন্তত এই মুহূর্তে। আসুন, ওদের জন্য দিনে অন্তত পাঁচ মিনিট প্রার্থনা করি। সম্মিলিত প্রার্থনার শক্তিতে হয়তো কিছু ইতিবাচক বায়ুতরঙ্গ ওদের কাছে পৌঁছে দিতে পারব। তাতে আমাদের একঘেয়েমির সময় থেকেও পাঁচ মিনিট কমবে।

আমরা এখন একটা বিকল্প বিশ্বে বাস করছি। যেখানে 'একটু হেঁটে আসি' মানে খুব বেশি হলে বাড়ির ছাদ; 'বিকেলে দেখা হচ্ছে' মানে জুম, স্কাইপ কিংবা হোয়াটস অ্যাপ ভিডিও কল; 'সিনেমা দেখছি' মানে হাতে 'পপকর্নের লার্জ' ঠোঙার বদলে নিজে হাতে মাখা মশলামুড়ি; আইনক্স স্টার কিংবা নন্দনের বদলে হইচই, নেটফ্লিক্স বা ইউটিউব; 'একটু বাইরে আছি' মানে বড়ো জোর বাড়ির বা

ফ্ল্যাটের এক চিলতে বারান্দা — বাড়ির ভিতরেই পরমায়ুর কয়েকটা মাস পরিমিত যাপনে বেঁচে আছি আমরা।

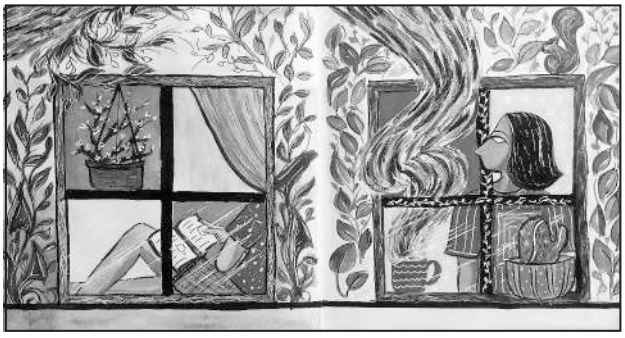
বাড়ির ভিতরে এখন অনেকটা সময় পাওয়া গেছে। আমার মতো আরো অনেক চাকুরিজীবীদের কাছেই অনেক অসুবিধার মাঝেও এটা একটা নিজস্ব অবসর। সকালে উঠে ক্লাস নিতে হচ্ছে ঠিকই কিন্তু ঐ যে সকালে উঠেই কোনোরকমে পরিপাটি প্রস্তুত হয়ে কাজের জায়গায় পৌঁছানেরা নিত্য ছুট — সেখান থেকে তো বিরাম পাওয়া গেছে। খানিকটা অতিরিক্ত সময় হাতে আছে। নিজের বইয়ের টেবিল, জানলার ধারের প্রিয় পুরনো চেয়ার, ধুলো পড়ে যাওয়া প্রিয় বাদ্যযন্ত্র, কলেজজীবনের হারিয়ে যাওয়া বন্ধুর উপহার দেওয়া কবিতার বই কিংবা ছোটবেলার ছবির অ্যালবাম নেড়েচেড়ে দেখার একটা অপ্রত্যাশিত অবকাশ পাওয়া গেছে। এই অবসরটুকু মানুষ নিজের সঙ্গে ও পরিবারের সঙ্গে নিজের মতো করে কাটাচ্ছে। আমিও ব্যতিক্রমী নই। মায়ের ওষুধ আর পেট চালানোর মতো খাবার সংগ্রহ করাই এখন আমার জীবনযুদ্ধের সবথেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ। সেটুকু হয়ে গেলে নিজের মতো বই পড়া, সিনেমা দেখা, লেখালিখি, কবিতা নিয়ে নানারকম নতুন কাজ করার চেষ্টায় সময় কেটে যাচ্ছে। তার সঙ্গে সপ্তাহে পাঁচ দিনে চার-পাঁচটা করে ক্লাস নেওয়া, মিটিং এবং আরও নানারকম চাকরি সংক্রান্ত কাজ তো থাকছেই।

ছোটবেলায় দেখতাম আমাদের পাড়ায় মাটির রাস্তা ছিল। বাচ্চারা খেলাধুলো করত, সাইকেল চালানো শিখত। আমরা নিজেরাই কতবার বাড়ির উঠোনে ক্রিকেট খেলে বল খালে পাঠিয়েছি! আমার বাড়ির সামনে একটা খাল আছে। তার ধার দিয়ে পরপর নানা ধরণের গাছের সারি। জানলা দিয়ে অনেকটা সবুজ আর আকাশ দেখা যায়। যাইহোক, তারপর পাড়ায় পিচ রাস্তা তৈরি হল। একটা দুটো করে চার চাকার গাড়ি, বাইক চলাচল ক্রমশ বেড়ে গেল। শেষ দশ বছরে আমাদের পাড়ার রাস্তাটা প্রায় মেইন রোডের মতোই হয়ে গেছে। দিনরাত নানারকম গাড়ি যায় ধুলো উড়িয়ে, নানারকম হর্নের আওয়াজ হতেই থাকে। আমার ছোটবেলার সেই শান্ত নিরিবিলি দুপুরগুলো হারিয়ে গিয়েছিল। সেই দুপুরগুলো এই অনটনের সময়ে ফিরে পেয়েছি। পাখির ডাক এখন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, গাড়ি চলাচল প্রায় নেই বললেই চলে, হর্নের আওয়াজও বিশেষ নেই।

রোদ্দুরের রঙ এখন অনেক বেশি উজ্জ্বল। আমাদের পাড়া দিয়ে ফেরিওয়ালারা কখনো যেত কিনা আমার মনে পড়ে না। বাবা পাড়ার মোড়ের বাজার থেকে সব কিনে আনতেন তাই ফেরিওয়ালার থেকে কখনও কিছু কিনতে দেখিনি। কিন্তু এখন মাছ, সবজি, দুধ, ফল সবকিছুই ভ্যানে কিংবা সাইকেলে করে নিয়ে এসে বিক্রেতারা হাঁক দিয়ে যাচ্ছে। প্রায় দিনই ওদের হাঁকে ঘুম ভাঙছে। শুনতে পেলেই এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে ডাক আসছে, 'ভাই দাঁড়াও, কী আছে?'। যার যা প্রয়োজন বারান্দা থেকেই নানা কৌশলে নিয়ে নিচ্ছে। প্রতিবেশিরা একে অপরকে বলে রাখছে, 'কাল সকালে দুধওয়ালা এলে আমি যদি শুনতে না পাই, আমাকে একবার ডাক দিও কিন্তু বা ফোন করে দিও, কেমন?' — জীবনের এইসব পারস্পরিকতার ছবি আগে কোনোদিন দেখিনি। অনেক হতাশা ও বিষণ্ণতার মাঝেও জীবনের এইসব টুকরো টুকরো পাশে থাকার ছবি দেখতে ভালো লাগছে।

জীবন এখন কঠিন। এই কঠিন সময়ের টানেই অনেক মান-অভিমান, সম্পর্কের কাঠিন্য ভেঙে যাচ্ছে। মানুষ জীবনের স্বল্প পরিসরে ভালোবাসতে চাইছে মানুষকেই; ফিরে আসতে চাইছে হারিয়ে ফেলার সম্পর্কের কাছে। শারীরিক দূরত্বের ঋতুতে মানসিক দূরত্ব কিছুটা হলেও কমে আসছে — এইটুকুই তো প্রাপ্তি। হ্যাঁ, সবকিছুর শেষে প্রাপ্তির কথাই বলতে চাই। অনেক ক্ষয় ও ক্ষরণের পরেও অতিসামান্য প্রাপ্তিকে বুকে জড়িয়ে তো আমরা বেঁচে থাকি; দুঃসময়ের অন্ধকার কাটিয়ে নতুন আলোর জন্য অপেক্ষা করি। তাই না?

১৮.০৪.২০২০



মুক্তির চিঠি কবে আসবে?

দেবলীনা মিশ্র

'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন' — পৃথিবী আজ আক্রান্ত। ভারতবর্ষ স্তব্ধ। আমাদের প্রিয় শহর কোলকাতা গতিহীন। আমাদের একদিন এমন পৃথিবীর সাক্ষী হতে হবে তা আমরা কেউই ভাবিনি। প্রকৃতির ছয় ঋতু যেমন চক্রাকারে আবর্তিত হয় জীবনও তেমন দিন-রাত্রির কর্মব্যস্ততা ও বিশ্রামের পারস্পরিকতায় আবর্তিত হয়। আজ সেই আবর্তনেরও কোথাও যেন বদল ঘটেছে। গৃহবন্দি দশায় সোশ্যাল মিডিয়া, খাওয়া-দাওয়া আর বিনোদনের বাহ্যিকতার আড়ালে সবাই একপ্রকারে হতাশায় ডুবেছি। জীবনের অনিশ্চয়তা, জীবিকার অনিশ্চয়তা, প্রতি মুহূর্তে নীরোগ থাকার সচেতন মরিয়া চেষ্টা — এতকিছুর মধ্যেও আমরা আমাদের যাপনিক রসদ খোঁজার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছি। মানুষ বেঁচে থাকার জন্য আজ সর্বস্ব পণ করে লড়াই চালাচ্ছে। যে শত্রুকে স্বাভাবিক খোলা চোখে দেখা যাচ্ছেনা, সেই অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গেই মানুষকে প্রতিনিয়ত লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে। একবিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগেও যে আমরা একটি ভাইরাসের কাছে প্রতিনিয়ত হার মানছি তা সর্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার মানুষকে নতুন চ্যালেঞ্জের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গানে গানে বলেছিলেন, 'একলা চলো রে'। আজ আমরা সত্যিই একলা চলছি। প্রকৃতপক্ষে আমরা জীবনের অনেক সময়েই একলা চলি। সবসময় যে রবীন্দ্রনাথের গানের আদর্শকে মনে রেখে কঠিন পথে একলা চলি এমন কিন্তু নয়। আমরা প্রায়শই ঘৃণা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, হীনম্মন্যতা — এইসব মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে একলা চলি। কিন্তু আজ আমরা একলা চলছি নিজের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের আরো দশটা মানুষকে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করার জন্য। গৃহবন্দি দশা কেটে যাওয়ার পরে কি এই যাপন আমাদের আরেকটু বেশি দায়িত্বসম্পন্ন সামাজিক করে তুলবে? আমরা সবাই এখন আপাতভাবে হিংসা, প্রতিযোগিতা, সংঘাত ভুলে একত্রে মনে মনে গাইছি —

'মুছে যাক গ্লানি / ঘুচে যাক জরা / অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা'। হ্যাঁ, পৃথিবীর বুকে নেমে আসা অদ্ভুত শক্তিশালী প্রাণঘাতী জীবাণু বৈশাখের অগ্নিস্নানে মুছে যাবে এই বিশ্বাসে ও প্রার্থনা নিয়ে আমরা দিন কাটাচ্ছি।

বর্তমানে পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশই কোরোনায় আক্রান্ত। কোরোনার হঠাৎ আক্রমণে ইতালি, আমেরিকা, চীন আজ মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। আমরা এখনও জানিনা 'ভারতভাগ্যবিধাতা' ভারতবর্ষের নিয়তিতে কী লিখে রেখেছেন। টেলিভিশন চালালেই ডাক্তার, নার্সদের অসহায় মুখগুলো ভেসে উঠছে। একাধিক ডাক্তার, চিকিৎসাকর্মী আক্রান্ত হচ্ছেন প্রতিদিন; কত মানুষ প্রিয়জনকে হারাচ্ছেন; এরপরেও চিকিৎসকদের প্রায়শই নানাবিধ হেনস্থার মুখোমুখি হতে হচ্ছে — এক ভয়ানক কালো সময় আমাদের ঘিরে রয়েছে। আর এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে অর্থনীতি ব্যবস্থার ভেঙে পড়ার অশনি সঙ্কেত আমাদের ভিতরে ভিতরে ভয় দেখাচ্ছে।

আমরা এমন পৃথিবী দেখার জন্য একেবারে প্রস্তুত ছিলাম না। প্রতিদিনের গৃহবন্দি জীবনে আমরা আস্তে আস্তে এই নতুন পৃথিবীতে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। চেষ্টাটুকু ছাড়া আমাদের হাতে আর কিছুই নেই, অন্তত এই মুহূর্তে। এই হাতাশার মাঝেই আমরা তথ্য প্রযুক্তির হাত ধরে আমাদের কর্মস্থলের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালন করছি। সেটুকু সময় কাজের ভিতরে হয়তো সাময়িক ভাবে আমরা দুঃসময়ের হতাবস্থা ভুলে থাকছি। কিন্তু মহামারীর প্রকোপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি আসবে কবে? কীভাবে?

গৃহস্থলীর নানা কাজে সাহায্য করার জন্য যে সহায়িকারা বাড়িতে প্রতিদিন আসতেন তারা কেউই এক মাস ধরে আসতে পারছেন না। ফলে, কাজের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। সকাল থেকে রাত অবধি ব্যস্তসমস্ত হয়ে কেটে যাচ্ছে সময়। নানাবিধ কাজের মাঝে কোলকাতার শুনশান পথঘাট, বিষণ্ণ আকাশ, অনুজ্জ্বল আলো মনকে ভারাক্রান্ত করছে। বারেবারে মনে হচ্ছে কবে ফিরবে প্রাণের শহর তার ছন্দে, কবে আবার হাঁটব কোলকাতার ফুটপাতে, বইপাড়ায় কবে আবার নতুন বইয়ের গন্ধ পাব — মন মাঝে মাঝেই অস্থির হয়ে উঠছে! শহর কোলকাতার বুকে থেকেও আমাদের অনেকের কাছেই নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এখন দুর্লভ। তাহলে ভাবুন, যারা প্রত্যন্ত গ্রামে থাকেন, যাদের কয়েক মাইল হেঁটে রোজের প্রয়োজনীয় খাদ্য রোজ সংগ্রহ করতে হয় তারা কি দুর্বিষহ জীবন

কাটাচ্ছেন! হয়তো ওদের কেউ কেউ একবেলা খেয়ে আছেন বা প্রায় না খেয়ে। সরকার আয়োজিত সামগ্রীর কিছুমাত্র হয়তো ওদের কারুর কারুর কাছে কয়েকবার পৌঁছাচ্ছে কিন্তু সবার কাছে কি ঠিক প্রয়োজনের সময় সবটা পৌঁছে যাচ্ছে? আমাদের কিছু করার নেই। প্রাণ বাঁচানোর দায় এতটাই বড়ো দায় যে বাকি সবকিছু মানুষ ভুলে যায়। হয়তো আমাদের ভিতরে কারুর কারুর বিবেক ওদের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা পারছি না। শুধু নিজের প্রিয়জনদের মুখগুলো মনে পড়ছে। আমি নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও আমার পরিবার ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক — আমরা সকলে এটাই চাই। কিন্তু যে সংক্রামক ব্যাধির হা করা মুখের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে সেখানে আমি আক্রান্ত হলে আমার প্রিয়জনেরাও আক্রান্ত হবেন। তাই আমরা সকলেই দূরত্ব রাখতে বাধ্য হচ্ছি। তবে, শুধুই কি দূরত্ব?

ক্লান্তি পথ পেরোতে পেরোতে আমরা সকলেই বোধহয় একটু ভালো সময়ও পাচ্ছি। কর্পোরেট পৃথিবীতে আমাদের সবথেকে বেশি অনটন থাকে সময়ের — পরিবারের সঙ্গে কাটানো সময় বা যাকে বলে 'কোয়ালিটি টাইম' সেটা আমরা প্রায় পাই না বললেই চলে। কিন্তু এই গৃহবন্দি হয়ে থাকার পরিস্থিতিতে আমরা পরিবারের সঙ্গে থাকার একটা অখণ্ড অবসর পাচ্ছি। হারিয়ে যাওয়া অনেক মুহূর্তেরা ফিরে আসছে। সকালে কোকিলের ডাক, বিকেলের জানলায় সূর্যাস্তের কমলা রঙ আমাদের প্রকৃতির ভাষাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। পাড়া দিয়ে কত মানুষ নানাবিধ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যের পসরা সাজিয়ে হেঁকে চলেছে নিজেদের ও আমাদের পেট চালানোর জন্য। তাদের ভিতরে সাইকেলের হর্ন বাজাতে বাজাতে দুধওয়ালার, 'দুধ চাই, দই চাই' বলে হেঁকে যাওয়া সেই 'ডাকঘর'-এর দইওয়ালার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। আসলে আমাদের সকলের ভিতরেই এখন একটা করে একলা গৃহবন্দি 'অমল' জেগে রয়েছে, অপেক্ষায় রয়েছে রাজার চিঠির। তবে, এই রাজার চিঠি 'ডাকঘর' নাটকের 'রাজার চিঠি'-র সমার্থক নয়। কোরোনা আক্রান্ত পৃথিবীর বুকে কে সেই 'রাজা'? 'রাজা' আসলে সেই সুসময় আর 'চিঠি' সেই রোগমুক্ত নির্মল সময়ের বার্তা বয়ে আনবে — যেদিন আমরা আবার ঘরের বাইরে পা রেখে মুক্ত জীবনে ফিরতে পারব। আমরা সকলেই সেই সুসময়ের অপেক্ষায়...

১৯.০৫.২০২০

মৃত অমৃত

শান্তা রাজগুরু

কতদিন পরে যেন জেগে উঠে লীলা দেখল সে এক আলোর সাগরে ভাসমান। উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায়, কিছুই দেখা যায় না। সে প্রশ্ন করে ''আমি কোথায়?'' এক অপূর্ব, মন্দ্র মধুর কণ্ঠে উত্তর আসে ''বৎস, তুমি মৃত''। লীলা আশ্চর্য হয় সে তো সবই দেখতে পাচ্ছে, ভাবতেও পারছে তবে নিশ্চয় বেঁচে আছে। পরক্ষণেই তার মনে পরল সে 'কোভিড নাইনটিন'এ আক্রান্ত হয়েছিল এবং হাসপাতালে ভর্তি ছিল। কিন্তু লীলার তো ছুটি হয়ে যাওয়ার কথা ছিল তবে কি চির ছুটি হয় গেল? লীলা আবার প্রশ্ন করে ''আমার স্বামী আর ছেলে, ওদের কি হবে?'' লীলা শোনে ''ভালোই থাকবে তারা, সময় সব দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। প্রত্যেক মানুষের জীবৎ কাল সুনির্দিষ্ট, জড়জগতের বিধান ইহাই''। তীব্র আলো লীলা কিছুই স্পষ্ট করে দেখতে পায়না তবু সে জিজ্ঞাসা করে ''আপনি কি ঈশ্বর?'' অপূর্ব কোমল কণ্ঠে শোনে ''বৎস, তুমিও। তুমি তো আমারি সন্তান''। লীলা ভাবে, এই কি তবে পরোলোক? সে আপন মনে বলে ওঠে আমি কি সুপ্রিয় আর নীলকে কখনো দেখতে পাব না?

হঠাৎ লীলা দেখল সে তার ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িযে, উফ! তবে বোধহয় এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু ফ্ল্যাটটির দরজাটা হাট করে খোলা, কিন্তু সুপ্রিয় সব সময় দরজায় তালা লাগিয়ে রাখে। এটা ওর একটা অবসেশন। তবে আজ কি হলো? বসার ঘরটা অন্ধকার। সিঁড়ির আলোতে দেখা গেল সোফার ওপর সুপ্রিয় দুহাতে মাথা টিপে ধরে বসে আছে। লীলা বলল, ''আমি এসে গেছি''। সুপ্রিয় তাকাল না। সেকি শুনতে পেল না? এবার লীলা সুপ্রিয়র পাশে এসে বসে বলল ''কিগো শুনছো? তোমার কি হয়েছে?'' সুপ্রিয়র কোন সাড়া নেই, ওকে ধরে ঝাঁকালো, ''দেখো এই তো আমি'' সুপ্রিয় কিছুই যেন শুনতে বা দেখতে পাচ্ছে না। যে সুপ্রিয় লীলাকে ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারত না সে আজ লীলাকে চিনতেও পারছেনা?

লীলার অস্তিত্বই বুঝতে পারছেনা? সুপ্রিয়র চোখ দুটি থেকে জল পরছে, সে কোনদিন সুপ্রিয় কে কাঁদতে দেখেনি। ঘরের চারপাশ খুব এলোমেলো। সে কি তবে বেঁচে নেই? লীলা হতভম্ব, তবে কি সে সত্যিই অশরীরী?

এই তো মাত্র তিন মাস আগে 'কোভিড নাইনটিন' এর প্রকোপের জন্য স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। তারপর থেকে তারা তো বাড়িতেই ছিল। বাড়ির কাজকর্ম দুজনে ভাগ করে নিয়েছিল। তিন বছর হল সুপ্রিয় রিটায়ার করেছে। লীলার ও আর পাঁচ মাস পরে রিটায়ার করার কথা ছিল। সুপ্রিয় বলেছিল ''তোমার তো ঘরে বসে রিটায়ারমেন্ট হয়ে যাবে। স্কুল এখন খুলবে না''। লীলা বলেছিল ''নানা কিছুদিন পরে ঠিক হয়ে যাবে, বাঙালিকে অত সহজে কাবু করা যাবে না। 'মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারি নিয়ে ঘর করি''। সুপ্রিয় বলেছিল ''পৃথিবীর একটা বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে''। লীলা তখন অত ভাবেনি। কিন্তু ছুটির মেয়াদ বাড়তেই থাকল। ইতিমধ্যে স্কুলে অনলাইন ক্লাস শুরু হয়ে গেল। এমনকি লীলা ছাত্রীদের নিয়ে অনলাইন রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব পালন করল। বাড়ি থেকে বেরোতে পারছিল না। ঘরে বসেই সকলের সাথে যোগাযোগ রাখছিল। বন্দিজীবন ভালোই কাটছিল। সকালবেলায় দুজনে চা খেতে খেতে গীতবিতান খুলে বসতো। সুপ্রিয় খোলা গলায় গান ধরতো, কখনো বা লীলা আবৃত্তি করতো। মাঝে মাঝে দাম্পত্য কলহ তারপর 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'। শুধু মনটা ভার হয়ে থাকতো মানুষজনের দুঃখ দুর্দশা দেখে, দিন দিন রোগাক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকল। কত নতুন নতুন শব্দ - লকডাউন, সোশ্যাল ডিসটেন্স, কোয়ারেন্টাইন, সানিটাইজেশন, ভার্চুয়াল ক্লাসরুম। সুপ্রিয় বলতো ''এটাই 'নিউ নর্মাল'''। তবে লীলা লক্ষ্য করেছিল যে ঘরথেকে মানুষের ভোগ সর্বস্বতা অনেক কমে গেছে, মানুষ অন্তর্মুখী হয়েছে, সৃষ্টিশীলতাও বেড়ে গেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বরচিত নাটক, কবিতা, গল্প, গানের ঝড় বয়ে চলেছে। আর একটা মজার কথা, পরশ্রীকাতর মানুষ এখন প্রতিবেশীর মঙ্গল কামনা করছে কারণ পরিবেশকে সুস্থ রাখতে হবে। প্রকৃতি ও যেন ধুলো ধোঁয়ার থেকে হাফ ছেড়ে বেঁচেছে। এ যেন 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো'। সুপ্রিয় যাই বলুক লীলা ভাবতো প্রকৃতিতে ভারসাম্য ফিরে এলেই এ রোগের প্রকোপ দূর হয়ে যাবে। ছেলে নীলাভ্র, বৌমা উর্মি নিয়ম করে ফোন করতো, সব সময় সাবধানে থাকার পরামর্শ দিত। গত বছরই নীলের বিয়ে হয় তারপর ও বউকে নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া চলে যায়। কথা ছিল এই বছরেই লীলারা ক্যালিফোর্নিয়া যাবে, কিন্তু সব ভেস্তে গেল। একে অতিমারি তারপর মরার ওপর খাঁড়ার ঘা। মে মাসে এল আম্ফান ঝড়।

সে ঝরে কত মানুষ যে গৃহহারা হলো, কত যে ক্ষয়ক্ষতি হলো সেজন্য লীলার মন সব সময় কাঁদত। মে মাসের শেষের দিকে লীলা হঠাৎ অসুস্থ হল, গলায় খুব ব্যথা আর প্রচণ্ড কাশি। হাসপাতালে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। হাসপাতালে পৌঁছেও লীলা বলছিল ''আমি বাড়ি যাব''। সুপ্রিয় তাকে আশ্বস্ত করেছিল ''সাতদিন পর বাড়ি নিয়ে যাব''। তারপর তার আর জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান এলে দেখলো তাকে একটা গাড়িতে তোলা হচ্ছে, তার দেহটা কালো প্যাকেটে মোড়ানো, একটা বড় মাঠে এনে ফেলল। এটাই কি ধাপার মাঠ? আগুন জ্বলছিল কিন্তু তার কোন অনুভব ছিল না। তারপর তার আর কিছু মনে নেই। ফোনটা বেজে উঠলো, সুপ্রিয় ধরল না। ফোন সুপ্রিয়র এত প্রিয় যে লীলা বলতো ওর ''প্রাণ ভোমরা''। সেই ফোন সুপ্রিয় বেডরুমে রেখে দিয়েছে। লীলার খুব মায়া হচ্ছিল সুপ্রিয়র জন্য। এমন সময় সামনের ফ্ল্যাটের মাসিমা মেসোমশাই দরজায় দাড়িয়ে বললেন ''সুপ্রিয়, অনেক রাত হয়েছে দরজাটা বন্ধ করে শুয়ে পড়ো, কি আর করবে বল? আমরা তো ভাবতেই পারিনি লীলার মতো এত হাসি খুশি সাহসী মেয়ের এরকম হবে। মাসিমা বললেন ''তোমার উপর দিয়ে কদিন যা ঝড় গেছে একটু বিশ্রাম নাও''। সুপ্রিয় কাঁদো কাঁদো গলায় বলে ''মাসিমা আমি ওকে ফিরিয়ে আনতে পারলাম না''। তারা দুজন সান্ত্বনা দিয়ে তারপর চলে গেলেন। সত্যিই এমন একটা পরিস্থিতি যে কেউ পাশে বসে একটু সান্ত্বনা দেবে তারও কোনো উপায় নেই। সুপ্রিয় সোফার ওপর একটু এলিয়ে পরল।

লীলা হঠাৎ দেখে সে নীলের বসার ঘরে পৌঁছে গেছে, কি আশ্চর্য, এই কি তবে ক্যালিফোর্নিয়া? এই ঘরেরি তো ছবি সে দেখেছে। নীল ঠিক তার বাবার মত সোফার ওপর মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিল, পাশে ওর স্ত্রী উর্মি। লীলা ওদের পাশে গিয়ে বসলো। ওরা কেউ কিছু বুঝতে পারল না। শুধু নীল কেঁদে উঠলো, উর্মি ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছে ''কেঁদো না প্লিজ'' নীল বলল ''যে গানের সূত্রে তোমার সাথে আমার আলাপ, মা জোর না করলে আমার গান শেখাই হতো না''। লীলার মনে হতো গান শেখানোর জন্য নীল বোধহয় তার ওপর অসন্তুষ্ট। কারণ কয়েক বছর আগে সে নীলের একটা ছোটবেলার ডাইরিতে দেখেছিল নীল লিখেছে ''আমার মা আমাকে জোর করে গান শেখায়, আমি একদম শিখতে চাই না, দিদিমণি আমায় শুধু বকেন। আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাব''। দেখে লীলার খুব কষ্ট হয়েছিল। এখন বুক থেকে যেন একটা ভার নেমে গেল। লীলা দেখল এক কাপ কফি নিয়ে উর্মি নীলকে দিল

আর বলল ''খেয়ে নাও প্লিজ, আর একটা কথা শোনো আমি দাদার সাথে কথা বলেছি মায়ের কাজটা আমরা অনলাইন করতে পারব, দাদা ইন্ডিয়াতে পুরোহিতকে জুমে কানেক্ট করে দেবে এখানে মন্ত্র শুনে সেইমতো কাজ করব''। লীলা অতি আশ্চর্য হয়, সে ছোটবেলায় রেডিও শুনে বড় হয়েছে আর দেখেছে বড় বড় গ্রামোফোন রেকর্ড। সে যখন কলেজে পরে তখন বাড়িতে টিভি এল, তারপর মোবাইল ফোন তো চাকরি জীবনে পেল, আর স্মার্ট ফোন সবে দশ এগারো বছর আগে পেয়েছে। সেই তার কিনা অনলাইন শ্রাদ্ধ! ভাবা যায়? সুপ্রিয় তবে ঠিকই বলেছিল ''এখন থেকে সবই অনলাইন ট্রানস্যাকশন হবে, পড়াশোনাও অনলাইন হবে আর রোবট কাজ করবে মানুষের জায়গায়''। নীল খুব বিরক্ত হয় ''আমাকে এখন এসব কথা বলো না উর্মি''। বড় ভেঙ্গে পড়েছে নীল।

আবার মনের মধ্যে থেকে সেই অপূর্ব কণ্ঠ লীলা শুনতে পায় ''আমাকে অনুসরণ করো বৎস, আমাকে অনুসরণ করো''। লীলা দেখে সে আবার সেই আলোর সাগরে পৌঁছে গেছে। এখন আর চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে না। এ যেন এক অপূর্ব আলোর দেশ, পথ চলে গেছে বহুদূর রামধনু রংয়ের কত ফুল লতা পাতা আর সামনে চলেছেন তিনি, সেই পরম পিতা। তাঁকে পার্থিব কোন শব্দ দিয়েই বোঝানো যায় না। সে যেন এক অপূর্ব অনুভূতি, যেন গানের সুর, কত ফুলের সুগন্ধ, মধুর এই অনুভূতি। মনে হয় আজ বুঝেছে ''মধুরাধিপতি রখিলং মধুরং''। বড় ভালো লাগে এই পথ চলা। সে জিজ্ঞাস করে '' এভাবেই কি পথ চলতে যাবে?'' তিনি বলেন ''কিছুক্ষণ পরেই তোমার আবার জন্ম হবে''। লীলা ভাবে তবে পরজন্ম সত্যিই আছে? আবার সে দেখতে পাবে সুপ্রিয় আর নীল কে! তিনি বলেন ''তুমি জন্মাবে অন্য কোন বিশ্বে বা অন্য কোন কালে''। লীলা চিন্তা করে অন্য কাল অর্থাৎ অতীত বা ভবিষ্যৎ! তিনি বলেন ''হয়তো মোঘল যুগের কোন সেনাপতি''। লীলার হাসি পায়, সে তো একটা পিঁপড়ে মারতেও দ্বিধাবোধ করে, সে হবে সেনাপতি? লীলা প্রশ্ন করে ''তারপর? কতবার আমি জন্মাবো?'' তিনি বলেন ''প্রতিটি জীবন এর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে তুমি পরিণত হবে তারপর তুমি আমার মত হয়ে যাবে''। লীলা ভাবে সময় তবে একমুখী নয়, আরো বিশ্ব আছে? মনে হয় যদি এই ভাবেই পথ চলতে পারতো, আর এই যে ঈশ্বর যাঁকে সে ঠিক দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু অনুভব করতে পারছে, তিনি যেন এক বিশ্বপথিক, কতকাল ধরে তার সন্তানদের উত্তরণ ঘটাচ্ছেন। লীলা বাড়িতে সিংহাসনে রেখে যে মূর্তি পূজা করত ইনি তো সে রকম নন। সেই মূর্তির মাঝে এঁকেই তো সে পূজা করে এসেছে।

‘এতদিনে জানলেম যে কাঁদন কাঁদলেম সে কাহার জন্য।

ধন্য এ জাগরন, ধন্য এ ক্রন্দন,

ধন্য রে ধন্য’।।

সে আবার জন্মাবে, আবার পৃথিবীর খেলা খেলবে, তারপর সব মায়ার বাঁধন কাটিয়ে এখানে আবার ফিরে ফিরে

আসবে আর তাঁকে অনুসরণ করবে। এ এক অনাদি অনন্ত অমৃত যাত্রা।

২২.০৬.২০২০

লকডাউনের ডায়েরি

সুমন্ত মুখোপাধ্যায়

বন্ধঘর

আজ কলেজ বন্ধ হয়ে গেল। একটা আন্দাজ করতে পারছিলাম। এরকম আজব পরিস্থিতি দেখিনি কখনো। চারদিকে আজব সব চিহ্ন দেখা দিচ্ছে। আনইউসুয়াল ইমোশনাল স্ট্রাকচার উঁকি মারছে। বোঝা যাচ্ছে না ভালো। সম্পর্ক গুলোর ভেতর থেকে, এখানে ওখানে, বেড়িয়ে আসছে নানারকমের পোকামাকড়। অচেনা কীট-পতঙ্গ। পুকুরের জলে একের পর এক ইঁটের টুকরোর মত হোয়াটস্অ্যাপে মেসেজ পড়ছে। ওইটুকুই যা ঢেউ। বাকি সব থম্থমে। কাল একটা ভিডিওতে দেখলাম একজন ঘর বন্দী মানুষ প্রায় ২৫ বছর পর, নামিয়েছে তার মোহনবীণা। বাজাচ্ছে। রাস্তা ঠিক একটা খুঁজে নেবেই মানুষ।

শুনলাম মুর্শিদাবাদে ববি-দিদির বাবা মারা গেছেন। আর, ও বেচারা বাড়ি যেতে পারছে না। বসে আছে। কাঁদছে, ঘরের কাজ করছে। ঠিক একই রকম আটকে রয়েছে আমাদের বাড়িতে কাজের দিদি। দেশে যাওয়ার কথা ছিল। এখন কদিন আটকালো কে জানে।

আজকের সবচেয়ে স্ট্রাইকিং খবর হলো — ভবঘুরেদের জন্য সরকার নাইট সেন্টারের ব্যবস্থা করেছে! এই ব্যবস্থাটা কী জানা দরকার। এবং ভবঘুরে মানুষটি সারাদিন তবে কী করবে? পুলিশ অথবা সরকারি আমলা এঁরা জানবেন। খোঁজ নিতে হবে ব্যাপারটার। 'লকডাউন' শব্দটা ঘুরছে হাওয়ায়। তার উল্টো দিকের শব্দ হল 'ভবঘুরে'। সত্যি কী অপূর্ব একটা শব্দ! আগে করুণ মনে হতো। এখন রঙিন হয়ে উঠলো। নজরই করিনি কোনোদিন। 'ভবঘুরে'। আশ্চর্য শব্দ!

বাজার

বাজার ফাঁকা ছিল সকালে। সকাল ঠিক নয়, ১১টা ৩০ মি, দুপুরই বলা চলে। মাছ-দেবু আর আজহার ফোন করেছিল দুজনেই। বলছে ঃ মাছ নেবেন? হেবি সস্তা। বুঝলাম বিক্রি বাটা নেই তেমন। গিয়ে দেখি বিরাট কেস। ডাঁই করে মাছ পড়ে আছে, বেলা বারোটা বাজতে চললো, বরফ দেবে — বরফ নেই। রাস্তায় বেদম ঠ্যাঙাচ্ছে। যে বরফ কিনতে যাবে সে বেড়োতে পারেনি। বাজারে সাপ্লাই ও

নেই। এরা সব ভোর রাতে পাতিপুকুর, মালঞ্চ থেকে মাছ এনেছে। সেখানেও নাকি বিরাট কম্পিটিশন। অটো, ট্যাক্সি, রাস্তার হোটেল, নানা ধরণের লোক নেমে পড়েছে মাছ-সব্জির কারবারে। সব্জিওলা ভ্যান নিয়ে বসে আছে। একটুও মাল নড়েনি। অথচ গতকাল, সোমবার বাজারে হুড়োহুড়ি লেগে গেছিলো। সেই আন্দাজেই আজ সব টেনে এনেছে। এখন হাতে লম্ফ। সকালে তাই চিকেনওলাও ফোন করেছিল। সেদিন যখন মাংস কিনছিলাম, সাইকেল থেকে একটা লোক জিগ্যেস করলো — 'কত'? — '১৫০ কাটা, গোটা ১০০'! শুনে লোকটা বললো, 'ভাইরাস মুরগির এত দাম'! বলেই চলে গেল। রাজেন ক্ষেপে ব্যোম্! বলছে, 'দাঁড়ান না, দুদিন বাদে খাবার জুটবে না, ওই ভাইরাসই তিনশো টাকা করে গোটা ভেজে খেতে হবে'। কথাটা সত্যিই। গত কালই দেখলুম আসানসোলে বা ওইরকম কোথাও 'করোনা চপ' বলে একরকম ফুলুরি চালু হয়েছে! গোল গায়ে ছোট ছোট শিং! খেয়ে দেখলে হয়।

কাল হোয়াট্সঅ্যাপে মানস একটা গান পাঠিয়েছে। নতুন ফোক সং। 'হরি বল রসনা। দেশে আইলো করোনা'। গান বটে একখান।

ঝড়

কাল ঝড় এসেছিলো। আজ-ই বলা চলে। ভোর তখন ৪.১৫। বাজ পড়ছিলো। এমন মুহূর্মুহূ, যে মনে হচ্ছিল কেউ আগুনের গোলা ছুঁড়ছে অনর্গল। আরো কত শব্দ, উড়ে যাওয়ার, পড়ে যাওয়ার, ছিঁড়ে যাওয়ার হাজার তান্ডব। বাড়ির পেছনের প্যাসেজটায় যেন একটা পাগলা ষাঁড় ঢুকে পড়েছে। বারান্দায় ঝলক দিয়ে উঠলো, ঘরে কাঁপছে দেওয়াল, জানলা থরথর করছে। লম্বা ন'দশ তলা এই বিল্ডিংটা দুলছে কি একটু? অ্যাপোকালিপস! প্রলয় নাতো? ধ্বংস হচ্ছে কি সব? সব পুরাণে, ধর্মগ্রন্থেই তো ধ্বংসের কথা বলে। কেন বলে? ধ্বংসের স্মৃতিটা মানুষের মনে এলো কোত্থেকে? নাকি কল্পনা? ভোর রাতের এক অসময়ের ঝড়ে মনের ভেতরকার ঢাকনাটা উড়ে গেল। ঘুম আর জেগে থাকাটাকে একাকার করে কেবল প্রশ্ন করতেই লাগলো — এই শেষ? ঝড় তো কতই দেখেছি, এরকম ধ্বংসের আশঙ্কা সেই কার্শিয়াঙের ভূমিকম্পেও হয়নি। মাথার ওপর গোটা পাহাড়টাই যখন দুলছিল। সমস্ত প্রকৃতি গর্জন করছিল কানে তালা ধরিয়ে। ঘুম থেকে উঠে পড়লাম বলেই কি হলো এমন? রাত্রির কোন অতল থেকে একটা প্রহর উঠে এলো, আর আগুনের নিঃশ্বাসে হল্কা তুলে ডুবে গেল কোথায়! কখন আবার ঘুমিয়ে পড়লাম কে জানে! এখন সকাল বেলা ফট্ ফট্ করছে রোদ্দুর। একবার দেখে বোঝার জো নেই ভোররাতে কী মূর্তি ধরে হাজির হয়েছিল জগৎ!

দিদি বলছে, 'অ্যাঃ, এখন সব সাধু সেজে বসে আছে। প্রকৃতি শিব সেজেছে। যত্ত সব'।

LIFE DURING LOCKDOWN: LOOKING BACK

Sanjukta Roy

Life was rather hectic and the journey between dawn to dusk seemed to be passing in a blur between sending off my seven-year-old to school, glancing through the daily newspaper, grabbing breakfast and rushing off to college. At college too, classes punctuated by meetings of different committees, administrative work, departmental work were all so intertwined that sometimes I would have an eerie feeling that I do not really live the minutes and hours that occupy the five to six hours of time that I spend in college. Looking at my wrist watch at five thirty in the evening would most often draw an inaudible groan from within. The day was far from over. Reaching home would mean stopping over at the local market to pick up milk, grocery, next day's tiffin. A bath, some tea and then homework with my son. By the time all this was over. I would already be too tired to prepare for next day's classes or check assignments submitted, or work on a paper that I had promised to submit for publication. I was tired. Dead tired. I needed a break. Maybe I prayed for a break too often and too sincerely. And this time the gracious Almighty who mostly 'unhears' my ardent wishes and prayers with amazing dexterity, did 'hear' me. I got an unexpected break in the form of Lockdown (which would later come to be known as Lockdown 1.0, in a very Bollywood-ish manner) on and from 24th March, 2020. Little did I know that a Kafkaesque life lay ahead of me in the weeks and months to come.

Honestly, I was full of positivity at the beginning of the Lockdown. In a short span of time I had managed to procure essential groceries and medicines, bought as much/many bottles of sanitizers, Dettol, handwashes, immunity boosters and settled

down to my much coveted and unexpectedly granted leisure. I felt I would finally have all the time on earth to read all the books, magazines and journals that I had bought in the last few months but never had the time to read, watch all the movies that I had missed and yes, sleep without setting an alarm. I did set about doing all of this in earnest. I sat with my son to chat about his friends, his creative innocent mind weaving the fantastic with facts smoothly. After a long time, my mother, grandmother, and I did sit together with old photo albums, browsing through photographs that I had not seen in a long time. We did watch the classics of Bollywood and Tollywood together, late into the night, with no hurry to wake up early next morning. Not having a routine felt so liberating that I did not even mind the huge amount of work that I had to do at home in the absence of our maids.

But heaven is neither a destination nor the journey, soon the number of Covid cases were higher than could be taken casually, watching the plight of migrant workers, tourists stuck in faraway places, patients and their families stuck in places where they had gone for treatment gave rise to a painful anxiety in me that I did not know how to deal with. Soon I was waking up at ungodly hours, jolted awake by a terrible fear for my son, my octogenarian grandmother, my mother. At times I would feel that everything would come to an end, a horrific end, at other times I would convince myself that we would all sail through this crisis splendidly. But this constant vacillation between hope and despair was emotionally exhausting to the extreme. Moreover, I could not discuss my anxieties with anyone at home as my mother and grandmother were obviously more anxious than I was. I took refuge in the only place that has sheltered me since childhood – books. I read more voraciously than I had in a long time, with a desperation with which a sinking man holds on to a blade of grass. And yes, I did manage to retain my sanity and maintain the outward calmness that's characteristic of me.

By the second and third weeks of the lockdown, I was on the verge of physical exhaustion. With domestic helps nowhere in sight I sincerely realized how much I depend upon them and the work

they do so that I can keep to my own teaching-learning routine. Frankly, working people, especially those who spend long hours outside their homes, can scarcely do without their domestic helps. The first reporting of rise in domestic violence during the early days of the lockdown further bothered me about the plight of domestic help, all in the unorganized sector of the economy, with no job security, negligible access to help in case of being subjected to domestic violence. The rapid rise in violence against women and children during the Lockdown period will probably leave life-long psychological impact upon the minds of these victims. While we were constantly being asked to stay safe within the confines of our homes, for many, homes turned out to be far more dangerous than the outside space where the invisible virus lurked. Imagine being stuck within four walls with a person/persons with whom you are less than compatible and that too in an ambience of insecurity – economic and social. In a culture that looks upon wife-beating and using the cane on children as 'normal' and 'routine measures to discipline' the errant wife or disobedient child, the Lockdown has been and is a pure preview of Hell!

Amidst this chaos of thoughts, feelings and perceptions where nothing made sense anymore and the entire system seemed on the verge of collapse, watching the news or reading the newspaper became another source of pain. Bar graphs and pie charts, percentages and doubling rates, unknown terms and phrases, expert opinions and blatant violation of health advisories, viral posts and fake videos were, and still are, an assault upon the sanity of mind. Then came Amphan. (Sadly, in the course of writing this I have had to add two terms – Covid and Amphan to the Dictionary in MS Word, both these words shall trigger off painful memories and anxieties in times to come).

20 May, 2020 is a day that its survivors will not, rather cannot forget in a hurry. In all my life and my mother's life and my grandmother's life, we haven't experienced a cyclone of this magnitude. I realized the true meaning of the phrase “the howling of the winds”. I feel that urbanized civilizational culture has immunized us to many kinds of natural and man-made disasters.

We have, as communities, learned to turn a blind eye and a deaf ear to floods, forest fires, earthquakes, collapse of buildings, rapes, molestations, murders, political violence and so on, the most conscientious amongst us making our protests on social media. But Amphan blew away more than houses, roofs, trees and advertisement hoardings and broke down more than electricity and broadband lines. Kolkata witnessed a disaster of unprecedented magnitude and the two 24 Parganas a lot more. The torture of having to live without water and electricity, with kidney and cancer patients at home, or people with other critical illnesses was unbearable. Worse off were the villages in the coastal areas where no land was in sight, as far as the eyes could see. Fields with standing crops submerged in water, mud houses carried away, cattle and poultry dead, no drinking water, women carrying children in large vessels on their heads. Even three weeks after this calamity, the situation is far from good. NGOs and individuals are doing excellent work in providing relief to the people in these Amphan afflicted areas. That gives me hope even in the midst of the twin crisis that Covid-19 and Amphan have subjected us to.

Now as I write this, we are probably faced with another phase of lockdown to be ushered in by the rate at which the virus is spreading in the wake of Unlock 1.0. It seems to me that we are fighting something that we cannot really fight and keep away for ever, yet, the fight must go on. While economic compulsions have forced the Lockdown to be lifted, deaths due to direct infection of Corona virus and those caused by unemployment, lack of money to buy food, medicines and other essentials has put us in a double bind. Either we open up the economy and run the danger of widespread contamination or we continue with the Lockdown and allow a huge portion of our workforce to perish due to lack of work and money. For a country as densely populated as India, governmental aid is unlikely to benefit all or even majority of those who are in dire need of aid. Only in retrospect can all the answers to correct policy-making be discovered.

14.06.2020

ANNUS MIRABILIS, 2020: THROUGH A COMMON MAN'S EYE

Debanjana Basu

I am half-awake and I wait for the familiar sounds. There is none, for a long time. Then I hear my neighbour's dog barking which instantly brings me to my present.

The usual neighbourhood noises at this time are missing. I do not hear Bengali chatter between the caretaker and house helps. There is no hurried opening, of lift doors and iron gates. The neighbour repeatedly shouting at her five-year-old daughter that she will miss the school car pool if she does not rush, has also disappeared. There is just the dog's bark.

I hear the announcements from a police car and realise it is the first day of the 21-day lockdown.

I step out to the balcony. There is hardly anyone on the street. A tree on the pavement, chopped recently by the municipal corporation to save an electric wire above, is sprouting little green leaves. The quintessential *dhobi'*s kiosk is empty. I close my eyes and imagine traffic crawling and hawkers peddling their wares on the street.

It has been three days since I stepped out of home. As Europe and America fell, and quarantine centres opened up not very far from my workplace, we were still going out. But by this time, we had begun to wash hands in a particular way rhyming kindergarten verses in sync with the clock movements also, hand sanitizers have become the new gold and face masks the new accessory.

Every evening, or almost every evening, we went to a market nearby. The old fashioned 8B market is one of those markets that are hallmarks of my city; it's every inch occupied by hawkers selling everything from fruits to pencils to fried chicken with

scarce thought for new norms of social distancing and public hygiene. There are stray dogs roaming around the butcher's shop, a confectionary store playing songs one is familiar with, a drug store with bright neon lights, and a departmental store where you can buy things at hefty discounts only after an hour long struggle. These are the places where you see the familiar faces of people who make you feel like you are part of a community. There is the young, plump Marwari guy at his grocery store taking calls on his I-phone in between weighing rice and sugar, the old, bald man who was a convict and now runs the barber shop, the sales-girl with Kohl-rimmed eyes who sweet talks you into buying some fancy lotions.

We would buy our fish fingers along with tea and sit on one of the rickety benches by the kiosk. I often think about what this market means to me. Sitting right there, watching people go about their lives, it always felt to me that I was part of life in continuum a gateway to our lives which subtly suggested making plans for the future, along with dealing with the exigencies of the present.

The other way of looking at it is through the lens of retro Hindi movies, wherein a doctor always appears outside an operation theatre and declares that: "He" will be alright. There are happy gasps all around.

Who is "He"? "He" is you, and I, and everyone else around us.

Soon we hear the news, a person in the neighbourhood has tested positive. There is muted tension in the air. Most people are in masks, and many of them are buying hand sanitisers in bulk from chemists who soon exhaust their supplies. The handyman at the chicken shop is having an animated discussion, trying to convince his customers that the WhatsApp forwarded messages connecting the virus and consumption of chicken is false. As I buy the last packet of noodles from the stationery shop, I realise people are now keeping distance from each other. Two teenagers, instead of shaking hands bring together their right foot, as we saw people doing in videos that appeared funny till only a few hours earlier.

Inside me, there is a churning feeling that the Golden Age of "We will be alright" will be over soon. I am reminded of lines from Gabriel Garcia Marquez's *Love in the Time of Cholera* where he talks about the "disdainful knowledge of how most loyalties and

lovers shatter in the panic produced by epidemic disease."

That evening, the Prime Minister, in his usual dapper self appears on television. On March 24, he says, we must observe complete voluntary curfew. We get a sense of the coming "involuntary" times ahead.

The doctor will appear, but we are no longer sure about what message he will bring.

The modern man tends to spend all his life looking for a pleasant place. They ran away to the hills (or dreamt of it) as the pollution dawned upon them. In the hills, when boredom hit them, they came to the city. Some among us escaped to the West; some from the West to us like the Beatles took refuge in our ashrams.

But, now, where does one go? In our collective suffering and neurosis, we have become one. There is no pleasant place left anymore. I notice that we were in March, officially the spring season, when we were forced to stay inside. Some of us were not even looking for a king-size portion of happiness but the lowest common denominator.

I imagined a certain permanency of things, like buying fresh fish every alternate day from the market and having a *paan* at my friendly neighbourhood kiosk. Suddenly, things are temporary. Stepping outside is an act of crime. This is a time to take solace in the long list of movies stored in our hard drive and cash secretly stashed away under old clothes.

We rummage the internet for more information about the novel virus. The virus sticks to clothes and can survive on steel, glass and cardboard. The virus is airborne. We have many questions, but no certainty about answers. My neighbours are cleaning their house with disinfectants, while my mother checks my temperature twice a day.

We store essential items. But as the stocks begin to dwindle, we wonder if we have stored enough. The neighbourhood grocer has finished his stock of several items you think you should have more of. Things are fast flying off shelves. There are no instant noodles or biscuits and there is no liquid soap. The home delivery systems have collapsed. Big Basket has vanished and Zomato has zoomed out.

We are going through the predicament of spending time with oneself. But then you have technology as a saviour, you make video calls to friends. You share jokes and memes on the virus. You treat Netflix as the magic button. You come out and beat steel plates, more to feel a sense of community than for boosting the morale of health workers. But in the end, at some point, you have to look inwards. And inside, for many of us, there is a bereavement for what exactly, that we will take time to figure out.

Suddenly, there is all the time in the world. But it only forces us to look at the uncertain times ahead. We toss and turn at night, consoling ourselves that the mortality rate of the virus is low, that only the weak and old are most affected by it and the coming months of summer will render the virus ineffective.

We crave for normalcy to return. But, because the aggregate of all the articles that we are sharing with each other points at the same thing, we say the same thing to each other: the world will not be the same again.

In the evening, terraces are full of people, walking from one end to another. After five days, I am now listening to varieties of music streaming in from all over my apartment. People are trying to create a virtual Woodstock or Sunburn. Some are watching the *Ramayana* and in between discussing the nostalgia, silently praying to the reel gods.

The lockdown has now entered its second week. Many I know have stopped following updates about the virus. Some of my friends are saying that we are panicking more than required and that it is just a virus with good public relations, like the Xinhua, the official press agency of China.

I am on the terrace now, finishing today's 1000 steps (as indicated in the fitness tracker). The tree on the pavement has sprouted several clusters of green leaves now. I am hoping that the morning chatter returns, and the neighbour's kid goes to school on time. I hope I can go out for a snack without washing my hands. I hope I can hear the blaring traffic soon.

04.04.2020

NO GOOD THING EVER DIES

Pratyusha Chakraborty

They say there is light at the end of every tunnel. Hope. 'Hope is a good thing, probably the best of things', undeniably so. But there is a loophole in that narrative. Many of us fail to distinguish the fine line between hope and expectation. With expectation comes disappointment, which in turn causes a sort of hopelessness which we so desperately want to eradicate. There has to be a light at the end of this dark tunnel too. But it might not be the one we are expecting. The key is to walk along together, not quite 'hand in hand', and if the need arises, to light one's own fire to light the way.

My art journal is one such torch that I carried along with me as I walked through this prolonged lockdown. For someone who prefers solitude over anything else, the very idea of quarantine was quite intriguing at first, I must admit. But things don't always turn out to be as we expect them. An unprecedented change in my lifestyle and the uncertainty of getting back the life I knew to be 'normal'; this has to be the worst of all the struggles I had been encountering in the last few months. We live in a society where, more often than not, issues relating to mental health are either stigmatized or worse, neglected on a regular basis in most households. In such a scenario, coming to terms with one's anxiety, depression, trauma and other such 'demons' by talking about these things or even by expressing one's true emotions without having to worry about being judged, becomes very difficult at times. And if anything, the lockdown has only amplified that struggle, even more so for those who are indefinitely stuck with their conservative, judgemental families. As for me, I am fortunate enough to have been blessed with the ability to create and find my respite in art. I have my seven stars to thank for giving me the power to express my emotions, my dreams and desires and even channelize my frustration through art. The art journal that I have been keeping since the beginning of 2020 has become my most favourite companion as well as my little escape from reality. The contents of the journal mainly include stanzas from poems that I will never stop admiring, excerpts from the books and essays that had a huge impact on me and some

random poems I had impulsively written, being moved by some occurrence that I can no longer remember and lyrics from some timeless songs, carefully calligraphed on the cautiously crafted off-white pages, accompanied by paintings of flowers and incomprehensible scribbles and unrecognisable shapes. My newest obsession, however, is to stick random discarded papers in my journal pages, almost turning it into a junk journal; newspaper cut-outs, bus/train tickets, discount coupons from a cafe I will definitely not visit again, remains of my brother's stencil artwork, souvenirs my friends brought for me from their last trip, even unrelated comic strips published in an otherwise useless editorial and what not! In short, my little journal made my anxious self forget about everything else and indulge in what I do best and what makes me happy.

I always believe that art doesn't have to have any other purpose but to be. But an artist always has a purpose behind their every creation. Always. Be it to escape reality and seek respite through the act of creating or to disturb the comfortable and comfort the disturbed. One might take a look at my journal, hoping to find a deeper meaning in every page but one must know better than to expect anything of that sort, for the only purpose those pages serve is to keep me alive and sane through these trying times and beyond. And they do it quite well. Although the stories that inspired the contents of those pages are mine, and mine alone, I do not possess any right over someone's will to interpret them as they please. Because if there is any greater achievement than scoring a first class (according to You-Know-Who), then it must be when my art inspires even a single soul to create.

10.05.2020



FIXATION OF THE CORONA

Suchandra Chowdhury

A picture says a million words. I came across this picture on social media where two men, one labelled as human and the other labelled as God are shaking hands, each addressing the other as "My Creator".

Undoubtedly, man is the hand-picked creation of nature, at least he wears such a stet corona on his head. With a well-developed brain, an upright posture along with the ability of pronation and supination, they are considered to be the most intelligent species on earth. We have the power to create and to construct. The human civilizations are very ancient and we have evolved much since then. Whether this evolution is progressive or retrogressive is for time to decide.

I was born in the late seventies and we are a generation who saw the progress from radio to television, from record player to CD, from telephone to mobile phones, from ceiling fans to air-conditioners to name only a few. We have also seen the division of families from joint to nuclear ones, effect of globalization in our life-styles, especially on food and clothing and how our weekend or fortnightly visit to a relatives' place got modified to a visit to a shopping mall for a movie, to be followed by dinner. In this context, special reference must also be made to the fact that we lost faith in the Creator, lost our roots and became a class of self-centred nincompoops working tirelessly and surviving on junk food and other adulterated drinks.

Our life-styles have changed to such an extent that we have ended up being sessile beings having mostly sedentary lives.

Unfortunately, we cannot provide a playground to our children as well. With the progress in science, while we could dispose of a series of parasitic diseases, avoiding the much-feared epidemics that swept away thousands till the early twentieth century, we have also invited many disorders. In spite of such contemporary life styles, the word cancer has become a household name nowadays. Immense knowledge in almost all aspects of biology could not help us much in maintaining our homeostasis. High blood sugar, high blood pressure, thyroid problems, poly-cystic ovarian disease are some of the daily terms we use to explain our health status to others. The evolution of these life-style associated disorders is such that even the younger generation is not spared.

Lastly, in our quest to prove our superiority, we invaded almost every strata of the biosphere. We have invaded the oceans, sky, forest, underground and any possible fragment of the biome we can think of. To serve our mission, we have destroyed or damaged the habitats of millions of plants and animals. To feed our mouths, we have unreasonably used almost every animal as food on our platter. Photographs of how cows are forced to breed for milk and beef, how calves desperately seeking their mothers' milk are kept at bay so that we can consume the milk, half Slaughtered chicken in poultry farms (gratitude to the machine which slits their throat), cartoons of pigs praying for a less horrific death fails to inculcate any emotion in us. Having a steak with wine is status symbol while having cooked chicken with rice is a symbol of being well-fed with a protein-rich diet. The prey-predator relationship has always existed but what we humans lost over time is compassion. While a populace amongst us work endlessly for the cause of these animals, some feel guilty at the dining table chewing chicken and being unable to do anything, and the third category chooses to ignore.

With respect to our environment, we have used much of the fossil fuel, we have polluted water and air, we have destroyed soil layer of earth, and the list is endless. We are silent witnesses and contributors of global warming, the reflection of which is seen in

the form of soaring temperature almost round the year. The amount of suspended particulate matter is so high in some metropolitan cities that it becomes impossible to breathe. We give the credit of this breathlessness to people who are atopic but we are the producers of allergens. To cut the long story short, our journey of becoming superior has been fuelled by many valuable resources and lives which Mother Earth found hard to bear. Additionally, with the expansion of science, our life spans have increased and with reduced mortality, the number of humans on earth is much more than can be supported with ease. We are proving to be adverse for the sustainability of Mother Nature.

Nevertheless, we managed everything and were happy in our own niches. Amidst such a settlement, one fine morning, I was sneezing (being allergic probably to dust pollutants) and watching the headlines of a news channel. The news of this pneumonia from unknown pathogen was being reported from China. Within months, this pathogen alias the novel Corona virus wreaked havoc in our lives across the globe. This outbreak, designated as the coronavirus disease (COVID-19), was declared a public health emergency of international concern on 30 January, 2020 by the World Health Organization. It was probably easier for this RNA-virus to take over humans who are already immune-compromised due to processed food, hard drinks, lack of exercise, stress in all fronts of life, and last but not the least, exposure to polluted environment.

Since mid-March 2020, we are more or less restricted to our homes due to this dreaded virus. I am not discussing the global impact of COVID-19 on human lives and the economy. Whether this virus is a natural one or a lab-bred variety meant to be used as a bio-weapon is again beyond the scope of this discussion. What I found intriguing during this lockdown period, to fight back COVID-19, is that, we have several realizations. We can do the household chores with confidence, be with our respective families happily, play with our children, take classes online, need not move out of the house all the time and also watch the sunset which I have

not seen in Kolkata for decades. Above all we can reconnect with all the not-so-important and long-lost perspectives of life like gardening, feeding stray animals, looking at older photo albums, talking to a neighbour (from the balcony, of course) and so on. Many sectors are working from home, which emphasizes that to reduce the carbon footprints, at least a day in a week can be allotted for working from home. It is also wonderful to realize how we can survive well without beauty-parlours, packaged and processed food and the regular habit of visiting shopping malls and other amusement sectors. At the end, the statement "health is wealth" still holds utmost importance.

As we are locked in, with fewer vehicles on roads and reduction in industrial effluents, nature seems to be basking in her original glory. Dancing peacocks on the streets of some cities, view of riverine dolphins and the sight of innumerable birds in many areas are indicative of the fact that none other than us stole their cheerfulness. The ozone layer is replenishing, the sky is blue and the view of a star-laden night sky is the gift of this period. This questions our credibility in being the supreme creatures of all. I must also admit that I did not sneeze even once during the past one month, probably due to reduced pollution.

COVID-19 has given us time for immense thinking, thereby, providing the scope of connecting things. For the first time in my life, I have seen people thinking in terms of "we". It is needless to say that till COVID-19 hit hard on us, we were divided by religion, caste, creed, nationality, politics and many other abstract reasons. COVID-19 has united us under the banner of human beings. I see compassion everywhere. We are compassionate to the strays, the poor and even to the domestic helps who made us survive by doing the household chores without any acknowledgement.

The novel Corona virus has indeed forcefully made time available to us for deep introspection. As we are sitting much like the caged animals in the zoo, we must delve into our inner selves and learn to see beyond ourselves. Even in my last ride in the metro I saw

almost everyone engrossed in the cell phones, completely aloof from their surroundings. Such inertness and insensitivity of humans is probably why nature has selected novel Corona virus over us.

The death of millions across the world should not go futile. Improvement of at least a percent in each of us can reform society. Our continuous endeavour to recover ourselves with respect to physical, mental and societal health can only rescue our species and others in future. The nightmare of COVID-19 will subside in sometime. What it will leave behind is a cluster of knowledgeable human beings, who must know how to redesign their lives as well as that which is around them for the sustainable survival of all. We must not forget that only when every plant, animal and Mother Nature around us is happy can we make ourselves contented. We must also acknowledge that trees with stronger roots can spread their branches as far as they wish to. COVID-19 has come to awaken us to a better future, to make us alert and cautious about our action and existence, which can only be achieved through our synergistic efforts of doing the best for all. Hope we wake up to a new dawn, devoid of COVID-19, with awakened conscience very soon. It is time we reinstate the much sought-after superiority, re-fix the stet corona on our heads and prove our oneness with Mother Nature.

15.04.2020

IMAGES : SURVIVING AN EPIDEMIC

Abhijit Bhattacharyya

The smiling faces, full of life, full of health and joy! As I close the doors of my room for the night, I think about that young boy of seven who recently left us and was not allowed again to see the light of day. I walked covering my face tightly with a mask in an alien street of Kolkata where even the stray dogs were nowhere to be seen. 'Man, you do not know, when the long walk to solitude leads you to the steps of burning ghat' – grumbled the shop keeper as he went on supplying the articles of survival and subsistence under the slashing blades of the sun, where we battled for our demands and daily gruel.

Covid-19, a new global pandemic has its doomsday survivors. The alleyways to quarantines and beyond them, the quarantined interrelations between the patient (rather the survivor) and his hysterically panicky by-lane residents are all images; images where the dead are obscure and Corona the Virus spins enormous cobwebs of uncertainty, which has faded the parallel lines of trust, help and zeal.

But after every fading sun people light the lamps of hope for the next morn. The dedicated people, from the health to the security, have all been striving to keep the disaster at bay, even after scores of throbbing hearts have been wiped out.

The light is coming after the darkest hour. It is this very blissful light of life, which will ensure the smile on the face of tomorrow, on the face of the newborn.

"Let that truth of life be Eternal
Tearing all cobwebs of despair
When luck runs out, humanity survives
Saying, I am always there to care."

19.04.2020

दस्तावेज लॉकडाउन

रंजना शर्मा

आज 11.04.2020 है। आज लॉकडाउन का उन्नीसवां दिन है। देश एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, यहाँ देश कहना भूल होगी, पूरा विश्व इस समय एक भयानक परिस्थिति से गुजर रहा है। करोना के आतंक और लगातार बढ़ते मृत्युदर ने लोगों के बीच भय और आतंक का माहौल पैदा कर दिया है। यह महामारी की तरह लगातार हमारे बीच फैलता जा रहा है। और अभी तक जबकि देश भर में, 23.03.2020 से लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है, तब भी विभिन्न जगहों में लोगों का एकजुट होना रोका नहीं जा पा रहा है और न ही लोगों को घरों से बाहर निकलने पर ही रोका जा पा रहा है। यह सही है, कि आवश्यकता की वस्तुओं को लाने ले जाने की जैसी आवश्यकता होती है वैसी इसकी जरूरत भी है, पर लोग अभी तक इसकी संजीदगी को समझ नहीं पा रहे हैं और सड़कों पर घूमते देखे जा रहे हैं।

किसी भी देश में जहाँ लोकतंत्र बहाल हो वहाँ 'लोक' अर्थात जनता की बहुत बड़ी भूमिका होती है वहीं सरकार की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वह अपनी जनता की सुरक्षा की व्यवस्था करे। ऐसी सरकार जो अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को निभा नहीं सकती उसे तत्काल कड़ी पहल करनी चाहिए। ओर यहाँ कुछ अलग सोचना चाहिए।

किसी भी देशकाल में आपातकालीन स्थितियाँ या विपत्तियाँ बोलकर नहीं आती और न ही पूर्व से उसकी जानकारियाँ रहती है तथापि देश के सामने आनेवाली अचानक स्थितियों और चुनौतियों के प्रति जितनी जिम्मेदारी जनता की होती है उससे कहीं अधिक जिम्मेदारी सरकार की होती है इसलिए सरकार को हर कदम देश, जनता, अवाम की चुनौतियाँ और आनेवाली आपदाओं के प्रति एक तैयारी बनाए रखना चाहिए।

करोना की खबरें Whatsapp के द्वारा फरवरी में भारत में फैलना शुरू हो चुका था, और जब पहली बार मेरे भाई ने जब मुझे एक वीडियो शेयर किया था तो उसमें बुहान शहर में लोगों की स्थिति दिखाई गयी थी। तारीख आज मुझे याद नहीं, पर वह वीडियो इतना डरावना और आतंक पैदा करनेवाला था कि मैंने पूरे वीडियो को नहीं देखा था। वे कम कदवाले गोरे इंसान थे। देखकर चाइनीज लग रहे थे। बाद में जानकारी मिली थी की वह चीन का बुहान शहर था। आज 11 अप्रैल, 2020 तारीख है, और देश में करोना से आक्रांत लोगों की संख्या 6 हजार से ऊपर चल रहा है। मरनेवाले संख्या 200 से ऊपर है।

सवाल यह उठता है ऐसा नहीं था की बुहान के बाद यह बीमारी सीधे भारत आ पहुँचा। सवाल यह है कि अगर यह बीमारी बुहान से निकलकर इटली, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका, मलेशिया, कोरिया से होता हुआ भारत आया तो भारत की सरकार ने अपने आस-पास के देशों में लगातार तेजी से फैलते हुए इस महामारी से सीख क्यों नहीं ली ? और इतने समय से अपनी आँखें मूँदकर सब कुछ घट जाने के लिए क्यों छोड़े रखा ? बार-बार गलतियों पर गलतियाँ करता हुआ आम आदमी की ज़िन्दगी पर दाँव क्यों लगाता रहा ?

शुरू से ही भारतीय जनता के भीतर अपनी आस्था, विश्वास, जड़ता और काहीलियत पर इतना यकीन था कि इन्हें लगा ही नहीं कि करोना जैसी कोई चीज भारतीय जनता का बालबाँका भी नहीं कर सकता है पर आज स्थिति वो नहीं है। अंधविश्वास और अंधभक्ति का मारा, यह देश अपनी जाँबाजी का जश्न मनाता, कभी तालियाँ पीटता हुआ इतना जोश में आ जाता है कि सड़कों पर हुजूम बनाकर निकल पड़ता है और जश्न मनाने लगता है तो कभी दिया जलाते जलाते मशाल लेकर पटाखें और आतिशबाजियाँ छोड़ता हुआ करोना उत्सव में मग्न हो जाता है। कितना दुखद है यह अन्धविश्वास और अंधआस्था। इक्कीसवीं शताब्दी के भीतर चल रहा भारतीय समाज आज भी आदिम का आदिम ही है।

करोना में जहाँ social distansing की बात सबसे पहले कही जा रही है और हमारे भारतीय भाई, बहन, माता, पिता, चाचा, ताऊ, दादा, दादी, मामा, मामी सभी सड़कों पर, छतों पर, मुंडेरों पर, एकजुट होकर, समर्पित भाव से भावात्मक संदेश करोना को देते हैं, 'जा, करोना, जा'। इससे हास्यास्यद और क्या हो सकता है ? इसके गीत,

भजन, आवृति, कॉमेडी क्या कुछ नहीं बनाया जा रहा है। और इसे बड़े हल्के – फुल्के ढंग से लिया जा रहा है कल तक ये सोचा जा रहा था। कि ये सिर्फ गोरों को होता है, भारत के लोगों को यह हो नहीं सकता, यहाँ का आबोहवा और जलवायु इसे पनपने नहीं देगा और इस जद में न सिर्फ आम जनता बल्कि सरकारी इलाकों में भी कई मनमानियाँ होते हुए देखा गया। सच, सोचकर दुःख और क्रोध दोनों आता है। क्या है हम भारतीयों की दशा ? नौकरी के सिलसिले में मजूरी या घूमने या ऑफिस के काम से गए अन्य राज्यों के न जाने कितने लोग बंद पड़े हैं ? कोई नहीं जानता इस महामारी के अंधकार से निकलकर कितने लोग सामान्य जीवन का सूरज देख पाएँगे ? एक अनदेखा डर, एक अनकहा भय चारों तरफ अपना कद विस्तार कर रहा है। मरनेवालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमारे पास अटकलों और सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं की सूचनायों के अतिरिक्त कुछ भी नही। सही समय के इंतजार के अलावा हर रोज की लड़ाई को जीतने की सफल चेष्टा ही हमें शायद उस पार ले जाये।

पुलिस, सफाई कर्मी, डॉक्टर और जरुरी सेवाएँ देनेवाली अनेक संस्थाएँ अभी तक लगातार अपना काम कर रही हैं। हम घरों में बैठकर उनकी सेवाएँ रोज ले रहे हैं, मेरे फ्लैट से हर दिन का कूड़ा–करकट लेने वाला एकदिन भी नागा किए बगैर रोज आता है। मुझे पूछता है, सब ठीक है तो दीदी, मेरा मन भर उठता है, मैं कहती हूँ आपना ध्यान रखिएगा और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ मेरे परिचितों–अपरिचितों में जो भी हैं जहाँ भी हैं सब की सुरक्षा करना परमात्मा, कोइ जाति नहीं, कोइ धर्म नहीं। मजहब, भाषा नहीं, यह लड़ाई इंसान की लड़ाई है इंसानियत से लड़ी जाए, अंतिम बार मैं 25.03.2020 को निकली थी जरुरी सामान लेने। उसके बाद हमारे तीसरे माले के फ्लैट में रहने वाले मिस्टर मित्र ही हमारी छोटी–मोटी जरुरतों की चीजें ला देते हैं। कितनी अजीब है दुनिया। आज तक हमारी कभी ठीक से बात भी नहीं हुई, पर वे जिस दायित्व से मेरी जरूरतों को पूरा कर देते हैं, इसे ईश्वर का इशारा और सहारा के अलावा क्या समझूँ।

डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर, बिना पी.पी.ई. किट के रोज अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और हम, जिन्हें दिन–भर कोई काम नहीं मिलता, so colled social media graduate हम लेग whatsapp university में पढ़कर रोज हिन्दू–मुस्लिम की बखिया उघेरते हैं। मीडिया वाले अपनी जिम्मेदारी और देश के तनाव

भरे वातावरण पर serious thought के बजाय अगली चुनाव के लिए रोटियाँ सकेंगे का काम शुरूकर रहें हैं। उन्हें शर्म नहीं आती, रोज लोगों को गलत और अफवाहमूलक खबरें परोसकर, चाटुकारिता करके अपनी जेबें भरते हैं। अपनी जन्नत सवारते हैं। लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से हाथ धो पोंछकर अंताक्षरी खेल रहे हैं। धन्य है भारत देश की सारी व्यवस्था में सारा तंत्र। फंड में करोड़ों रुपया जनता से लिया गया उसका सारा लेखा-जोखा होने का दावा है, पर उसके खर्च पर इतनी कोताही क्यों ? क्यों अभी तक जाँच के किट नहीं है ? क्यों डॉक्टर्स को किट्स नही मिल रहा ? क्यों अबतक भिन्न-भिन्न जगहों पर जमने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाइयाँ नहीं की जा रही है ? आतंकवाद, हमला, बलात्कार, दुर्घटना scam अशिक्षा, शोषण, भ्रष्टाचार, अलगवाद की ताकतें हमारे देश में पहले से क्या कम है जिसे इस महामारी के दौर में लोगों की नज़रों से ओझल समझा तो जा सकता है पर खत्म नहीं। फिर क्यों ऐसी स्थिति में हिन्दू-मुस्लिम के नाम पर मीडिया के तमाम साधन विष उगलने के लिए आतुर हुए जा रहे हैं ?

इस देश का इतिहास गवाह है कि हमारी घरती, इतने भीषण नरसंहार और क्षति देख चुकी है जितना की पूरे विश्व ने मिलकर न देख सका होगा। हमेशा से बारूद की ढेर पर बैठा यह भारतीय समाज में हम सभी नागरिकों की क्या यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम मामले की सजींदगी को समझे और अफवाह फैलाने से बचें।

22.05.2020



খসড়ার দিনকাল

সৃঞ্জনা ঘোষ

আসছে রবিবারে

কিছু কিছু ধারণা যেমন পুণ্যফসলা
কিছু শ্লোকে জমে থাকে জাদু
নিরাবরণ সত্য কিছু হাত ধরে দাঁড়
করিয়ে দেয় জন্মান্তরে
তেমনই ফেরার কথা উঠলে
মনে হয় আজ থাক
যাওয়া যাবে' খন
আসছে রবিবারে।

১৬/০৪/২০

বন্ধ দরজা খোলো মন্ত্র বলে।

বারবার চাবি হারায়
এখন তাই বন্ধ দরজা খোলো
মন্ত্রবলে।
স্নানের জলে চন্দন আঁকো
ফুলের সাজ তুলে রাখো
ভুলে যাওয়ার আগে।
গাছকে বলো
'থেমে থাক, দিনারাত্তির মেপে।'

নিয়ম করে জল দাও রোজ ওদের।

২০/০৫/২০

ফুলের আলো ঝরুক প্রেত অন্ধকারে

নির্জনকেশনাক্ত হ'তে দাও।
ঘড়ির কাঁটায় ফালাফালা হোক
ওর মস্ ফার্ন গুগলি যত।

..... ফুলের আলো ঝরুক প্রেত
অন্ধকারে।

১৮/০৬/২০

গাছের যত গল্পো সব ফুটুক গোলাপ হয়ে।

মুঠোর ভেতর ঘাস লুকোনো
টবে বেগমবাহার।

রেলিঙে রোদ চুঁইয়ে পড়ুক
গাছের যত গল্প সব ফুটুক গোলাপ
হয়ে।

চলো এবার ফাগুন এলে কোকিল
পোষা যাক।।

১৩/০৫/২০

৭০

লেডি করোনা

সমীরণ ঘোষ

''করোনায় মরো না।''

অনলাইনে গেম খেলতে খেলতে বন্ধুর উদ্দেশে ভেসে গেল বাঙালির নব সংযোজিত স্ল্যাং।

লকডাউনে জীবন করোনায় ভরা। ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, কলেরাময় জীবনে এ এক নতুন নায়ক। করোনার বাড়বাড়ন্তের হালহকিকত জানতে গিয়ে ভদ্র মহিলার সাথে পরিচয়। পশ্চিমি সংবাদ মাধ্যমের দেওয়া নাম 'লেডি করোনা'। শি ঝেংলি। উহানের ইন্সিটিউট অব ভাইরোলজির একনিষ্ঠ বিজ্ঞানী।

মশা, মাছি ঈঁদুর ছেড়ে শেষে বাদুড়! ভাইরাসে ভালোবাসা সেই কলেজ জীবন থেকেই। উহান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকে শুরু চিংড়ির ভাইরাসে গবেষণা। পি এইচ ডি ফ্রান্সের মন্ট পেলিয়র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জলজ প্রাণীর জীবনে ভাইরাসের প্রভাব নিয়ে। তবে বাদুড়ের ভাইরাসে গবেষণা নেহাত নিছকই। ২০০৪ সালে এক দল বিদেশি গবেষকের সঙ্গে বেড়াতে এসেছিলেন গুয়াংঝির রাজধানী ন্যানিং এ। দুধ সাদা মার্বেলের গুহায় প্রাকৃতিক ভাস্কর্য জলে ভিজে অপরূপ পরিবেশের সৃষ্টি করে। বিপদ সংকুল পাহাড়ে স্থানীয় গাইডের সহযোগিতায় প্রায় ত্রিশটা গুহা ঘুরে ডজন খানেক বাদুড়ের দেখা পেলেন। পোকা খাওয়া এই বাদুড়ের বিজ্ঞান সম্মত নাম 'রাইনোলোফাস সিনিকাস'। আবাস চিন, ভারত, নেপাল, ভিয়েতনাম। ১০-১২ গ্রাম ওজনের বাদুড়কূল লম্বায় মাত্র ৪৪.৮-৫১.৫ মিলিমিটার।

২০০২-২০০৩ সালে প্রথম সার্সের খবর জনসমক্ষে আসে। ভাম থেকে গুয়ানডং এর বন্য পশু ব্যবসায়ীরা আক্রান্ত হয়েছিল প্রথম। কিন্তু ভামের দল কোথা থেকে ভাইরাস পেল তা তখন অজানা। এর আগেও ১৯৯৪ এ অস্ট্রেলিয়ায় হেন্ড্রা

ভাইরাস ঘোড়া থেকে মানুষে সংক্রমণ করে। ১৯৯৮ সালে নিপা ভাইরাস মালয়েশিয়ায় শূকর থেকে ছড়ায়। বন্য প্রাণি ও মানুষের মাঝে লুকোচুরি খেলতে খেলতে এক দিন ধাপ্পা বলে ধেয়ে আসে এক একটা সংক্রমণ। তবে সার্সের জন্য দায়ী করোনা ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিন শক্তপোক্ত ভাবে বসতে পারেনি মানুষের ফুসফুসের কোষে। শি খুঁজে চলেছেন মানুষকে সংক্রমণের আগে কোথায় বাসা বেধে ছিল করোনা।

মাস খানেক ঘোরাঘুরির পরে খোঁজ পাওয়া গেল বড় এক বাদুড় দলের। সন্ধ্যার আগে গুহার মুখে জাল আটকে শুরু হলো বাদুড় ধরার কাজ। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত আর লালা সংগ্রহ। পরের দিন ভোর ভোর এসে চলত মল মূত্রের সংগ্রহ। আট মাসের হাড় ভাঙা পরিশ্রমের পর ও মেলেনি করোনার নাম গন্ধ। হঠাৎ পাশের ল্যাব থেকে পাওয়া গেল সার্সের এলাইজা কিট। মানুষের কিট বাদুড়ে কাজ করলে এক লাফে অনেকটা এগিয়ে যাওয়া যায় করল ও বটে। তিনটি বাদুড়ের মলে মিলল সার্সের উপস্থিতি। ঘুরে গেল গবেষণার মোড়। কুনমির গুহায় খুজে পেলেন সার্সের মত করোনা ভাইরাস। জীন গত সাজুয্য ৭৮-৯৫ শতাংশ। নাম দিলেন W1V1 স্ট্রেন, স্বচ্ছন্দে বাঁধতে পারে বাসা মানুষে।

এবার খোঁজ শুরু করলেন কোন নির্দিষ্ট গুহায় সেই বাদুড়ের বাস। ইউনান প্রদেশের রাজধানী কুনমিং এর পাশে শিটাও গুহায় মিলল দেখা করোনায় আক্রান্ত বাদুড় দলের। পরবর্তী পাঁচ বছর চলল গবেষণা। শিটাও গুহা যেন এক 'জেনেটিক ল্যাবরেটরি'। শত শত করোনা বাহী বাদুড়ের দেখা মিলল - ডজন খানেক আবার সার্সের তুতো ভাই বোন, মানুষকেও সংক্রমণ করতে পারে। শিটাও গুহার আশপাশের গ্রামে ফুল ফলের চাষ। ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে শি এর দল - যে ২০০ জন গ্রামবাসীর রক্ত সংগ্রহ করে তার মধ্যে ছয় জন সার্সের মত করোনা ভাইরাসে 'পজিটিভ'। এক কথা সবাই বলেছিল তাদের গ্রামে বাদুড়ের আনাগোনা বেড়েছিল রক্ত সংগ্রহের আগ দিয়ে।

বছর তিনেক আগে শির দলের ডাক পড়ল ইউনান প্রদেশের মোজিং অঞ্চলে। ছয় খনি শ্রমিক নিউমোনিয়ার মত শ্বাস কষ্টে আক্রান্ত হন এবং দুইজন মারা যান। সারা বছরের খোঁজে মিলল ছয় প্রজাতির বাদুড় যাদের শরীরে বাসা বেঁধেছে একাধিক করোনা ভাইরাস। সব যেন 'উড়ন্ত ভাইরাস ফ্যাক্টরি'।

৩০শে ডিসেম্বর, ২০১৯ সন্ধ্যা ৭টা। উহানের ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর ফোন করলেন শি কে। 'সব কাজ ফেলে এখনি লেগে পড়ো'। তখনি সাংহাই এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মঞ্চ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। রাতের ট্রেনে ফিরলেন উহানে। নিউমোনিয়ার যে স্যাম্পল ল্যাবে এসেছিল তাতে করোনার সংক্রমণ! দুশ্চিন্তা গ্রাস করলে 'তবে কি তাঁর ল্যাব থেকে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ল? 'দিনভর খোঁজ চলল বড়া নিষ্কাশনের নথির। না, সেরকম কোনো সম্ভাবনার কিছু তো পাওয়া গেল না। নিশ্চিত হতে আরও পরীক্ষা শুরু করলেন। উহানে লকডাউন শুরু হয়ে গেছে। শুধু ল্যাবে আসার পাশ জোগাড় হয়েছে। ক্যান্টিন বন্ধ, ইনস্ট্যান্ট নুডুলস সেদ্ধ খেয়েই চলল গবেষণা। ৭ই জানুয়ারির মধ্যে নিশ্চিত হলেন বাদুড় থেকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ে। ২০শে জানুয়ারির মধ্যে 'নভেল করোনা ভাইরাস' নিয়ে ফলাফল লিখে পাঠিয়ে দিলেন 'নেচার' পত্রিকায়। নয় দিনের মাথায় গৃহীত হল, প্রকাশিত হল ৩রা ফেব্রুয়ারী, অনলাইনে।

হ্যাঁ, বাদুড় থেকে ছড়িয়েছে করোনার সংক্রমণ। সার্সের ভাইরাসের সাথে জীনের মিল ৭৬ শতাংশ, কিন্তু ২০১৬ সালে তাঁর খুঁজে পাওয়া বাদুড়ের করোনা ভাইরাসের সাথে মিল ৯৬ শতাংশ। তবে আলাদা কোথায়? নভেল করোনা ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনটি লম্বায় বড়। অ্যামাইনো টার্মিনালে তিনটি ছোট ছোট নতুন 'ইন্সারসন' আছে। আর রিসেপ্টর বাইন্ডিং ডোমেনের পাঁচ গুরুত্বপূর্ণ অ্যামাইনো অ্যাসিডের চারটিই ভিন্ন। নভেল করোনার জীনোমে একটিও রিকম্বিনেশন সাইট নেই, কিন্তু শি র বাদুড় থেকে পাওয়া ভাইরাসে চারটি রিকম্বিনেশন সাইট এর খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। শি এবার সত্যি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবেন। ভাইরাসটি রিয়্যালি নভেল।

কিন্তু যে প্রশ্নটার উত্তর পাওয়া গেলনা উহানে কিভাবে ইউনান থেকে বাদুড় এলো। গুগুল বলছে দুই শহরের দূরত্ব ১৮৮৯ কিমি, যা গাড়িতে যেতে সময় লাগে প্রায় ২৪ ঘন্টা। খাঁচায় এই বাদুড় জলও মুখে তোলে না ভয়ে। দুই দিন বাদে যে কটি বাদুড় বেঁচে থাকবে তাতে লাভজনক ব্যবসা হতে পারেনা। ফলে বাদুড়ের শরীরে ভাইরাস উহানের কাছে পিঠেই বাসা বেঁধেছিল।

ভাইরাস আর হোস্টের ছোঁয়াছুঁয়ির খেলা প্রকৃতিতে প্রতিনিয়তই হচ্ছে। তা কেমন করে অতিমারী হয়? হুবেই প্রদেশে ১৭ই নভেম্বর প্রথম রোগীর খবর আসে বলে

সংবাদপত্রে প্রকাশ। উহানের করোনার সংক্রমণ নিয়ে প্রথম পেপার টি 'ল্যান্সেট" পত্রিকা প্রকাশ করে ২৪শে জানুয়ারী। তাতে ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ২রা জানুয়ারী পর্যন্ত রোগীর তথ্য সংকলিত হয়। অর্থাৎ প্রায় এক মাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রিত নয়, নিবন্ধন করাও হয়নি। ৭ই জানুয়ারী শি র ল্যাব নিশ্চিত করে করোনার সংক্রমণ। ২৩শে জানুয়ারী চিনে আন্তঃদেশীয় উড়ান নিয়ন্ত্রিত হয়। ঠিক পরের দিন 'ল্যান্সেট'এ প্রকাশ পেপারটি। সবশেষে হু অতিমারী ঘোষণা করে ১১ই মার্চ, ২০২০। সারা পৃথিবীর উড়ান বন্ধ হতে হতে ২৭ মার্চ। পাঁচ মাস জোড়া অর্থ বনাম স্বাস্থ্যর লড়াই সম্ভবত করোনার পাকাপাকি ঠিকানা লিখে দিয়েছে মানুষের ফুসফুসে।

১৮.০৫.২০২০

TROPICAL CYCLONE: IMPACT OF GLOBAL WARMING – A BRIEF DISCUSSION

Gautam Goswami

The recent devastation we have observed on 20th May, 2020 in the Amphan hit Bengal provokes our mind to ask a number of questions. Is the climate changing with greater rapidity? Is it likely to see similar disasters frequently in near future? These are not easy questions to answer with certainty, rather I like to discuss empirically and speculate to some extent the probable behavior of nature under present constraints from a non-expert's point of view.

For better understanding, one should have the basic idea of the science of formation of cyclone. We all know that when land or ocean surface gets heated due to direct incidence of sun rays, the warm air moves up leaving a lower air pressure zone near the surface. Cool air from adjacent higher air pressure zone flows towards the low pressure zone. This is a common and regular phenomenon in nature. A moderate pressure variation with distance persists resulting in a gentle breeze.

It is to be noted that cyclones are formed over the world particularly in the tropical zone between the Tropic of Cancer and the Equator in the northern hemisphere and between the Tropic of Capricorn and the Equator in the southern hemisphere. The reason is that the tropical zone receives sunlight with minimum obliquity during a fairly good period over the year. In the northern hemisphere the tropical zone receives almost direct sunlight during the period April, May to September, October. A cyclic process of rise of warm air carrying huge moisture from the ocean is followed by flow of cool air from the high pressure zones and is continued for several hours and days. This process considerably expands the radius of the low pressure region. This is a booster to the formation of tropical cyclone as the sea surface becomes warm

and a temperature above 26.6 degree Celsius is always favourable in the formation of cyclone. The moisture reaching the upper atmosphere forms dense rain cloud after condensation and is extended vertically upto approximately 15 kilometer. In the Northern hemisphere, cool air flows towards the low pressure zone from the north and from upper atmosphere towards the depression zone with high velocity, because the pressure gradient becomes larger due to the continuous cyclic process over a long period. At this point it is to be kept in mind that air flow from north to south with high velocity, say 60, 70 kilometer per hour gets deflected towards west (in the northern hemisphere) due to a force which arises due to the spinning motion of the earth known as Coriolis force. So the wind now experiences two effects; one is the drag from the low pressure region and the second is the deflection due to the Coriolis force. The combined effect leads to a whirling motion of the wind around the low pressure zone. After hours, the accumulation of moisture in the upper atmosphere forms huge rain cloud with enormous amount of energy absorbed from the ocean. A massive wind starts whirling with speed greater than 100 kilometer per hour around a vast low pressure zone and the cyclone is formed. The central part is called the "EYE" of the cyclone which is a very low pressure and comparatively calm and warm region. The whole system (Figure [1]) with the Eye at the centre is not stable; rather it starts moving from the deep sea and becomes alarming and is intensified with continuous absorption of energy from ocean moisture. The Eye is a vortex and you may have a similar experience in your kitchen sink. Keep the outlet at the centre of the sink closed with your fingers, fill up the sink with water and suddenly remove your fingers. You will observe the vortex (Eye in cyclone) at the centre which is a low density zone (low pressure zone in cyclone). The difference is that in the kitchen sink it is stable but in cyclone the Eye moves with a speed roughly around 500–600 km per day but the whirling massive wind speed is deadly, may be 175 kilometer per hour or above 200 kilometer per hour in a super cyclone. The Eye moves in a direction which depends on various factors which are not discussed here. One can understand from the geographical map that for a cyclone formed in the Bay of Bengal basin, a slight north or north-west direction of motion of the Eye finds Tamil Nadu to Bengal coastal range in

India and Bangladesh for appropriate and easy target for landfall of the cyclone. It is to be mentioned that Amphan was formed on 13 May, 2020 at around 300 km east of Colombo, Sri Lanka and was intensified to a severe cyclonic storm on 17 May, 2020 [2] and people of Bengal experienced the landfall on 20 May evening. The most dangerous zone is the "Eye Wall" which is a thick circular boundary and about 15, 20 kilometers radially away from the eye (shown in the figure). That part lashes out with the cyclone's greatest fury. The whirling wind blows at this part ferociously; causes thunder storm with torrential rain and a huge tidal surge in the coastal area. I think one can remember 5 to 10 minutes silence at Kolkata in the evening of Amphan hit 20th May when nature suddenly became calm and quite after forty five minutes of fury. That might be the period during which the EYE was crossing; after that we again experienced the furious Eye Wall effect. The two 24 Parganas and Kolkata have experienced the devastating power of Eye Wall of Amphan when the maximum wind speed has been recorded at 114 KPH at Kolkata and 133 KPH at Dum Dum. The maximum destructive features are observed immediately after the landfall of the cyclone and particularly in the regions of the Eye Wall. Once landfall takes place, the moisture supply is cut off and the intensity is attenuated gradually and becomes a gentle breeze after travelling around 250-300 Km.

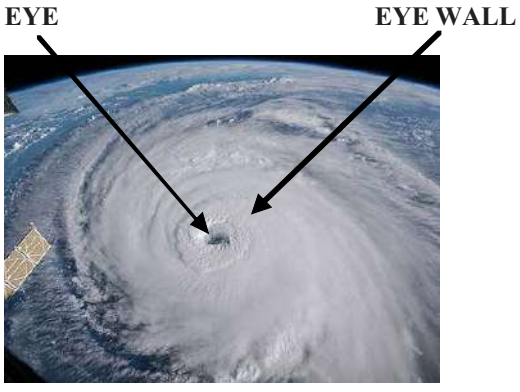


FIGURE 1

So far we have got a glimpse of the elementary features of a tropical cyclone. Now the question is whether the frequency of formation of

cyclone is now greater and whether it is becoming more intense. I am trying to mention only two aspects briefly here but extensive research works are continued by environmentalists throughout the world.

Global warming has been a burning topic of discussion in the last few decades and we are more anxious about the rise of sea water level rather than its impact on cyclone pattern or distribution. Extensive investigations are still going on since 1980 but there is no consensus about any impact of Global Warming on cyclones. During the last 40 years the average number of recorded cyclones over the world is 85 to 100 per year. The data shows no remarkable increase or decrease of the occurrence of cyclones, but recurrence of category 4 & 5 cyclones during the last few years is very important and alarming.

Researchers over the world have been trying to understand the impact of Global Warming on frequency of occurrence and intensity of cyclone. They are using different models and trying to draw inferences after simulating the collected data. It has been observed that Global Warming does very little to change the frequency of occurrence of cyclone. But the same is extremely important for recurrence of Category 4 & 5 (super energy) cyclones with wind speed exceeding 200 KPH. Thus the number of super cyclones in every year could be doubled or more. Environmentalists use a term 'Potential Intensity' which depends on the sea surface temperature and which determines the upper limit of the speed of the wind. Due to Global Warming the average ocean surface temperature increases. Also the direct sunlight at the tropical zone causes the rise of temperature further. A mere 2 degree Celsius rise in ocean temperature may cause a greater percentage of cyclones of severe category to occur [3]. This is because the Potential Intensity increases with rise in ocean temperature increasing the upper bound of the wind speed.

Statistics show that category 4 and 5 Hurricanes are increasing in the Atlantic and north eastern Pacific region whereas devastating cyclones are decreasing in the Indian Ocean and Bay of Bengal basin. It is observed that the greenhouse effect virtually keeps the ocean temperature rather high in the Atlantic and Pacific zone, but presence of very low level aerosols in the atmosphere allows direct sunlight making the situation favourable for high category

Hurricane[4]. On the other hand, high level pollution and presence of solid and liquid droplets suspended in the air–and other aerosols in the atmosphere over Indian Ocean in the tropical zone provides a masking effect in the formation of high category cyclones.

It is again confusing; should we encourage our habits of increasing the pollution level to protect ourselves from Amphan-like blows in future? It is worth mentioning that a brief idea of one model approach has been discussed in few words. Environmentalists have been working with many models, observing the scenario for many years, from many different angles and incorporating many parameters for better understanding of the impact of Global Warming on cyclones. A single model or simulation of collected data can at most give a partial prediction, but there might be many reasons behind the frequent formation of super cyclones which are still unnoticed. After Aila, Titli, Fani, Amphan hits on east coast, researchers are still waiting to observe the trend in the coming years for better understanding of impact of Global Warming, if any, on formation of high category cyclones.

It's time to realize the nature. Different countries in the world are running so many projects in the name of development of human being and civilization. But the most important aspect is to judge whether the implementations of the projects are disturbing the balance of nature. Nature has a tendency to restore its balance under any disturbing constraint. It is time to judge whether people doing so many things are at all for development or the result is detrimental. Nature deserves respect; otherwise we have to wait for many more devastations from different angles.

References: (Please ref. to note)

1. Courtesy: NASA
2. Nandi J, Thakur J: Hindustan Times (19th May, 2020)
3. Knutson, Thomas et.al.: "Tropical Cyclones and Climate Change Assessment: Part II. Projected Response to Anthropogenic Warming". Bulletin of the American Meteorological Society: BAMS–D–18-0194.1. doi:10.1175/BAMS-D-18-0194.1. ISSN 0003-0007.

4. Hayhoe, K.et. al. : Our Changing Climate. In Impacts, Risks, and Adaptation in the United States: Fourth National Climate Assessment, Volume II [Reidmiller, D.R., C.W. Avery, D.R. Easterling, K.E. Kunkel, K.L.M. Lewis, T.K. Maycock, and B.C. Stewart (eds.)]. U.S. Global Change Research Program. "FOURTH NATIONAL CLIMATE ASSESSMENT Volume II: Impacts, Risks, and Adaptation in the United States". *Retrieved September 7, 2019*.

13.07.2020





THE COVID-19 CRISIS, LOCKDOWN AND ONLINE EDUCATION

Sanjukta Roy

The year 2020 will go down in history as a watershed year in terms of the number of unprecedented events that it has brought to the human race and all, unfortunately, in the negative sense (till date). Even in early March while the Covid-19 virus was wreaking havoc in China and other European states, a total lockdown seemed like a distant possibility in a country like India. At a personal level, I was totally convinced that it would be impossible to announce a total lockdown considering that a large sector of the Indian economy still falls in the unorganized sector. A considerable portion of the population of many states like West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh live and work in other states of India – purely on contractual and daily wage basis, another considerable portion of the population live outside their states on a temporary basis, for work or for education purposes. This is besides the number of people who were travelling on vacation, for treatment or for work. To announce a lockdown ad hoc would be like the casting of a spell by an evil witch we read of in the fairy tales during childhood, that would freeze everything. The very prospect seemed scary and unrealistic. But fears have a strange power of materializing compared to hopes. The lockdown became unavoidable to save the lives of millions of Indians and so it began in earnest on and from 24 March, 2020, following the 'Janta Curfew' on 22 March, 2020.

The first few days passed in a hazy confusion of getting accustomed to the prospect of being 'locked down' in our homes and a mad race to buy and store up food items, grocery, medicines and of course, sanitizers – the newfound panacea to all evils!

Soon, however, it became evident that the Lockdown was here to stay and that each of us would have to make all possible efforts to Work From Home, a term that most of us, outside the IT sector, had only heard of till then, some of us had secretly coveted on days we felt too lazy or off-colour to rush to our workplaces. But the big question was: How could we take entire classes online?! Honestly, many of us shy away from the prospect of even having to give a power point presentation at seminars where we present papers, so how could we suddenly technologically upgrade ourselves to use online meeting platforms like Microsoft Teams, Google Meet, TeamLink, Google Duo or Zoom Cloud? Moreover, we were, technically speaking, not prepared for a scenario where we could not upgrade our mobile phones or internet connections or upgrade our computer systems even if we wanted to. Here is where we innovated, each of us, in our own ways. Those who could, chose the online meeting platforms like Zoom, Google Meet, Google Classroom, TeamLink. Those who could not use these, used WhatsApp to post one-hour long voice messages and study materials so that students could have access to these audio recordings at their convenient time and pace. Yet others posted videos of their lectures on YouTube. Some of my colleagues went so far as to take exams in MCQ pattern using Google Doc forms! In other words, as teachers, we tried our best to stay in touch with our students and did our best to help them stay in touch with their syllabi.

But then can we really say all is well with online education during this period of Lockdown? Not really. It took me quite some time to get accustomed to teaching on TeamLink, as my students were forced to keep their audio and video devices on mute mode to reduce bandwidth consumption. So, the personal, non-verbal communication that happens in a classroom between teacher and students was totally missing. While teaching in class we can almost always look at a student and understand whether the student is really paying attention or is lost in his or her day dreams; we can perceive instinctively if they have a doubt or if they have

missed a point. But while teaching a class of students, with audio and video turned off, its like engaging in a monologue aloud. The fun and the spontaneity that teaching is, is completely lost. On days when few students had network issues, the online class would induce more guilt. One could not call off a class because two students were facing network problems, yet those two students would not have access to the class for no personal fault. As a teacher, this was rather distressing. Amphan made matters worse. Whatever arrangements teachers and students had made to take and conduct online classes were literally blown away. Three weeks since the dreaded day the cyclone struck southern Bengal, electricity, mobile network and broadband connections are yet to be restored. This has drawn out the nightmarish experience that the two-hour long cyclone brought in its wake.

Students too, find it extremely difficult to stay focused and keep their concentration levels consistent when they know that they cannot be seen or heard by their teachers. Those who have lab-based subjects are definitely losing out more but even for humanities and social sciences it has not been much better. The Lockdown has knocked down all sense of temporal bearing. With nowhere to go and very little to do, students (more so with teenagers) have no routine, no fixed eating and sleeping cycles and the fatalism that ensues after every epidemic or pandemic, the all-engulfing uncertainty of the entire situation has tampered badly with the young minds. They are finding it very difficult and even futile to concentrate and focus upon their studies. Moreover, we do not really know how many of their parents might be faced with financial crisis or crunch due to the Lockdown, how they are getting psychologically affected by the incessant news of death and destruction all around, some of them live in areas with severe network problems and their academic loss during the said period cannot be put down in words. With the 'digital divide' that exists in India, where close to 85% students do not have access to means and devices of online education, it is hardly a surprise that a Dalit girl of class IX was driven to commit suicide because she feared

having to lose out on an academic year due to the lack of a smartphone. Under such circumstances it would be unwise to force students to regularly attend online classes because we are walking on a very thin line where the slightest stress might psychologically perturb the young minds further.

I would conclude by saying that for me online education has been advantageous to the extent that it has helped me stay in touch with my students during this period of crisis and more important than teaching and finishing the syllabus is that we look forward to interacting as much as the online platform allows. Another advantage has been that I could concentrate on teaching and making notes without disruptions and distractions that are a part and parcel of our busy work lives. On part of the students too, the opportunity to interact with their teachers and friends is more for the sake of staying in touch and realizing that 'all is well', rather than with the seriousness that studying in the classroom usually entails. In my opinion, online education can never be a sufficient replacement or substitute of direct teaching, it may at best be a supplementary course of action.

14.06.2020

COVID-19 PANDEMIC AND ECONOMIC SLOWDOWN:
WHERE DOES THE INDIAN 'MIDDLE-CLASS' STAND?

Maitri Ghosh

In the past few months, the COVID-19 pandemic is overwhelming the world health infrastructure and crumbling the world economy in ways that nations across the world are finding difficult to cope with. The 'Situation Report-95' (24 April, 2020) of the World Health Organisation (WHO) suggests a steady rise in the epidemic curve, assessing the global risk to be 'very high'. As far as India is concerned, the data revealed by the Ministry of Health and Family Welfare shows an increasing trend of the COVID-19 'confirmed cases' between March and April, 2020. Quite naturally, fighting the disease and saving lives with limited resources, both in terms of health facilities and appropriate knowledge regarding the SARS- COV-2 virus has become the top priority of nations. Notwithstanding the fact that saving lives should remain the primary objective of all countries, this article focuses on the fate of people, the Indian 'middle-class' in particular in the face of the economic slowdown that has come as a package of the prolonged lockdown to combat the spread of the disease.

The middle-class in India, whose spending is between Rs.120 and Rs.600 per capita per day, doubled in size between 2004-05 and 2011-12. This growth, though largely in the lower middle-class category, happened across a majority of states in both rural and urban areas. This amounts to nearly half of India's population. Importantly, when it comes to individual income tax, it is this middle-class which plays the crucial role. Income tax including salaried income, income from house property, business income, and interest income declared by individuals during AY19 stood at Rs.34.1 trillion. Of this, Rs.20 trillion was declared by the

middle-class and salaried people. Hence, the importance of the 'middle-class' in this demographically young country both in terms of presence in the population as well as economic activities is evident. Policy makers and economists across the country are rightly being vocal in ensuring interest of the poor, the marginal workers and the daily-wage earners. However, much less is being talked about the middle-class. While roughly about only 15 percent of this middle-class are government employees, the rest are private sector employees or are self-employed serving across sectors.

While the central and the state governments have declared economic packages for the poor to certain extent, nothing till date has been declared to give respite to the middle-class. Hence, government packages seem to be extremely lopsided.

By now it is widely believed that the pandemic had reached this country through the 'upper-class' who are frequent flyers either for work or leisure or through affluent people who have the capacity to buy education from foreign countries. The pandemic made no difference between the rich or the poor in its spread. However, the aftermath of the disease is sure to make the difference. Prolonged lockdown, sudden stop of commercial activities and expected moderation in GDP growth is bound to bring the hardest blow on the poor and the middle-class. With salary cuts, job losses and an uncertain future, the life of the middle-class is on the edge of crisis.

Let us look into some cases. The names used in the cases have been changed by the author.

Case I: Siddhartha works as a senior sales person for a branded foreign cosmetics company which operates through a large retail chain in India. Since end March, all malls are closed and hence the outlet of the brand stands shut. There is no scope of Siddhartha to work from home as his profession demands direct client meets for sale. Till date, Siddhartha and his likes have not received their salaries, not even a letter of concern from their employers. They have families to feed and EMIs to bear. The three-month

moratorium for EMIs has not helped them much as they perceive the interest to be borne in later months a burden on them. With dropped sales and slashed company profits, they fear job loss.

Case II: Ahmed runs a professional salon. Since March, his salon has been shut. With no business during this long period, Ahmed is already burdened with credits. Apart from paying his 12 employees, he has to pay rent for the salon and electricity bills. He is also uncertain about his business in the post lockdown period as he says, "It might take a long time for his clients to come out of the Corona fear and get back to his salon for service as his business cannot run without human touch.

Case III: Aditi is a singer by profession. All her shows have been cancelled as per the norms of combatting the pandemic. She has recently bought a flat and does not have much savings at her disposal. This saving is being used by her to bear the EMI. To put it in her own words "I am not sure about my fate. My savings are running out and it is quite understandable that people will only gather for entertainment once they ensure their basic sustenance. This might take months."

Case IV: Joseph works as a waiter in a very renowned restaurant chain. He says that his job condition was that of "no work-no pay". Hence, it was obvious for him to stay at home without pay. But the question he raises seems to be very pertinent. He says, "I am not staying at home because I chose it to be like that. I am at home as the Government directed us to do so". Hence, he questions the role of the government and pleads the government to provide him security.

There can be many cases to write about and the above are only some representations of a much broader perspective. People running stationery shops, garment shops, local gold and silver shops are in utter distress. This has an obvious spillover effect on the employees of such shops. Women entrepreneurs engaged in small businesses have no earning at present. Teachers of many private institutions have not received their salaries and part-time teachers fear being laid-off in the coming months. As most

projects have stopped and international relations are taking turns almost every day, the future of the IT sector does not seem to be bright. Further, salary cuts of government employees in some states of the country including Kerala, has made the situation even more grave.

This unprecedented scenario calls for an economic restructuring and also a shift from the conventional understanding of the role of the state. At a time when a large proportion of the population is depending on their savings to remain operative in the market, a strong need for government intervention is felt. The educated and skilled middle-class never find NGOs and philanthropists by their side. They mostly do not get any benefit of the Public Distribution System. Hence, instead of counting on fiscal deficits, immediate relief in the form of direct fund transfers to the people and complete rationalisation of tax structure is called for. This is not to deny the fact that state has its own limitations. Herein, the large multinational corporations operating in this country have their role to play in terms of what is called "Corporate Social Responsibility". This is a necessary action not only to cater to the economic slowdown but also for the MNEs to strive and operate in the Indian market in future. The government has to take up strict necessary measures to implement the same. This is the precise time for public-private partnership as the call for the hour is 'now or never'.

22.05.2020

LOCKED IN WITH A SPECIAL NEEDS CHILD: A MOTHER'S PERSPECTIVE

Piyali Gupta

When the lockdown was announced in India, my son had a break from school, having finished his term end exams. He was happily home, looking forward to visits to grandparents, lots of binge eating and roaming around the city in our brand new car, none of which ever happened.

My son has been assessed as mild to moderately autistic with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). When I was handed his assessment report, on a wet and furiously humid day in August, just two days after his third birthday and exactly twenty eight days after I had lost my father to cancer, I was sure there was a mistake. He was normal, of course. To my mind, attuned to seeing things in binaries, you could be normal, or not. He played with toys, especially cars, for hours, never disturbed any of us, ate and slept on schedule and would hardly ever fall sick. How was it possible that he had ASD (Autism Spectrum Disorder)? But these were the signs, which I never cared to know, before my son was diagnosed as autistic to be occupied with the same thing for hours, to stick to routines and be really upset when that is disrupted, to not respond to his name, not make eye contact, all these and so much more.

Four years have passed since that day. It has never been easy to manage a job, a household and a nearly non-verbal special needs child. However, what has helped me most, is the acceptance. The acceptance that nobody needs to be perfect, and that everyone is special in his or her own way. And the golden rule with Autism? Never Expect! Take each day as it comes. You must hear these precepts often. I live them!

So, when the lockdown was declared owing to Covid-19 I thought-how difficult could it get? I will be at home and I will manage. I am a hopeless optimist, hopelessly foolish, you see. It was difficult, tearing-my-hair-out and crying-my-lungs-out in exasperation difficult.

Before the pandemic, my son had school five days a week. He also had speech therapy, occupational therapy and special education classes once a week. He has sensory issues mainly while processing sound inputs. So loud noises are painful for him, he tries to block them either by crying or by covering his ears. Again, sometimes he needs sound inputs to satisfy his sensory needs and in such cases, he resorts to making noise by clapping, or banging something on a surface, or shouting, over and above all endurable decibel limits. He has sensitivity to harsh lights, keeps his eyes tightly shut in such light. He also has vestibular hyposensitivity, and so, he jumps on the bed continuously, climbs on cupboards and windows, and spins excessively at times. These issues were primarily addressed by therapies, some changes in his environment and some changes in our behaviour. So we have replaced fluorescent lights with soft lights in our entire house, put up a swing in the balcony to address his vestibular hyposensitivity and introduced instrumental music at an optimum volume (he prefers Brahms's piano and Amjad Ali Khan's sarod) at certain times of the day.

During the lockdown, all his therapies were discontinued. His school had gone on homeschooling and online mode. His only visitors are his grandparents smiling from digital devices and his only playground is the terrace. Like most kids on the spectrum, my son is openly defiant of change and chronology, they elude and disturb him, he cannot make sense of them. So life in lockdown mode is terribly difficult for him. Or least we thought it would be, but what is the golden rule in autism? Never expect!

With my husband locked up in a room with his conference calls and project meetings, and me constantly playing the very uninitiated juggler between cooking, cleaning, washing and

online classes in repeat mode, my son had lots of free time. Initially he was just happy that he was home with the two of us, even when I could hardly cater to any of his needs except for the very basic ones. I could hardly ever follow the homeschooling schedule provided by his school because I was exhausted, anxious and very irritable with all the work that magically multiplied each day. However, when it comes to his learning, it is a different story, different, special and so very heartwarming.

Learning the alphabet, rhymes or numbers, learning basic etiquette like 'sorry', 'thank you', 'please', colours, adjectives, all this and more is part of my son's curriculum. He learns visually, his tests are conducted with picture cards because he does not speak and he has just started writing. Also, because of his ADHD, making him sit in one place to do a learning-based activity is equivalent to the Sisyphean struggle of rolling a rock up the mountain and watching it fall slow, and painfully frustrating. But this boy has learnt a lot during the period of lockdown. When I say he has 'learnt' a lot, I do not mean conventional learning, learning that gets you the grades and promotion from one class to the next. He has learnt how to make the perfect lemonade out of the lemons that life has carelessly tossed his way a refreshing blend of the sweet and salty. This is learning life the hard way, by living it, all on his own. When life becomes your text, you have to learn, no matter what.

So, my son has learnt to perfectly slice lady's fingers & french beans, peel potatoes, peas and eggs, roll rotis, make maggi, fry fish, flip a pancake, dust and broom the entire house, make his bed, put out clothes to dry, then neatly fold and arrange them in separate cupboards. He already did all activities of daily living like bathing, getting dressed and eating on his own. Now he chooses what to wear, has developed an impeccable sense of style, and poses for photos! All this while not uttering a single word. He whistles, in tune, a lot. It calms him by providing him the necessary auditory input. He whistles while he is working very attentively on hanging out the clothes, an activity for which he

drags the *mowra* in from the living room to the balcony, because otherwise his hands don't reach the clothesline. He whistles when he is peeling egg shells with his nimble fingers, and he whistles when he washes hands with soap every 1-2 hours. He doesn't speak. Nor do I ask him to do all this. He observes and he knows what needs to be done. He learnt household chores, more importantly he has learnt to listen, without a word being spoken. I learnt that effective communication does not always need words.

And when he is not helping around the house, he has his ways of keeping himself busy and that has very little to do with devices like the phone or laptop. So, this lockdown has him innovating and improvising like a professional. If I may say so, he is the Indian mother's nightmare! His self-reliance is on some other level altogether, so if he accidentally suffers a cut and is bleeding, he will wash the wound, run to get band aid, and put it on the wound, all on his own. He knows how to warm food in the microwave and so if you dare miss his dinner time, he will take food out of the refrigerator, warm it, wash his dish, serve himself and sit down to eat. For things he cannot do on his own, he will make me do it, anyhow. He will wash the *mosambi* and knife and keep them dancing in front of my eyes unless it is sliced up and served. And his persistence will shame Aesop's crow attempting to drink water from the pitcher! Once, during the lockdown, he spent hours brainstorming how to get his favourite toy from the loft which had been kept away for some time because he was so obsessed with it. He coaxed and cajoled us first, trying everything from his toothy grin to his very dramatic large eyes swimming with tears and his shrill cries. When nothing helped, he locked the two of us, working in different rooms, got a chair, put a *mowra* on top of it, stood on it and with a long handled broom, tried finding the toy in the loft. Of course, our rooms have two doors and we unlocked the other one to come out and witness his persistent attempts but he remained undeterred in his endeavour. So his self-reliance is intimidating and enough to make us feel redundant as parents.

In the lockdown, his self-reliance was tested like nothing else when it came to keeping himself occupied for recreation. One of his recent games has been balancing himself on a suitcase with wheels and travelling the house on it. This, I realised, helps him deal with his vestibular hyposensitivity. A couple of days back, I found him neatly folding all sanitised currency notes of different denominations lengthwise, like bus conductors do, and making a low humming sound. I realised he was mimicking a journey on the bus, something that he always enjoyed and has not done in ages. Another favourite game involves the fortuitous discovery of a slide on the terrace which is basically a handrail for the staircase leading upto the elevator room from the terrace. This also controls his hyperactive behaviour to some extent. He also plays with soap water, blowing bubbles while taking a bath and that is his very favourite pastime. And trying out different clothes, in different combinations, using accessories like the watch and glasses (he tries both his father's and mother's watches), to stare at length at his reflection in the mirror, is another of his games. This gives him a sense of freedom and also identity. For the longest time, he had no idea who he was, so if you'd call him by his name, he would rarely respond and be engrossed in his own world. It was a long and painful process of associating him with his name so now if you call him from Hedua crossing, he will come running towards you from the college gate, only if he knows you well enough. This lockdown has seen his ingenuity develop and flourish with limited resources. What it helped me realise is happiness is a choice. Whether I can choose to be happy or not is a different story altogether.

There have been nerve-wracking episodes of desperation and frustration too. Without any proper physical exercise and professional therapy, my son has shown signs of regression. Owing to the lockdown, our already peaceful neighbourhood has gone on silent mode altogether, so my son feels the need for sound inputs. He cannot hear the honking of cars, or the usual chatter of children gathered to play downstairs, and so his auditory

hyposensitivity is addressed by shrill shouts, prolonged and repetitive. In fact, it sometimes gets so bad that I can hardly receive phone calls or record classes unless he goes to sleep because he keeps shouting repeatedly at frequent intervals. Part of this problem was addressed by getting a digital radio with pre-recorded songs. Now he spends hours listening to music at a volume that suits his auditory hyposensitivity and I can attend to calls too!

Another lockdown issue is the sudden increase in the frequency of meltdowns. He vacillates from crying endlessly and occasional head banging sessions to going completely silent. We have not been able to deal with these always according to the rulebook because at the end of the day, we are humans, and exhausted humans facing an existential crisis. So I have shouted, been frustrated, reacted with anger and I am not proud of it. But after each such episode, I have mellowed down a bit so now I can almost quietly hum when my son is having this meltdown after being refused access to a specific coloured t-shirt he wants to wear for the seventeenth time in the week. However, my neighbours, I assume, must feel the urgent need for soundproofing during such episodes.

A month ago when his school introduced online classes in addition to homeschooling, we were asked to prepare the children exactly as though they were going to school. So uniforms, lunchboxes, water bottles and the children were to be prepared. As part of preparation, I told him about 'laptop school', and asked him to try the uniform, the night before his online school session. The moment my son put his school t-shirt and trousers on, he pointed to the door and indicated that he wanted to leave. I was bemused so I told him that we were really not going to school but his school was coming to the laptop. He got very angry, took his bag, opened the door, wore his shoes and prepared to leave. I dragged him inside explaining we cannot leave but of course, he did not understand, crying and shouting at the top of his voice. It was after 4045 days of lockdown and I realised how much he missed his school, his routine, his life outside the four walls of home. That

meltdown did last the longest, he cried himself to sleep that night.

There was a time when my son had issues with cutting his hair and nail. Most autistic children face this problem due to sensory issues. So we would try to trim his hair at home. Even that was frustrating because our neighbours actually rang the bell to ask if anything was wrong because he cried relentlessly. Things improved with time and so during the lockdown he had his father trim his hair with a trimmer. The trimmer helped him relax too because of the low sound it made. I realised two days later, exactly how relaxed he felt, because he repeated the whole enterprise. Only this time, on his own! This very enterprising endeavour left him with a bald patch just in the centre of his head and me with a broken heart because I couldn't bear to look at him with this strangely shaved head. Of course, we had to shave all the hair off. But what we learnt is that he has completely got over the sensory issues during hair cutting. And of course to lock the trimmer inside the steel almirah. We had it under lock and key earlier too, but my son has a strange relationship with locks of all cupboards, they give in to his little finger, spoons, kitchen knives, scissors, any other key to any random cupboard.

With the unlock phase setting in, I have gradually started taking him outside in the neighbourhood for walks in the evening. On the first day, he promptly returned the mask he was made to wear. I explained that it is essential that we wear it. He was not convinced. I wore one myself, took him till the gate and pointed at people wearing it. He was also told that unless he puts it on, he won't be allowed outside the gate. Nowadays, he brings the mask to me exactly at five thirty in the evening because he wants to go out to walk and knows that it isn't possible without the mask. Before removing the mask from his face, he looks at me and asks if it is alright to remove it. He doesn't speak, but I know he is asking for permission. He may be sweating profusely because it is very humid these days, but he does not remove the mask unless I ask him to. He has slowly adapted to his changed circumstances like all of us have or are, at least, trying to.

In my very restricted neurotypical understanding, the lockdown has been both difficult and easy for my child. He continues to

negotiate with life and its challenges with his trademark smile and ingenuity, only this time, he has made me realise that there will be no normal, not new, not old. There is nothing called ‘normal’, there never was, never will be. We all engage with the world around us in our own way and some people, like my son, have more difficulties than usual, but that does not make him any different. We perhaps need to see things differently to acknowledge and then adapt to these differences. Wearing masks was not ‘normal’ a few months back, neither was having 50 people at a wedding, but now it is. Expanding our understanding beyond the lockdown will definitely make the world a happier place to be in.

11.6.2020







MIND AND THE PANDEMIC : MASTERING THE CHAOS

Nilanjana Bagchi

"It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we had nothing before us, we were all going direct to heaven, we were all going direct the other way in short, the period was so far like the present period, that some of its noisiest authorities insisted on its being received, for good or for evil, in the superlative degree of comparison only."
— Charles Dickens, *A Tale of Two Cities.*

This is the immediate thought that occurred to me as I started to share my feelings and experiences during the lockdown period. It is a time when stress on one hand is telling upon physical and mental health and on the other, we are passing through a myriad range of emotions and are being enriched experientially. It is as if we are watching a doomsday movie that will soon be over and we will resume our normal lifestyle once more with a mere reminiscence of the movie.

The human mind is being coloured by a kaleidoscopic sequence of events ranging from intense aggression to unquestionable surrender. Each day is approaching with a new repertoire of experiences that are challenging our existing schema of the world. I feel that the term that characterizes this time the most is "uncertainty". Unpredictability of threat has always been beyond tolerance by the human mind because an unpredictable environment makes the world appear less ordered and organized. An emerging literature suggests that unpredictable context itself

may contribute to heightened sensitivity to threat. (Jackson, Nelson and Proudfit, 2015).

During my interactions with others, especially while talking to the people who are seeking psychological support during the lockdown period, I have realized that the most important concern of people has been to adapt and adjust with the current lifestyle the 'new normal'. Having to wear masks and covering our faces is as if we are being endowed with a new identity that refrains us from disclosing our selves to others. We are being forced to change our pattern of life instantly without prior readiness and mental set-up. The fear of the disease coupled with the feeling of suddenness of events and having to fight with an invisible enemy in the blind have made the situation more intriguing. “Self Isolation” and “Distancing” that were once conceptualized as aberrations are now being encouraged and reinforced.

Instead of being able to connect to each other on physical and mental planes, we are being engulfed by fear and anxiety of being discriminated, isolated and being stigmatised once we are diagnosed with the disease.

Anxiety travels faster than the virus. Thus, a mass paranoia is pervading our consciousness that is further aggravated by “Infodemic” in this digital age. Constant sensory input via information propagated by the mass media at times has often led to rumours that in turn has instilled violence, anxiety and fear in people.

During one of my counselling sessions in response to my query as to how he is doing, the reply of the client was “I feel so lost”. This despair is not confined to any single person. Through his voice is echoed the voice of many uttering the same theme.

In this concurrent economic, social, demographic and technological shift what we all are experiencing is Event Sequence Stress wherein a stressor occurs then continues to yield stress into the immediate future. As our body perceives stress, the adrenal glands release cortisol into the blood stream. A natural “Fight and Flight” response is evoked that has kept humans alive for thousands of years though women are said to cope with a

mechanism called Tend or Befriend as was conceptualized by Shelly Taylor in 2000. However, the elevated levels of cortisol may actually supress the immune system. Deep inside our psyche, we are eventually acquiring "Learned Helplessness". Higher psychological impact of lockdown and the pandemic is predicted with young age, female gender and in people with co-morbid physical illness.

Many of my counselees, especially the adolescents and the young adults during their sessions are speaking of unusual aggressive behaviour in themselves that usually do not characterize them and which they have rarely experienced before. This could be the resultant of the frustration that current lifestyle is imposing upon us. This frustration yields aggression especially in the younger people the Frustration-Aggression Hypotheses.

Lack of order and productivity that characterize their daily lives, anxiety related to the uncertain fate of their careers have left them to tolerate the adversities coupled with their emotional vulnerability. This is the age of "peer crowding" where the youth feel an urge to connect to each other the most. During lockdown this urge is disrupted the most, resulting in acute loneliness. Loneliness has telling effects on the body as prolonged and acute loneliness increases blood pressure, results in insomnia and is accompanied by a marked decline in reasoning. In the same way, children and adults may develop Phobia and Post Traumatic Stress Disorder.

Adolescents and young adults have become increasingly vulnerable in their relationship with parents. It is a phase of life when on one hand they strive for autonomy and on the other they wish to connect to their parents. This inner turmoil paves the way for erratic behaviour which again is perceived by the parents as moodiness and rebellion. With the pandemic and lockdown encroaching our lives, interpersonal relationships have become even more intricate and challenging.

Each other's presence is often becoming a threat beyond endurance and families where violence was already prevailing or which needed separation are witnessing the worst of it. As a route

to escape, teenagers, youngsters and even adults are getting more and more addicted to their smartphones an addiction that is stealthily encroaching our systems that has far-reaching psychological consequences. It is also a time that is posing a threat on patients with existing psychological illness. Hand-washing being an anchor to precaution for prevention of COVID-19 transmission is adding to the agony of the OCD patients. High Health Anxiety in case of people with GAD, OCD and Somatization disorders are becoming more prone to misinterpreting bodily symptoms as evidence of the virus.

Situations are like teachers, they teach us the unlearnt lessons of life.

There is no denying the fact that this time is imposing existential threat on our being. However, there is another reality that we cannot overlook. Had not this situation arisen; we would not have known how resilient we are, having the potential to derive meaning out of the most adverse situations in life. Inspite of its darker side, this time has given us the opportunity to test our coping skills. The pandemic has in the long run enriched us insightfully. At the individual level it is the time that has given us the opportunity to come to terms with ourselves, to delve deep into to our consciousness, and be able to spend time with our own selves. It has helped us to rediscover and explore the real "Me" within myself my emotions, my priorities, my creative endeavours of which we had been oblivious for a long time due to ourfast-paced urban lifestyle. At the social level, we are being able to retrieve our long lost connections with others psychologically and emotionally that had become more virtual. Relationships are restructuring themselves breaking and rejuvenating and reshaping. The ones that are enduring a litmus test of hard times are becoming perpetual and indestructible and those destined to erode sooner or later are fading away and succumbing to the test of time. It is rather an investment period that will help us emerge as individuals in the true sense. It is physical distancing that is the need of the hour and not social distancing. The more we are heading towards a touch free world, the more are we becoming capable of touching each other on a psychological plane through empathy.

Afterall, the world is not collapsing. Moreover, stress is a perceived concept. The way we perceive it shapes our lives and stressful life is a myth. It is rather like a spice which in an optimal quantity adds flavour to life. The very feeling that we all are going through this timetogether, I believe, has made us even psychologically empowered. Sense of control over one's life and mental stability are needed at this juncture. That is the biggest lesson from COVID-19 disaster.

With unconditional love and acceptance and through social support, we will have to go through this time together, will simply breathe and be alright because we will not quit. Maybe a year from now, everything that we are stressing about will just not matter anymore. Let us learn from this time and move on. We can and we shall.

At this moment, if we cannot flee or fight, let us flow with the time.

16.07.2020

HUMAN CORONAVIRUSES, SARS-COV-2 INFECTION AND OUTCOME OF COVID-19

Suchandra Chowdhury

Introduction

The dawn of 2020 introduced turbulence in the lives of all human beings living in this planet. For the first time in our survival, the entire human population encountered the immense potency of a virus. Till now, our experience with them was confined to suffering from influenza or chicken pox. Not many of us were acquainted with the word 'pandemic' as well. It refers to an epidemic which spreads over multiple countries or continents. By the end of January 2020, the name of COVID-19, pandemic and SARS-CoV-2 became a household name. With innumerable people dying because of this not-so-known infection, the 'new normal' restricted our movements within the four walls of our respective houses. The LOCKDOWN began in the third week of March, 2020.

The initial few days started in the spirit of a vacation. I was still wondering whether this stay-at-home was a dream or a reality. I was in the middle of an assignment outside the college, examinations were being conducted in full swing when suddenly everything was shut.

Reality hit hard very soon. With no idea regarding how to complete the syllabus with the students, how to do every household chore single-handedly and the forced staying at home depressed me beyond words. Soon I realized that one way to taste life in the 'new normal' set up would be to take online classes. I also found the idea of attending online webinars interesting as many of them gave me a composite idea about the ongoing pandemic. This platform of learning helped me to fight with the fear I had about COVID-19. Here I am sharing some of such information which I already knew and which I am still procuring, with my esteemed readers.

Living organisms and their classification

Since our school days we have learnt to classify things as living and non-living. In the years of graduation, I studied the proper scheme of classification of living organisms. According to R. H. Whittaker (1969), living organisms are divided into five Kingdoms namely Monera (including the bacteria), Protista (including the unicellular protozoans), Fungi, Plantae and Animalia. However, this list of living organisms does not include the viruses.

What is a virus?

The name virus, meaning venom or poisonous fluid, was given by Pasteur. D. J. Ivanowsky (1892). The viruses are acellular, sub-microscopic (20-400nm diameter), infectious agents which are metabolically inert outside the host. Structurally, a virus consists of a small collection of genetic code, either DNA or RNA, surrounded by a protein coat (Figure 1).[1]

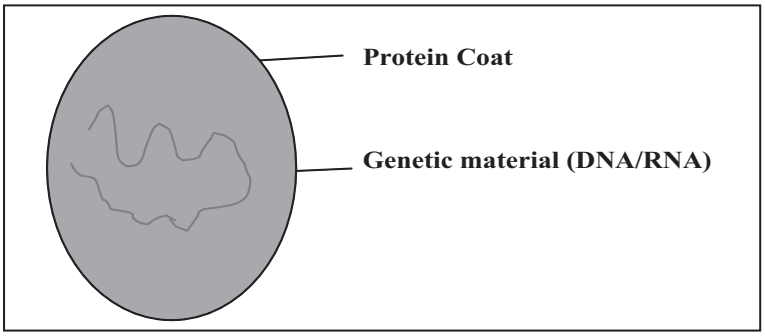


Figure 1: Structure of a virus

Most scientists consider viruses to be non-living because they are incapable of reproducing outside the body of the host and many do not survive in the extracellular environment for long. For the purpose of reproduction, they must infect cells and use components of the host cell to make copies of themselves. Often, they kill the host cell in the process, and cause damage to the host organism. This kind of life-cycle is known as the lytic life-cycle of the virus.[1]

COVID-19 – The Pandemic

The coronavirus disease (COVID-19), a respiratory illness, is caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The first cases of coronavirus disease (COVID-19) in Wuhan, China in December 2019, is linked to a large seafood market that also traded in live wild animals. Since January 2020, COVID-19 has been declared a pandemic affecting almost the entire human population.[2]

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Causative agent of COVID-19

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), the causative virus behind COVID-19, is a strain of human coronavirus and is referred to as the 2019 novel coronavirus (2019-nCoV). It is a successor of the SARS-CoV-1. It is infectious in humans and is responsible for the present pandemic of COVID-19.[2]

History of Coronaviruses (CoV)

The word novel coronavirus frightened me. I wondered whether this is something absolutely unique. In this quest, I googled to find out the history of coronaviruses.

Coronaviruses were first discovered as early as the 1930s when an acute respiratory infection of domesticated chickens was shown to be caused by infectious bronchitis virus (IBV).[3] In the 1940s, two more animal coronaviruses, mouse hepatitis virus (MHV) and transmissible gastroenteritis virus (TGEV), were isolated.[4]

Human coronaviruses were discovered in the 1960s.[5] They were isolated using two different methods in the United Kingdom and the United States. E.C. Kendall, Malcom Byone, and David Tyrell working at the Common Cold Unit of the British Medical Research Council in 1960 isolated from a boy a novel common cold virus B814.[6] Around the same time, Dorothy Hamre and John Procknow at the University of Chicago isolated a novel cold virus 229E from medical students. The novel virus 229E, like the virus strain B814, when inoculated into volunteers caused a cold and was inactivated by ether.[7]

In the same year, a research group at National Institute of Health isolated another member of this group of viruses using organ culture and named the virus strain OC43 (OC for organ culture).[8]

Like B814, 229E, and IBV, the novel cold virus OC43 had distinctive club-like spikes when observed with electron microscope.[4] The coronavirus strain B814 was lost.[9]

The IBV-like novel cold viruses were soon shown to be also morphologically related to the mouse hepatitis virus. This new group of IBV-like viruses came to be known as coronaviruses after their distinctive morphological appearance.[10] Other human coronaviruses have since been identified, including SARS-CoV-1 in 2003, HCoV-NL63 in 2004, HCoV-HKU1 in 2005, MERS-CoV in 2012, and SARS-CoV-2 in 2019.[11-12] There have also been a large number of animal coronaviruses identified since the 1960s.[6-7]

Types of coronaviruses affecting humans

From the above history, it is noted that the seven known coronaviruses infecting humans (HCoV) are: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 1 (SARS-CoV-1), Human coronavirus NL63 (HCoV-NL63), Human coronavirus HKU1 (HCoV-HKU1), Human coronavirus OC43 (HCoV-OC43), Human coronavirus 229E (HCoV-229E), Middle East Respiratory syndrome-related coronavirus (MERS-CoV), and Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

Comparison amongst these seven types of HCoVs

These HCoVs are similar in many ways. Nature wise, each of these viruses is an enveloped, positive-sense, single-stranded RNA virus. The site of infection for each type is the epithelial cells covering the respiratory tract. Transmission occurs by infected carriers who shed viruses into the environment by either an aerosol, fomite, faecal-oral route or respiratory droplets.

The dissimilarities among these seven types of HCoVs are numerous with respect to their origin, binding sites, duration and intensity of infection to name a few. One of the most significant differences is that while HCoV-NL63, HCoV-HKU1, HCoV-OC43 and HCoV-229E cause mild flu-like symptoms, SARS-CoV-1 (emerged in 2002), MERS-CoV (emerged in 2012) and SARS-CoV-2 produce symptoms that are potentially severe.

About SARS-CoV-2

Structure and the nomenclature

Transmission electron microscopy imaging reveals that the virion (infective form of a virus outside a host cell) of SARS-CoV-2

looks like a solar corona, due to the presence of spike proteins and hence the name. The virus particle is spherical in shape with a diameter of 60 to 140 nm with distinctive spikes about 8 to 12 nm in length.[13]

Origin and transmission of SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 has a zoonotic origin, i.e., it originates from animals and has resemblance with the bat coronaviruses, suggesting its emergence from a bat-borne virus. The bat is the natural host of SARS-CoV-2.[2,14] The transmission of SARS-CoV-2 occurs from infected man to other humans usually through close contact and via respiratory droplets produced from coughs or sneezes (Figure 2).[15]

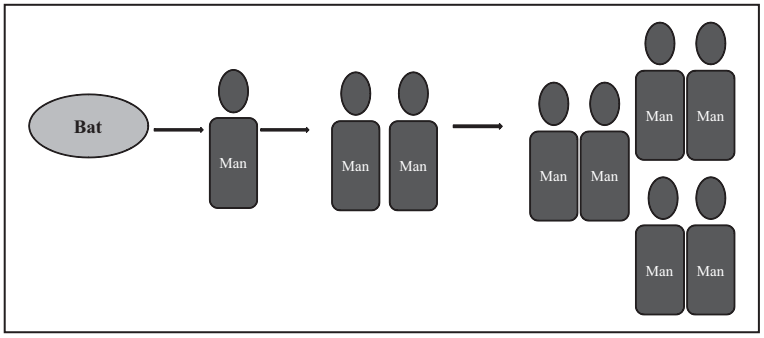


Figure 2: Trans mission of SARS-CoV-2

Incubation period and Symptoms of SARS-CoV-2 infection

The incubation period (i.e., the time from being infected to the time when the symptoms are manifested) of SARS-CoV-2 infection is about 3 to 7 days. A typical feature of the SARS-CoV-2 infected patient is pneumonia as demonstrated by Computer Tomographic (CT) scan or chest X-ray.[14] The virus leads to respiratory tract infection (RTI). Common symptoms include fever, cough, fatigue, shortness of breath, and loss of smell and taste. While the majority of cases result in mild symptoms, some progress to acute respiratory distress syndrome (ARDS) likely precipitated by a cytokine storm, multi-organ failure, septic shock, and blood clots (Figure 3).[2]

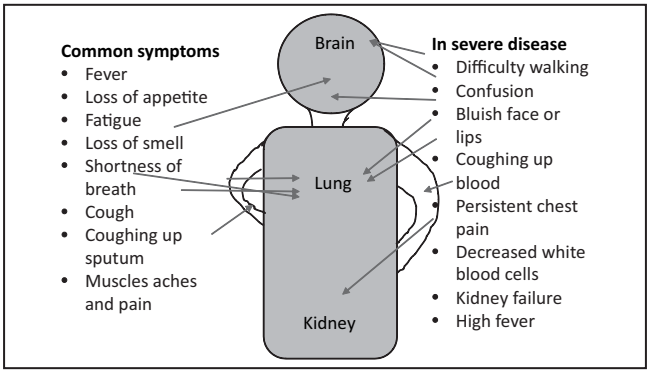


Figure 3: Common symptoms of SARS-CoV-2 infection

What happens when SARS-CoV-2 enters our body?

I. Entrance into host cells

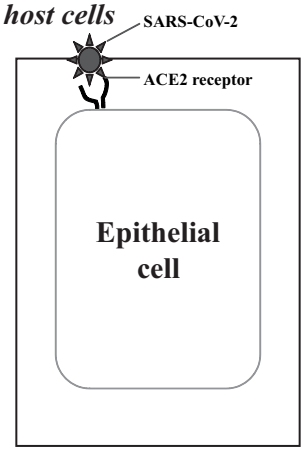


Figure 4: Binding of SARS-CoV-2 virus to ACE2 receptor

On entering the host's respiratory tract, SARS-CoV-2 binds to a host cell through its target receptor angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2, Figure 4), expressed on airway epithelial cells, alveolar epithelial cells, vascular endothelial cells and macrophages in the lung. The ACE2 is an enzyme attached to the cell membrane of cells in the lungs, arteries, heart, kidney, and intestines (Figure 3). ACE2 helps in lowering blood pressure.

SARS- CoV-2 infection reduces ACE2 expression in lung cells which leads to loss of pulmonary ACE2 function and is associated with acute lung injury. Therefore, a reduction in ACE2 function after viral infection influences blood pressure and fluid/electrolyte balance, and enhance inflammation and vascular permeability in the airways (Figure 5).[2]

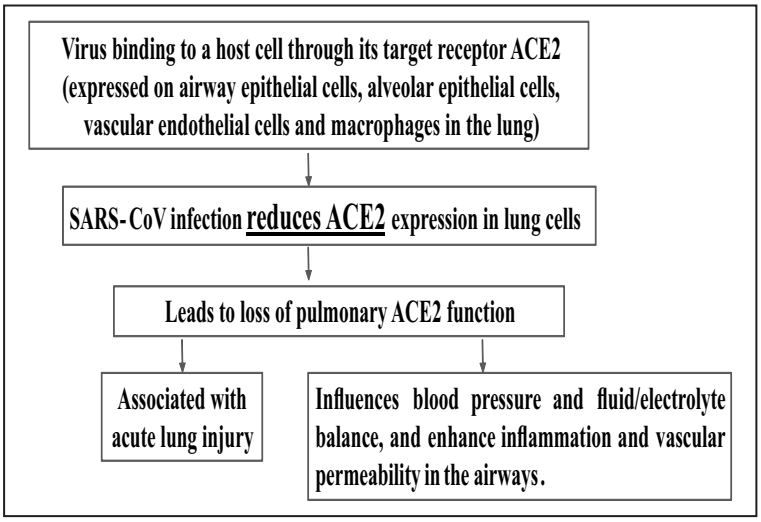


Figure 5: Viral entry into host cells reduce expression of ACE2 receptors

ii. Viral reproduction

The spike (S) protein is expressed on the surface of the virus particles, giving the characteristic 'crown' appearance. This protein helps the virus to bind to the host cell and enter into the host cell by a process called endocytosis. The virus gets access to the host cell machinery and starts reproducing (Figure 6).[2]

iii. Host's response to the virus

In response to the virus, the host's immune system i.e., the defence system of the body generates signals to the infected cell to die. This process, termed pyroptosis, takes away the weapons using which the virus reproduces. The dead cell releases its components into the surrounding which are termed Damage Associated Molecular Patterns (DAMPs), like ATP, nucleic acids and ASC

oligomers. The viral particles express Pathogen-Associated Molecular Patterns (PAMPs), such as viral RNA.

The PAMPs and DAMPs are identified by the pattern- recognition receptors (PRRs) of the neighbouring alveolar epithelial cells, endothelial cells and alveolar macrophages. This triggers the generation of immunoregulatory molecules like the pro-inflammatory cytokines and chemokines (including IL-6, IP-10, macrophage inflammatory protein 1α (MIP1α), MIP1β and MCP1).

Figure 6: Overview of the viral entry, disease development and outcome of COVID-19

These proteins attract the immune cells like monocytes, macrophages and T cells to the site of infection, promoting further inflammation (with the addition of IFNγ produced by T cells) and establishing a pro-inflammatory feedback loop. A wave of local inflammation ensues, involving increased secretion of the pro-inflammatory cytokines and chemokines IL-6, IFNγ, IP-10, macrophage inflammatory protein 1α (MIP1α), MIP1β and MCP1 into the blood of afflicted patients. These cytokines are indicators of a T helper 1 (TH1) cell- polarized response (Figure 6).[2]

iv. Outcome in healthy individuals

In a healthy immune response, the initial inflammation attracts virus-specific T-cells to the site of infection where they can eliminate the infected cells before the virus spreads. Neutralizing antibodies in these individuals can block viral infection, and alveolar macrophages recognize neutralized viruses and apoptotic cells and clear them by phagocytosis. Altogether, these processes lead to clearance of the virus and minimal lung damage, resulting in recovery. (Figure 6).[2,16]

v. Outcome in immune-compromised individuals

In a defective immune response, this may lead to further accumulation of immune cells in the lungs, causing overproduction of pro-inflammatory cytokines, which eventually damages the lung infrastructure. The resulting cytokine storm circulates to other organs, leading to multi-organ damage. In addition, non-neutralizing antibodies produced by B-cells may enhance SARS-CoV-2 infection through Antibody-Dependent Enhancement (ADE), further exacerbating organ damage (Figure 6).[2,16]

Discussion

This is how the disease develops due to SARS-CoV-2 infection. It is evident from the above-mentioned information, that it is easier for a healthy individual to fight the virus as compared to the immune-compromised ones. With this knowledge, I firmly believe that we will be able to fight the fear that we have for the unknown. The pandemic can only be fought with the right knowledge and proper preventive measures till herd immunity is achieved.

References

1. Villarreal, L. P. (2004). 'Are viruses alive?' *Scientific American*, *291*(6), 100 105.
2. Tay MZ, Poh CM, Rénia L, MacAry PA, Ng LFP. The trinity of COVID-19: immunity, inflammation and intervention. Nat Rev Immunol. 2020 Jun;20(6):363-374. doi: 10.1038/s41577-020-0311-8. Epub 2020 Apr 28. PMID: 32346093; PMCID: PMC7187672.
3. Estola T. Coronaviruses, a new group of animal RNA viruses. Avian Dis. 1970;14(2):330 336.
4. McIntosh K, Becker WB, Chanock RM. Growth in suckling-mouse brain of "IBV-like" viruses from patients with upper respiratory tract disease. Proc Natl Acad Sci U S A. 1967;58(6):2268 2273. doi:10.1073/pnas.58.6.2268 (b)
5. Chan JF, Yuan S, Kok KH, To KK, Chu H, Yang J, Xing F, Liu J, Yip CC, Poon RW, Tsoi HW, Lo SK, Chan KH, Poon VK, Chan WM, Ip JD, Cai JP, Cheng VC, Chen H, Hui CK, Yuen KY. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. Lancet. 2020 Feb 15;395(10223):514-523. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30154-9. Epub 2020 Jan 24. PMID: 31986261; PMCID: PMC7159286.
6. Kendall EJ, Bynoe ML, Tyrrell DA. Virus isolations from common colds occurring in a residential school. Br Med J. 1962;2(5297):82 86. doi:10.1136/bmj.2.5297.82
7. Hamre D, Procknow JJ. A new virus isolated from the human respiratory tract. Proc Soc Exp Biol Med. 1966;121(1):190 193. doi:10.3181/00379727-121-30734
8. McIntosh K, Dees JH, Becker WB, Kapikian AZ, Chanock RM. Recovery in tracheal organ cultures of novel viruses from patients with respiratory disease. Proc Natl Acad Sci U S A. 1967;57(4):933 940. doi:10.1073/pnas.57.4.933 (a)
9. Corman VM, Jores J, Meyer B, Younan M, Liljander A, Said MY, et al. (August 2014). "Antibodies against MERS coronavirus in dromedary camels, Kenya, 1992-2013". Emerging Infectious Diseases. 20 (8): 1319–22. doi:10.1007/978-1-4899-7448-8_10. ISBN 978-1-4899-7447-1. PMC 7122465. The other OC strains and B814 that

could not be adapted to mouse brain resisted adaptation to cell culture as well; these distinct viruses have since been lost and may actually have been rediscovered recently.

10. Almeida JD, Berry DM, Cunningham CH, Hamre D, Hofstad MS, Mallucci L, McIntosh K, Tyrrell DA (November 1968). "Virology: Coronaviruses". Nature. 220 (5168): 650.

11. Su S, Wong G, Shi W, Liu J, Lai AC, Zhou J, et al. (June 2016). "Epidemiology, Genetic Recombination, and Pathogenesis of Coronaviruses". Trends in Microbiology. 24 (6): 490–502. doi:10.1016/j.tim.2016.03.003. PMC 7125511. PMID 27012512.

12. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. (February 2020). "A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019". The New England Journal of Medicine. 382 (8): 727–733. doi:10.1056/NEJMoa2001017. PMC 7092803. PMID 31978945.

13. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N Engl J Med. 2020; [Epub ahead of print].

14. Zheng J. SARS-CoV-2: an Emerging Coronavirus that Causes a Global Threat. Int J Biol Sci. 2020 Mar 15;16(10):1678-1685. doi: 10.7150/ijbs.45053. PMID: 32226285; PMCID: PMC7098030.

15. Chan JF, Yuan S, Kok KH, To KK, Chu H, Yang J, Xing F, Liu J, Yip CC, Poon RW, Tsoi HW, Lo SK, Chan KH, Poon VK, Chan WM, Ip JD, Cai JP, Cheng VC, Chen H, Hui CK, Yuen KY. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. Lancet. 2020 Feb 15;395(10223):514-523. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30154-9. Epub 2020 Jan 24. PMID: 31986261; PMCID: PMC7159286.

16. Perlman S, Dandekar AA. Immunopathogenesis of coronavirus infections: implications for SARS. Nat Rev Immunol. 2005 Dec;5(12):917-27. doi: 10.1038/nri1732. PMID: 16322745; PMCID: PMC7097326.

22.09.2020

COVID-19 AND FM'S ECONOMIC PACKAGE:
WILL THE FATE OF THE MIGRANT WORKERS CHANGE?

Maitri Ghosh

The world will surely remember 2020. We are facing situations that many of us have never thought of or experienced previously. The 'globalised' world is fighting against an invisible enemy, the SARS-COV2 virus causing the COVID-19 disease. The severity and alarming rate of spread of this disease, which originated in China, has led the World Health Organisation to declare it as a Pandemic on 11th March. This virus is infecting people in geometric progression, killing people, overwhelming the health infrastructure of countries across the world and even changing the conventional definition of globalisation. In this 'globalised' world, we find ourselves confined within the four walls of our home in fear and uncertainty. Production has stopped, export-import has been curtailed, people are being laid off. The supply chain is disrupted, and the world economy is undergoing a large-scale restructuring. Quite naturally, the disaster of this pandemic is projected to be very high and multifaceted for populous countries like India. This article focuses on the fate of the Indian labourers as they migrate back home and that of rural economies with this 'Reverse Migration'.

The traditional migration theories suggest that labour migrates from one place to another in search of work and higher wage. This migration mostly occurs from the agricultural sector to informal and small business sectors across states. These workers, primarily males, are absorbed in construction, leather-making, small electrical equipment, intermediate chemical products, dyes and paints, ornament-making, diamond cutting etc. They also work as porters and plumbers. The migrant females work as contract labourers and as maids in households. Hence, they have sector-specific demand and get absorbed in states other than their home

states. However, the fear of being infected by COVID-19 and production shutdown due to nation-wide lockdown is forcing them to migrate back to their home. Thus, reverse migration in the current scenario has been triggered by both financial and psychological chargers. The question arises whether such a phenomenon temporary? To answer this question, let us travel twenty years back to a village of West Bengal called Ranguniya near the Jharkhand border on the fertile banks of Subarnarekha. This village was agrarian, like other villages of West Bengal. It produced rice, vegetables, and pulses in plenty to meet domestic needs. The farmers could cater to the local market and sell the surplus in other markets too. However, the next generation of farmers did not find it profitable to take up agriculture as their profession. In search of a higher wage, they moved from Ranguniya to large cities in India. They earned well, and with their savings, they could give their family back home a good life. In twenty years, their mud houses turned to concrete, and the lifestyle of the families changed for good. However, in these twenty years, the pattern of cultivation in this village also took several turns. First, the land was no longer cultivated by the family members who owned the land. The land was given to marginal or rented farmers for cultivation. In return, the landowner received one-third of the produced output. Thus, over time, a multi-crop land was gradually converted to a single-crop land. The cropping pattern changed, and the fundamental agrarian nature of the village got lost in the process. Most families started depending on the liquid cash that came from their family members who worked as labourers in other states. Now, having lost their jobs in this emergency, the migrated members of the families are heading back to their villages. Thus, question arises regarding their fate and the villages of states like West Bengal, which are similar to that of Ranguniya.

Unfortunately, conventional economic theories fail to provide a concrete answer. However, certain issues are evident. Firstly, the sectors in which these labourers worked were mostly informal and/or very small scale in nature. Lockdown came as a severe blow to these sectors. With production shut down, it is very difficult to predict the time by which these sectors will adapt and

start producing. The labourers are likely to remain unemployed in the interim.

Secondly, if these labourers stay back in their home states, any short-term effect on agriculture is unlikely. At this time seasonal crops have already been harvested and marketed. Vegetables and some cash crops of the state have already been sown. Farmers are awaiting the harvest period. So, reverse migration of labourers is unlikely to impact the cycle. Nevertheless, such reverse migration is likely to have a long-term impact on agriculture in terms of disguised unemployment and lower productivity. One should note that these migrated workers have lost their skills in agriculture over time. It is unlikely that these workers will positively contribute to agriculture in future.

Thirdly, we cannot negate that we live in interconnected economies. With the COVID-19 pandemic, there has been a worldwide shutdown. The sectors in which many of the labourers worked, produced inputs to products for India's export basket. The adjustments of the world economy, post-COVID-19, and the ripple effect in international relations are likely to determine the fate of the labourers. It is important to note that when labourers from West Bengal and other Eastern states migrated to Kerala, Karnataka, Delhi, Maharashtra, etc, a large chunk of the locals in those states, in turn, migrated to Middle-East countries. This created a vacuum which absorbed the migrated workers from Eastern India. Now with the pandemic affecting the Middle-East countries as well, reverse migration from Middle-East to India is expected. This is a matter of grave concern putting a big question mark on the future employability of the migrated workers of West Bengal and other Eastern states.

It is evident that the rural economy will be distressed, the social fabric will be disrupted because of family feuds and resistances impacting production and supply negatively. This might break the self-sustaining nature of agriculture. Thus, a powerful role of the government is desirable to handle the situation. As a light of hope, prior to the fourth phase of lockdown, on May 12, Prime minister Modi declared an economic package of Rs 20 Lakh crores as a 'stimulus for growth' for the crumbling economy. A lot of

expectations arose for the nation struggling with saving lives with challenged health infrastructure, shutdown of all commercial activities, increasing joblessness and unprecedented uncertainties. The announcements of the Finance minister thereafter in five tranches with the details of the government spending have however moderated the expectations and have raised speculations. While the sight of the jobless migrant workers walking back to their native villages without food and water and many of them dying on the way have appalled the nation, the Finance Minister's announcements were far from giving immediate relief to people. The focus of the major spending clearly shifted from creating demand to 'structural reforms' for an 'Atma-Nirbhar' Bharat. Many questions can be raised in this context, but the basic one relates to the timing of such structural change. Without catering to the immediate need of the people and stabilising the economy, spending for long term programmes and amendment of laws for making India 'self-reliant' seems to be completely out of place. This article focuses on the government's support for the migrants and the role of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) scheme in determining the fate of the migrant workers.

Let us first take into account in brief, the initiatives that the Finance Minister has declared for the migrant workers in her economic package. It was briefed that the Government of India had already permitted the state governments to utilise the State Disaster Response Fund (SDRF) for setting up shelter for the migrants and provide them with food and water. For the interstate migrant workers, the government assured supply of free food grains (5 kgs of rice or wheat and 1 kg of chana) per person engaging the state governments and NGOs including non-card holders for the next two months. Rs 3500 Crores will be spent for the purpose. Subsidised rented housing facilities have been planned for and drive to be undertaken to enrol the migrants into MNREGA scheme for which an additional of Rs 40,000 crores have been sanctioned. Releasing necessary money from the SDR fund is theoretically a good idea but the problem possibly lies in the implementation of actions. Such implementation of actions (such as providing shelter, food, transport, strict medical

screening at borders and assurance from respective states) to make the return of the migrants less harsh requires a very strong centre-state and state-state networking which lacks in India. The problem has become even more acute in the COVID scenario. It is evident that if the implementations were prompt and hassle-free then the nation would not have seen the very unfortunate sights of labourers dying on railway tracks or by accidents on roads.

On the brighter side however, India has an approximate reserve of 77 million tonnes of food grains including the harvest in process. Such stock is kept for unforeseen situations. Hence, an immediate need was for giving out this stock for the poor and hungry. The Government's decision to provide 5 kgs rice or wheat and 1 kg of 'chana' to the migrant workers including the non-card holders for the next two months is expected to be of some relief. However, along with this provision of food grains (which could have been raised to 7 kgs), direct cash transfers to these people was also the need of the hour. It has to be kept in mind that consumption function of an individual for a very basic livelihood does not end with wheat, rice or 'chana'. There are many essential goods like medicines and baby food which cannot be replaced with rice or wheat. The government announcements did not seem to be very sensitive in broadening the consumption function of individuals. Further, public distribution networks have their own limitations of catering to a limited group of local people. As the labourers migrate back, there is sure to be administrative difficulties in terms of identifying them and distributing food grains through PDS. As non-card holders are also included in this scheme, to ensure that one person receives food grains only once in a month, simple mechanisms like finger-inking could be thought of. However, till date, we have no clue about the appropriate guidelines or mechanisms of food grain distribution. Hence, what is sought to provide immediate relief is also far from being 'immediate'.

Subsidised rented housing scheme for the migrant workers is a welcome proposal. However, it will take a long time to convert this proposal into reality which in turn suggests that this proposal is not meant to benefit the workers now. This might help these people if their demand rises in future and they find enough reasons

to migrate back to other states for work. In the face of international reverse migration and losses incurred by production units, the chances of these workers to get back their work do not seem to be very bright. Hence, as thousands of jobless workers are migrating back to their native villages, apart from saving their lives in this critical hour, the major challenge with the government is to create employment opportunities for them. To this measure the government has made provisions to enrol the returning migrants in the MNREGA scheme. The average wage has also been increased to Rs 202 from Rs 182 per day. The state governments are vested with the responsibility of identifying the migrants and providing them with appropriate guidelines. With such initiatives on part of the government, let us briefly delve into the details of the MNREGA scheme and try to understand whether such initiatives are enough to revive the fate of the migrants.

The National Rural Employment Guarantee Act, 2005 aims at enhancing the livelihood security of people in rural areas by providing hundred days of wage employment in a financial year to every rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. It also aims to create durable assets, improve water security, soil conservation, land productivity and flood management. It stresses on the empowerment of marginalized communities, especially women, Scheduled Castes (Scs), and Scheduled Tribes (STs). The World Bank Report, 2014 considers the programme to be exemplary in terms of rural development. However, as far as the implementation of the scheme is concerned, government data for 2018-19 reveal quantum heterogeneity across states in terms of average number of person days to each rural household ranging from 13.11 in Goa to 92.48 in Mizoram. What is even more striking is that the percentage of households reaching 100 day limit out of those who were provided work has been as meagre as 10% in 2018-19. Hence it is evident that 100 days of work was never given to the people across the country. Thus, the role of MNREGA in employment generation till date reveals that although the participation ratio has been high though not uniform across states, performance of the schemes in terms of person days generated has been very poor. At this juncture it is important to know that

MNREGA is a legal entitlement in the sense that if the government fails to provide employment to the applicants then unemployment insurance has to be paid. Till date no data regarding such unemployment insurance have been provided by the government. Hence, there are several existing loopholes in the implementation of the MNREGA scheme.

As the Finance Minister infused money and gave thrust to this existing scheme to incorporate the migrant workers in her ambitious economic package, a complete revamping of the scheme is required to do any good for the migrants. This revamping should start with doing away with the 100 days cap. People should be given work in their local areas as per demand. Though agriculture is the base of any rural economy, it is already overburdened and cannot absorb any more. This was one of the reasons why these people had to migrate to other states for work. Hence, putting the migrants back to agricultural production is not at all a good idea. Hence, the scope of agriculture should be extended from land to other agriculture related rural enterprises. We must not forget that migrant workers are not unskilled. They are skilled and have been working in sectors like construction, plumbing, porting, electrical equipments, chemicals, jewellery among others for years. The women as well have worked as cooks for several years. Hence, the government has to take up necessary projects to use the skill of these workers in an appropriate way to revive the rural economy and create the necessary demand. Hence, as we talk about an 'Atma-Nirbhar' Bharat it is necessary to put very cautious steps forward. The government needs to save lives of the migrants on a war footing basis, revive rural economy, design alternative employment strategies for the workers and create the necessary demand. It is only then that a restructured MNREGA scheme with apt implementation of new projects might show a growth trajectory to move forward.

21.06.2020

COVID-19

Gautam Bandyopadhyay

The disease in question is a potentially severe respiratory illness caused by a CORONAVIRUS and characterized by fever, cough and shortness of breath. The meaning is CO(Corona), VI(Virus), D(Disease), 19(2019),the year in which the outbreak of the disease was first identified; hence named by the World Health Organisation(WHO) in 2020. A new class of CoronaVirus, known as SARS-COV-2(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2) has been found to be responsible for occurrence of this disease.

Coronavirus is a single stranded RNA virus with a diameter ranging from 80 nm to 120 nm ($1nm=10^{-9}m$). COVID-19 was reported in December, 2019 in Wuhan, Hubei province, in China. According to World Health Organisation (WHO), Coronaviruses can be catagorised into four genera namely, a,b,g and d. For pandemic, SARS, MERS-COV and SARS-COV2 are responsible, and they are b-Coronaviruses. Till now, COVID-19 has spread in almost all countries of the world, and the affected countries are nearly around two hundred.

In China, the rapidly increasing population growth has lead to deforestation and people eat different types of animals, such as bats, frogs, snakes, birds etc. COVID-19 is reported as a bat related pandemic, originating in China. It is reported that 60% of emerging transferable diseases come from animals and 70% of these are supposed to originate in wild animals. So, wildlife trade might enhance the risks of emerging new viruses. So, scientists

have urged different countries to ban permanently wildlife trades and markets.

Therefore, considering the national security, biosafety and public health, it is essential to globally ban wildlife markets and trades. Self-discipline might help us to maintain our home and surroundings under the captive situation of COVID-19. Every member of each household is doing their scheduled duties correctly and peacefully realizing its importance at this time. Similarly, office goers, who were strangers to one another have now come together to beat the 'commute pang' by maintaining queues and waiting for their turns to board buses i.e. maintaining social distancing, a practice of discipline. Therefore COVID-19 have turned indisciplined people to disciplined ones.

A report based on a survey conducted by Quacquarelli Symonds (QS), comes out with global ranking for educational institutions in India. The report pointed out connectivity and signal issues as the most prevailing problems faced by students while attending online classes. The survey pointed out that the infrastructure in terms of technology in India has not achieved a state of quality so as to ensure sound delivery of online classes to students across the country. It is seen that both the state and the private players have not yet managed to overcome technical challenges, for instance, in providing adequate power supply and ensuring effective connectivity.

For COVID-19, the world had witnessed a massive shift from the traditional Face to Face (F2F) teaching-learning system to online platform as a mode of delivery of classes. Due to lack of proper infrastructure, a shift to complete reliance on the online platform for the delivery of lectures seems to be a distant dream. According to the report, a survey with over 7600 respondents found that in order to use internet at home, 72.60% of the respondents use mobile hotspot, 15% use home broadband, 9.68% use WiFi dongle and 1.85% have poor to no internet connectivity.

The data revealed that among the respondents who used home broadband, over 3% faced cable cuts, 53% faced poor connectivity, 11.47% faced power issues and 32% faced signal issues.

When it came to mobile hotspot, 40.18% faced poor connectivity, 3.19% faced power issues and 56.63% faced signal issues. However, schools, institutions, colleges and universities were closed in India ahead of nationwide lockdown announced on March 24 to contain the spread of coronavirus. The lockdown has now been extended till September 30. The education sector is the worst hit due to COVID-19 situation. To overcome this prevailing situation, the universities and institutions across the globe are resorting to online education as the best possible alternative.

For online teaching-learning process we must be careful about the following points: a) high relevance between online instructional design and student learning, b) effective delivery on online instructional information, c) adequate support provided by faculty and teaching assistants to students, d) high quality participation to improve scope of students' learning and e) contingency plan to deal with unexpected incidents of online educational platforms.

Nevertheless, COVID-19 has also been a meaningful transformation. It has changed the social, economic, political and environmental scenarios of all countries to a large extent. For example, socially, people have become more disciplined, economically conscious, meanimgless political activities have been restricted and environment has become considerably pollution free. It has also affected people, making them more selfless, helpful, cooperative to others and *'Atymanirvara'*.

References:

1. Indranil Chakraborty & Prasenjit Maity, 'COVID-19 outbreak', *Science of the Total Environment,* Vol.728, P-138882, 2020.

16.08.2020

BETHUNE COLLEGE KOLKATA
181, Bidhan Sarani, Kolkata 700 006

LOCKDOWN CALENDAR
(March to August, 2020)

Lockdown Phases (as announced by the Central Government):

Phase I: 25th March to 14th April, 2020
Phase II: 15th April to 3rd May, 2020
Phase III: 4th May to 17th May, 2020
Phase IV: 18th May to 31st May, 2020
Unlock: From 1st June, 2020: Continued with time to time restrictions as per Govt. orders.

Important Announcements:

- Press Release (Nabanna): No. 85-SSE/20, dated: 14.03.2020: The Educational Institutions will remain closed from 16.03.20 to 31.03.20.
- WBHED: Order No.07-Pr.Secy-HED/2020, dated: 17.03.2020: Restriction imposed for combating COVID 19 (Press Release vide 85-SSE/20 dated: 14.03.20 & 87-SSE/20 dated: 15.03.20) upto 15.04.20.
- WB Govt. Order No. H&FW/121/20, dated: 22.03.20: To follow the Complete Safety Measures as per guidelines from 5pm 23.03.20 to midnight 27.03.20.
- WB Govt. Order No. H&FW/131/20, dated: 24.03.20: Complete Safety Restrictions are extended to midnight 31.03.20.
- WBHED: Order No.08-Pr.Secy-HED/2020, dated: 16.04.2020: In pursuance to (24.03.20), all Educational Institutions will remain closed upto 10.06.20.

- CU Notice dated: 10.05.20: To sanitize the entire premises of the Educational Institutions within 10 days after withdrawal of Lockdown. Final Semester UG and PG Examinations will be held one month after the University opens.
- WBHED: Order No.12-Pr.Secy-HED/2020, dated: 30.05.2020: All Educational Institutions will remain closed upto 30.06.20.
- WBHED: Order No.15-Pr.Secy-HED/2020, dated: 23.06.2020: In continuation of the previous Order No. 12-Pr.Secy-HED/2020, dated: 30.05.2020, all Government, Government aided, private educational institutions, training institutions including hostels, will remain closed upto 31st July, 2020.
- WBHED: Order No. 434 Edn-(CS)/10M-95/14, dated: 16.07.2020: Online Admission Guidelines for the Academic Session 2020-21 to all UG Courses.
- CU: Ref No. CUS/52(Cir.)/20 dated: 24.07.2020: Admission Schedule for the UG Courses of Studies (Academic session 2020-21)
- WBHED: Order No.17-Pr.Secy-HED/2020, dated: 30.07.2020: In continuation of the previous Order No. 15-Pr.Secy-HED/2020, dated: 30.06.2020, all Government, Government aided, private educational institutions, training institutions including hostels, will remain closed up to 31st August, 2020. IN the ug admission process, the concerned teaching/ non-teaching staff involved for this purpose will remain exempted from the restrictions.
- WBHED: Memo No. 43-SS(CS/A)/2020, dated: 13.08.20: Waiver of charges for uploading of documents by the candidate while applying for online admission at UG level courses in the ensuing academic year.
- WB Govt. Memo No. 298-CS/2020, dated 31.08.2020:

Considering the current COVID 19 situation, Lockdown in the containment zones stands extended and the Educational Institutions shall remain closed upto 30.09.2020.

College Activities:

I. Academic:

a) All Departments took part in online teaching and evaluation using different convenient platforms. The teachers uploaded the Study materials, Lecture Audio/Video in YouTube/ Google Classroom/ College website.

b) 14.04.20: Dr. Nilanjana Bagchi, Associate Professor of Psychology was an invited speaker in a Departmental Webinar in Hooghly Mohsin College to hold an e-learning session for the students of English and addressed on "Stress related issues".

c) From 14.05.20 to 16.05.20 Dr. Maitri Ghosh, Associate Professor of Economics, Bethune College was invited by the ETV Bharat to take part in the Analysis of the Economic Package announced (Atmaninbhar Bharat) by the Finance Minister, India.

d) 15.05.20: Debanjana Basu, Assistant Professor of Psychology was a Resource Person in a webinar at Asutosh College and delivered lecture on "Schema in Social Psychology: An approach from Late Irfan Khan's film The Lunchbox"

e) 19.05.20: the 4th Tuesday Lecture was delivered (online) by Prof. Pratap Chandra Ray, Professor, Dept. of Mathematics on "A Search for Bengali Almanac".

f) 05.06.20: Dept. of Zoology with IQAC, Bethune College organized Webinar and the topic was "Biodiversity and protection on environment in post-COVID era".

g) 09.06.20: The 5th Tuesday Lecture was delivered (online) by Dr. Kanya Sengupta, Assistant Professor, Dept. of Philosophy on "Whether Rational Paradigm Can Establish Our Congenial Relation with Others".

h) 09.06.20: Dr. Nilanjana Bagchi, Associate Professor of Psychology was an invited speaker in an e-learning session at Hooghly Mohsin College to address stress-related issues that all the students of the college are experiencing in the current Covid-19 Lockdown period .

i) A Webinar series (3-day: 12.06.20, 19.06.20 & 26.06.20) on "Thoughts and Reflections in the time of COVID-19 Pandemic: Science, Economy, Polity and Culture" was organized by IQAC, Bethune College.

j) 15.06.20: Dept. of Zoology with IQAC, Bethune College organized Webinar on "Overview of COVID 19 Vaccine Development".

k) 16.06.20 & 18.06.20: Dept. of Mathematics and IQAC, Bethune College in collaboration with Classle SKILLNET organized a two-day online Workshop on "Mastering Virtual Classroom Teaching".

l) 19.06.20: Dr. Nilanjana Bagchi, Associate Professor of Psychology attended as an invited speaker in Panel Discussion in a National Webinar "Redefining work stress to convert into Professional Harmony" held at Amity University.

m) 23.06.20: The 6th Tuesday Lecture was delivered (online) by Dr. Maitri Ghosh, Associate Professor, Dept. of Economics on "COVID 19 and FM's Economic Package: Will the fate of the migrant workers change?"

n) 26.06.20: Dr. Nilanjana Bagchi was an invited speaker in an International Webinar Panel Discussion conducted by the International Justice Mission Kolkata and the Department of Social Work, St Xavier's University, Kolkata. COVID 19: Emerging Cyber Threats, Psychosocial Dimensions and the Way Forward for Students.

o) 04.07.2020: The Dept. of English in collaboration with IQAC, Bethune College organized a Webinar "Literature through Music, Rendition of a Section of Abhijnanashakuntalam and Kubla Khan on violin" and the speaker was Prof Somnath Chakraborty, Celebrated Violinist and Head, Department of English & Teacher in Charge, Lalgola College.

p) 06.07.20: The NSS Unit in collaboration with IQAC, Bethune College organized online Interacting session on Arts and science of Yoga for Better Health and Happiness. The Speaker was Dr. Sridip Chatterjee, JU.

q) 12.07.20: The Women's Studies Centre in collaboration with IQAC, Bethune College organized a Webinar "Anatomy is Destiny"

r) 13.07.20: The Dept. of Computer Science in collaboration with IQAC, Bethune College organized a Webinar "Role of Data Science in Studying Covid 19 Pandemic".

s) 14.07.20: The 7th Tuesday Lecture was delivered (online) by Dr. Suchandra Chowdhury, Assistant

Professor, Dept. of Zoology on “Human Corona Viruses, SARS-CoV-2 infection, Disease Development and outcome of COVID-19.”

t) 16.07.20: Dr. Satarupa Bandyopadhyay, Associate Professor of Economics participated as an invited speaker in the 2-day National Webinar “Assessment of the Impact of COVID-19 Pandemic on Social Processes around us” organized by Berhampore College, Murshidabad, held on 15th & 16th July, 2020. She delivered lecture on “Lesson from COVID-19 Pandemic: How prepared our Public Health System is”.

u) 20.07.20: The online classes of Semester 3 and semester 5 start.

v) 21.07.20: Sanjukta Roy, Assistant Professor of Political Science acted as a resource Person in Two Day National Webinar organized by the Department of Political Science, Narajole Raj College, Paschim Midnapur, titled "Indo-China Border Crisis: A Rising Threat to the Neighbours" on 20 th & 21st July,2020. She presented a paper titled "India-China Border Disputes: Impact, Responses and Future of Relations with Bhutan and Bangladesh".

w) 24.07.20: The Dept. of Psychology in collaboration with IQAC, Bethune College organized a Webinar “Challenges and Opportunities in Defence Research: Role of Psychological Science”

x) 27.07.20: The Dept. of Physics and Chemistry in collaboration with IQAC, Bethune College organized a Webinar “A Tribute to Rosalind Elsie Franklin: Pioneer in DNA Structure Determination.”

y) 29.07.20: The Dept. of Statistics in collaboration with IQAC, Bethune College organized a Webinar "Statistics: Yesterday, Today and Tomorrow."

z) 01.08.20: The Dept. of History in collaboration with IQAC, Bethune College organized a Webinar on "Concerns of Historians and Journalists on Pandemic: Past and Present"

aa) 06.08.20: "Banglar Baithak" Monthly lecture started on 06.08.20. The first speaker was Dr. Anindita Datta, Topic: "Atmahatya o Sahitya"

bb) 08.08.20: CAS Committee in collaboration with IQAC, Bethune College organized a Webinar on "Promotion of College Teachers in the light of UGC Guidelines 2016 and 2018".

cc) 14.08.20: The Dept. of Chemistry in collaboration with IQAC, Bethune College organized a National Webinar "Today's Undergraduate Chemistry and Future Prospects"

dd) 18.08.20: IQAC Bethune College organized International Webinar on "New Mode of Online Teaching & Learning: Prospects and Limitations in the Light of Human Responses"

ee) 20.08.20: The Dept. of Political Sc. in collaboration with IQAC, Bethune College organized a Webinar "India in a Post Pandemic Global Order"

ff) 21.08.20: IQAC and NAAC Committee organized a Webinar on "Beat Stress and Boost Happiness"

gg) 22.08.20: The Dept. of Botany in collaboration with IQAC, Bethune College organized an International Webinar on "Human Ailments: Basic Research and Clinical Implications"

hh) 24.08.20: The Departments of Sanskrit and Hindi in collaboration with IQAC, Bethune College organized a National Webinar "Inter Literary Dialogues"

ii) 27.08.20: The Dept. of Philosophy in collaboration with IQAC, Bethune College organized a Webinar "Coping with the Pandemic: A Psycho Philosophical Standpoint"

jj) 29.08.20: IQAC organized one day National Workshop on: Orientation on MOOCS & e-Content Development". The speaker was M. Rajendranath Babu, Assistant Professor, Nagaland University.

kk) 31.08.20: Sanjukta Roy, Assistant Professor of Political Science was an invited speaker at Acharya Girish Chandra Bose College on the topic: "Indian Foreign Policy: Key factors and Major Determinants".

ll) 31.08.20: IQAC initiated an eight-day program (from 11 a.m. to 12 noon) as an extension/ knowledge spillover activity of the 29.08.20 e-Development workshop in presence of the resource persons Dr. Sutapa Datta (Zoology), Dr. Suchandra Chowdhury (Zoology) and Dr. Anindita Datta (Bengali). Sixteen teachers representing each department and Principal of the college will participate in the workshop.

Proposed webinars to be conducted:

a) 03.09.2020: Inaugural Programme of "Bethune College Sammilani Centenary Celebration"

b) 14.09.20 & 15.09.20: The Dept. of Bengali in collaboration with IQAC, Bethune College will organize an International webinar on "BangladesherKobita o Kathasahitya: AtitthekeBartaman".

c) 21.09.2020: The SC/ST cell of the college in collaboration with IQAC and NSS unit will organize a webinar on "An Overview of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989".

II. <u>Administrative:</u>

a) 16.03.20: Principal met the conveners of some important committees to frame the modalities of function during the lockdown period. The non teaching staff members of Principal's Office were present.

b) 20.03.20: Two meetings were held i) members IQAC and ii) all HODs

c) Announced that all committees of the Teachers' Council formed for the session 2019-20 to continue till further notice.

d) 19.05.20: The Report of online teaching learning details (as per query from RUSA) has been prepared and sent to RUSA.

e) Huge damage due to severe hit of the cyclone Amphan (20.05.20) has been estimated by the senior teachers with the supporting hands of PWD personnel and the non teaching staff residing at the college quarter. The report is communicated to Higher Education Department in due time.

f) The HODs have submitted the essential requirements for protection of students, teachers and non teaching staff after opening the college.

g) 08.06.20: Principal met TCS and senior teachers for discussion on important issues. The Principal's Office was open.

h) 11.06.20: Principal attended the College with Office Staff for important assignments.

I) 15.06.20: Meeting with TCS, senior teachers, NSS coordinator, Librarian in the Principal's chamber.

j) From 10.07.20 to 19.07.20: For smooth coordination with all Departments, all Departments arranged web meetings with the Principal.

k) 14.07.20: The web meeting of NAAC Steering Committee was held.

l) 20.07.20: Web meeting of the Admission Committee including all the HODs was held.

m) 24.07.20: The online IQAC meeting was held.

n) The incumbents have prepared and forwarded the Self Appraisal Reports to the Review Officer/ Officers.

o) 05.08.20: Principal met TCS, CAS Committee members and the incumbents whose CAS was due before 07.12.2017.

p) 16.08.20: A meeting of IQAC Committee with all HODs were held.

q) During this period, different committees of the Teachers' Council have continued with their assigned duties through regular web meetings. The AQAR Committee has been working seamlessly, in view of the ensuing NAAC accreditation (3rd cycle).

III. <u>Curricular:</u>

a) 08.05.20: The Cultural Committee of Bethune College presented a programme commemorating

the 159th birthday of Rabindranath Tagore and uploaded the video in the college website.

b) 08.05.20: Department of Physics observed a two-hour online programme of Rabindrajayanti in the evening.

c) 08.05.20: Department of English observed "Tumi Robe Nirobe, Hridoye Mamo: Bandidashay Rabibandana" and Department of Chemistry observed "Sabar mone Rabi Thakur" and posted in a social site.

d) 08.05.20: Department of Zoology observed Rabindrajayanti: "Nibhrito Praner Debota"

e) 25.05.20: Department of Zoology observed Nazruljayanti: "Anjali Laho More"

f) 26.05.20: Students of Botany presented a documentary on "Gender into urban climate change initiative in regards of present COVID 19 crisis"

g) 05.06.20: The College observed the World Environment Day. Essays on selected topics and Posters were invited from the UG & PG students. The response was good.

h) 12.08.20: Bethune College observed "Bethune Day" and "Banamahotsab". The college NSS unit in collaboration with Rotary club of Ganga Heritage, Kolkata initiated *Afforestation programme*. Students planted saplings at their homes and many of them will donate the plants to the college once it reopens. Bethune College alumnae Smt. Sanghamitra Sen donated Mahogany, Sonajhuri, Tecoma, Shishu, Radhachura and Amla Plants to the college.

I) 12.08.2020: Bethune College Alumna Association handed over a cheque of amount Rs

20,000/- for the *Amphan* affected students of the college.

j) 15.08.20: The Independence Day was observed in the College campus. A video documenting students' performances titled "Abhaya Jatra" was uploaded in the College website.

IV. <u>Others</u>:

a) 20.03.20: Department of Chemistry has prepared hand sanitizer

b) Students of different Departments, Bethune College uploaded their messages for COVID Awareness.

c) COVID-19 Awareness Posters by NSS students was uploaded in College website.

d) May 2020: NSS unit of Bethune College in collaboration with Nalta Arindam Welfare Society handed over baby food and other essential items to Amphan affected people of Sunderbans as an outreach programme.

e) 06.08.2020: Subha Swapna Mukhopadhyay of Bethune College secured the **2nd position** in the National online Essay Competition, conducted on 6th August, 2020 by the Cultural subcommittee and IQAC, Sarojini Naidu College for Women.

f) 12.08.20: The daily news Anandabazar Patrika published the effort of the students of Bethune College in the preparation of 25 minutes documentary highlighting the contributions of J. E. D. Bethune in the context of Women's Education.

g) The College gave students direct access to INFLIBNET during lockdown. One student representative from each batch in every subject

was given an individual user id and password, so that students can have direct access to these online study resources.

V. <u>Important Event:</u>

a) 11.06.2020: Bethune College has secured 88th rank in NIRF ranking 2020 under College Category.

b) 06.07.20: As per survey by India Today, Bethune College Kolkata has secured the rank 3rd in the city. In India the rank is 73 in Arts and 83 in Science.

Compiled by Gautam Goswami
and assisted by Neelanjana Basu

THE AUTHORS OF THE BOOK:

1. **Krishna Roy:** Professor of Physiology and Principal of Bethune College, Kolkata
2. **Gautam Goswami:** Associate Professor, Department of Physics, Bethune College.
3. **Minakshi Sinha:** Associate Professor of Bengali (Retired) and President, Bethune College Sammilani.
4. **Kumkum Chattopadhyay**: Associate Professor (Retired), Department of Political Science, Bethune College.
5. **Amrita Bagchi**: Assistant Professor, Department of History, Bethune College.
6. **Anindita Dutta**: Assistant Professor, Department of Bengali, Bethune College.
7. **Saswati Laha**: Assistant Professor, Department of Botany, Bethune College.
8. **Dipanwita Barua**: Assistant Professor, Department of Political Science, Bethune College.
9. **Sriparna Roy:** Assistant Professor of Bengali, Adamas University and Ex-Student of Bengali Department, Bethune College.
10. **Deblina Mishra:** Teacher of Bengali and Ex- Student of Bengali Department, Bethune College.
11. **Santa Rajguru:** Assistant Professor, Department of Physics, Bethune College.
12. **Sumanta Mukhopadhyay:** Assistant Professor, Department of Bengali, Bethune College.
13. **Sanjukta Roy:** Assistant Professor, Department of Political Science, Bethune College.
14. **Debanjana Basu:** Assistant Professor, Department of Psychology, Bethune College.
15. **Pratyusha Chakraborty:** Student, Department of English, Bethune College.
16. **Suchandra Chowdhury:** Assistant Professor, Department of Zoology, Bethune College.

17. **Abhijit Bhattacharyya:** Assistant Professor, Department of Hindi, Bethune College.
18. **Ranjana Sharma:** Assistant Professor, Department of Hindi, Bethune College.
19. **Srinjana Ghosh:** Assistant Professor, Department of Zoology, Bethune College.
20. **Samiran Ghosh:** Associate Professor, Department of Zoology, Bethune College.
21. **Maitri Ghosh:** Associate Professor, Department of Economics, Bethune College.
22. **Piyali Gupta:** Assistant Professor, Department of English, Bethune College.
23. **Nilanjana Bagchi:** Associate Professor, Department of Psychology, Bethune College.
24. **Gautam Bandyopadhyay:** Associate Professor, Department of Chemistry, Bethune College.
25. **Neelanjana Basu:** Assistant Professor, Department of English, Bethune College.

Photograph credits: Dipayan Chattopadhyay, Piyali Gupta, Pratyusha Chakraborty, Anwesha Pratihar.

Artwork credits: Pratyusha Chakraborty, Sangbit Das.







ISBN : 978-81-948279-0-0

